গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০

গড়াই নদী পুনরুদ্ধারে ড্রেজিং কার্যক্রম

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকাশক
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১০

প্রকাশনা কমিটি

কামরুন নাহার খানম অতিরিক্ত সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-আহবায়ক
পরিমল চন্দ্র সাহা যুগ্মসচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
মোঃ হাসানুর রহমান যুগ্মপ্রধান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
মোঃ সাইদুর রহমান চীফ মনিটরিং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-সদস্য
জি এম সালেহ্ উদ্দিন উপসচিব (প্রশাসন) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
বেগম ফৌজিয়া রহমান সহকারী সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য

সার্বিক গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
সুলতান আহমেদ (উপসচিব)
চীফ স্পেসালিস্ট, সিইজিআইএস

ডিজাইন ও গ্রাফিক্স
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)
বাড়ি ৬, সড়ক ২৩/সি, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

মুদ্রণ
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

রমেশ চন্দ্র সেন
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয়। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড জনগণের নিকট উন্মুক্ত হবে এবং এতে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং নদীভাঙ্গন রোধকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ প্রকল্প গ্রহণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সে লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার পানি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জি কে সেচ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের মতো ছোট বড় শত শত প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং বি আই পি, মুহুরী সেচ প্রকল্প, বিভিন্ন হাওর রক্ষা প্রকল্প, গোমতি বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ ইত্যাদি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং, গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়), উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, বুড়িগঙ্গা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ, গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প ইত্যাদি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সারাদেশে বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও নদীভাঙ্গন প্রতিরোধ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অতন্দ্রপ্রহরীর মতো দেশের জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করছে। অপরদিকে, সুষ্ঠু সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহ তাদের নিজস্ব জনবল ও সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করে ইতোমধ্যে সমাপ্ত সাত শতাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি এ প্রতিবেদন তৈরির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন)

		আলহাজ্ব মোঃ মাহবুবুর রহমান এমপি **প্রতিমন্ত্রী** **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়** **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

ঢাকা, অক্টোবর ২০১০

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ আর কৃষি পানি নির্ভর। কৃষিসহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। এ মন্ত্রণালয় দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, নদীভাঙ্গন রোধ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন, জলাবদ্ধতা নিরসন, লবণাক্ততা দূরীকরণ, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয়। সরকারের পানি খাত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জি কে সেচ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, হাওর রক্ষা প্রকল্পসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং সহ গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প, গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়), উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, বুড়িগঙ্গা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা প্রদান ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। খাদ্য-নিরাপত্তা অর্জনের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন নিশ্চিত করতঃ ভিশন ২০২১ অর্জনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছবে বলে আমি আশাবাদী।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আলহাজ্ব মোঃ মাহবুবুর রহমান)

মাননীয় মন্ত্রীর বাণী
মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী
মুখবন্ধ

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়	
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	**১-৮**
ভূমিকা	**১**
কর্মপরিধি	**১**
সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন	**২**
২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়	**৪**
২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়	**৫**
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণের বিবরণ	**৫**

দ্বিতীয় অধ্যায়	
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	**৯-৩৪**
ভূমিকা	**১১**
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী	**১২**
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	**১২**
মানব সম্পদ উন্নয়ন	**১৪**
অর্থায়ন	**১৫**
বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম	**১৫**
বার্ষিক অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় কার্যক্রম	**১৬**
সেচ কার্যক্রম	**১৭**
নদী শাসনে ড্রেজিং কার্যক্রম	**১৮**
ড্রেজিং ও যান্ত্রিক কার্যক্রম	**১৯**
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম	**২০**
জনগণের অংশ গ্রহণমূলক কার্যক্রম	**২০**
জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম	**২১**
পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম	**২১**
সমাপ্তকৃত প্রকল্প	**২১**
২০০৮-০৯ অর্থ বৎসরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা	**২২**
২০০৯-১০ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা	**২৩**
চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প	**২৪**
কৌশলগত ৫ বৎসর মেয়াদী পরিকল্পনা	**২৭**
এক নজরে পাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান	**২৭**
এক নজরে জুন/২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ড	**২৮**
উপসংহার	**২৮**
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিচিতি	**২৯**

তৃতীয় অধ্যায়	
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৩৫-৫৬
ভূমিকা	৩৭
বিবর্তন	৩৭
কার্যপরিধি	৩৭
জনবল	৩৮
বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৩৮
২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট	৩৯
২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন ও পরিকল্পিত কার্যক্রমসমূহ	
• বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ	**৩৯**
• বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম	**৩৯**
• পরিকল্পিত প্রকল্পসমূহ	**৪৬**
ওয়ারপোর কর্মকর্তাগণের দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ	**৫১**
	৫২

চতুর্থ অধ্যায়	
নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, ফরিদপুর	**৫৭-৬৬**
পরিচিতি	**৫৯**
বিবর্তন	**৫৯**
কর্মপরিধি	**৫৯**
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	**৬০**
পরিচালনা বোর্ড	**৬০**
প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল ও কর্মসম্পাদন	**৬০**
দপ্তরভিত্তিক কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	**৬০**
• হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর	**৬০**
• জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর	**৬১**
• প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর	**৬১**
২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে দপ্তরভিত্তিক সম্পাদিত কার্যক্রম	**৬২**
• হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর	**৬২**
• জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর	**৬৩**
প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর	**৬৫**
২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ	**৬৫**
দক্ষ জনবল তৈরির কার্যক্রম	**৬৬**

পঞ্চম অধ্যায়	
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	৬৭-৭৬
ভূমিকা	৬৯
গঠন ও জনবল	৬৯
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলি	৭০
গঙ্গানদীর পানি বণ্টন চুক্তি	৭০
তিস্তা ও অন্যান্য সীমান্তবর্তী/অভিন্ন নদীসমূহের পানি বণ্টন	৭১
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা	৭১
বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা	৭১
বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা	
২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৭১
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের বিবরণ	৭২
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের বিবরণ	৭২
ভারত কর্তৃক অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীর বিষয়ে অন্যান্য কার্যক্রমের উপর বাংলাদেশের অবস্থান	৭৩
• টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প	৭৪
• আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প	৭৪
	৭৪

ষষ্ঠ অধ্যায়	
বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	**৭৭-৮৪**
ভূমিকা	**৭৯**
পরিচালনা বোর্ড	**৭৯**
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্য-পরিধি	**৭৯**
জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও চাকরি নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন	**৮০**
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের জনবলের বিবরণ (২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০)	**৮০**
২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	**৮১**
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০০৮-০৯-১০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মসূচি	**৮১**
বাংলাদেশের হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এর জেলাওয়ারি সমাপ্ত প্রকল্প, চলতি প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের বিবরণ	**৮২**

সপ্তম অধ্যায়	
ইন্সটিটিউট অভ ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম)	**৮৫-১০০**
ভূমিকা	**৮৭**
আইডব্লিউএম এর জনসম্পদ	**৮৭**
কাজের পরিসর	**৮৭**
আইডব্লিউএম কর্তৃক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা	**৮৮**
গবেষণা ও উন্নয়ন	**৮৮**
আইডব্লিউএম কর্তৃক **২০০৮-০৯** অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা প্রকল্পসমূহের তালিকা	**৮৮**
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা প্রকল্পসমূহের তালিকা	**৯১**
২০০৮-০৯ অর্থবছরে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ	**৯১**
২০০৯-১০ অর্থবছরে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ	**৯৭**
কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণসূচি	**৯৭**
আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ	**১০০**

অষ্টম অধ্যায়	
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)	১০১-১১৬
পটভূমি	১০৩
পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা	১০৩
অধিক্ষেত্র	১০৩
কাজের পরিসর	১০৪
জনবল	১০৪
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তালিকা	১০৪
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তালিকা	১০৬
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা/গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১০৭
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ২টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১০৭
মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	১১২
সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের গুরুত্ব ও সরকারি বিধি-বিধান এবং সিইজিআইএস এর সেবা গ্রহণ	১১৩
	১১৫

পরিশিষ্ট-১	
২০০৮-০৯ অর্থবছরের আরডিপি প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী	১১৭-১২৬
পরিশিষ্ট-২	
২০০৯-১০ অর্থবছরের আরডিপি প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী	১২৭-১৩৬
পরিশিষ্ট -৩	
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের ঠিকানা	১৩৭-১৩৯

শেখ মোঃ ওয়াহিদ উজ জামান
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পঞ্চমবারের মতো বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। প্রতিবেদনটিতে পানি সম্পদ খাতের ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল, প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য ইত্যাদির স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণও এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজের বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ উপকৃত হতে পারবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয়। সারাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয়ের। দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং নদীভাঙ্গন রোধকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প ক্যাপিটাল ড্রেজিং সহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ, সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ মন্ত্রণালয় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জি কে সেচ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, হাওর রক্ষা প্রকল্প সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুসারে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প, গড়াই নদীর পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়), গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প, বুড়িগঙ্গা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ইত্যাদি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৬ শতাধিক সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন প্রকল্পসহ মোট ৭২১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ৫৯ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যামুক্ত করেছে এবং সেচের আওতায় এনে শস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উপকূল ও নদীতীরে নির্মিত ১০ হাজার কিলোমিটারের অধিক বাঁধ, প্রায় ৮ কোটি মানুষ ও ১.৫০ কোটি ঘরবাড়ি সহ দেশের বিস্তীর্ণ এলাকাকে বন্যা ও লবণাক্ততা হতে রক্ষা করছে। এ ছাড়াও নদীভাঙ্গন রোধকল্পে ৫৬১ কিলোমিটার রিভেটমেন্ট, ২২০টি স্পার ও গ্রোয়েন নির্মাণ করে ৪০০টি গুরুত্বপূর্ণ শহর বন্দর, শিল্প কারখানা, স্থাপনা, জমি ও ঘরবাড়ি সহ প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ নদীভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে। এ যাবৎ ১ লক্ষ হেক্টর জমি সমুদ্র হতে উদ্ধার করে বনায়ন, কৃষি ও বসতি স্থাপনের আওতায় আনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো জমি উদ্ধারের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্তকৃত ৭২১টি প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের (ওএন্ডএম) দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। অতীতে এ খাতে সরকারি রাজস্ব বরাদ্দ অপ্রতুল থাকায় প্রকল্পগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পগুলোর ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন ব্যহত হয়। বর্তমানে ওএন্ডএম খাতে বরাদ্দ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পগুলোর কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে দেশ খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে আরো অগ্রসর হবে।

সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

(শেখ মোঃ ওয়াহিদ উজ জামান)

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
অক্টোবর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (www.mowr.gov.bd)

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা এবং আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন, ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় এর প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং, ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

কর্ম-পরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অভ বিজনেস এর এলোকেশন অভ বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধি নিম্নরূপঃ

১. নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ
২. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান
৩. সেচ, বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী
৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা
৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
৬. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স
৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের আওতায় খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ
৮. ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলী
৯. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলী
১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলী
১১. লবণাক্ততা এবং মরুকরণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ
১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি, ইত্যাদি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী
১৪. আর্থিক বিষয়াবলীসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক বিষয়সমূহ
১৫. মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ
১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ
১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ের আইন কানুন
১৮. মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়াবলীর উপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান
১৯. আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন করা এবং সে অনুসারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনঃ

- পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকায় জরুরি সময়ে প্রাধিকার ভিত্তিতে পানি বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ;
- জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;
- যে সব এলাকায় প্রতি বৎসর পানির স্বল্পতা দেখা দেয় সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;

- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা;

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। সরকারি রুলস অভ বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় মন্ত্রীকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী আছেন। মন্ত্রণালয়ে একজন সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়া প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব মন্ত্রণালয় ও উহার অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করেন।

মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহ হলঃ

(১) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
(২) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
(৩) নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট
(৪) যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ
(৫) বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড
(৬) ইন্সটিটিউট অভ ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং
(৭) সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)

মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৩ টি অনুবিভাগ রয়েছে। এগুলো হলঃ (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন অনুবিভাগ ও (৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগ।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে দু'জন উপসচিব ও দু'জন জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব কাজ করছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার অধীন হিসাব শাখায় একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিস্টেম এনালিস্টের ১ টি পদ রয়েছে এবং সিস্টেম এনালিস্টের অধীনে ১ টি প্রোগ্রামারের পদ রয়েছে। সিস্টেম এনালিস্টের পদটি বর্তমানে শূন্য রয়েছে।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ পরিকল্পনা অনুবিভাগের সহিত সমন্বয়পূর্বক বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের যাবতীয় বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রমসহ উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, লোন নেগোসিয়েশন এবং এদের অর্থে গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করে থাকে। উন্নয়ন অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ২ টি অধিশাখায় দু'জন উপসচিব ও ৫ টি শাখায় ৩ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ও ২ টি সুপারনিউমারারি পদে ২ জন উপসচিব কাজ করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যাবলী, বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন ও মনিটরিং, প্রকল্পের প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে ২ টি অধিশাখায় দু'জন উপপ্রধান ও ৫ টি শাখায় ৫ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান রয়েছেন এবং ১ টি শাখা এখনো নিয়মিতভাবে সৃষ্টি করা হয় নি। উপপ্রধানের ১ টি এবং সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধানের ৩ টি পদ শূন্য রয়েছে।

জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হলো ৯১ জন। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদ ২৭ টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদ ১৮ টি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ২৩ টি করে পদ রয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম

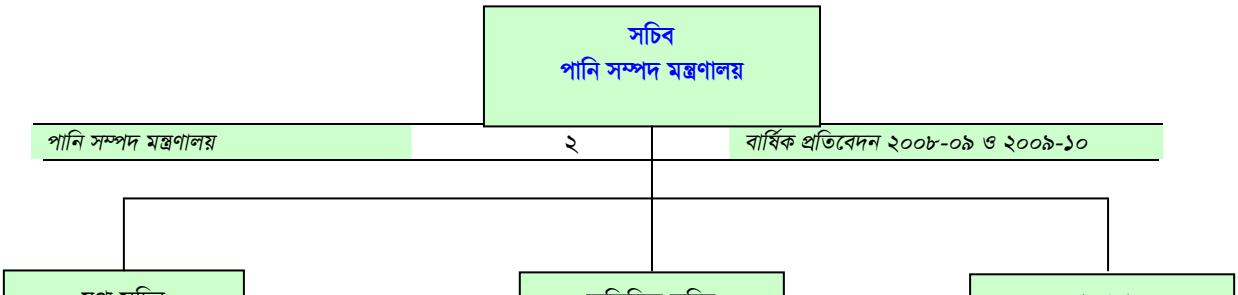

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	পদবি	অনুমোদিত সংখ্যা	বর্তমান সংখ্যা		শূন্য পদ	
			২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০০৮-০৯	২০০৯-১০
১.	সচিব	১	১	১	-	-
২.	অতিরিক্ত সচিব	১	১	১	-	-
৩.	যুগ্ম-সচিব	১	১	১	-	-
৪.	যুগ্ম-প্রধান	১	১	১	-	-
৫.	উপসচিব	৩	৩	৩	-	-
৬.	উপপ্রধান	২	২	২	-	-
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৯	৬	৭	৩	২
৮.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৬	৫	৪	১	২
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট (অস্থায়ীঃ প্রতিবছর নবায়নের মাধ্যমে সংরক্ষিত)	১	১	১	-	-
১০.	প্রোগ্রামার	১	-	-	১	১
১১.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	১	-	-

১২.	দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৮	১৬	১৫	২	৩
১৩.	তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী	২৩	১৫	১৪	৮	৯
১৪.	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২৩	১৯	১৬	৪	৭
	মোটঃ	**৯১**	**৭২**	**৬৭**	**১৯**	**২৪**

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০০৮-০৯ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিবালয়)	৪৮৫.৭৫	-	৩২৯.৫৩	-	
২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৫৯১৫২.০০	৮৮০৮৬.০০	৫৭১৯৪.০০	৮২৮০৫.০০	
৩	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	২৪৫.০০	২৯২.০০	২২৮.৫৭	১৪৮.৩০	
৪	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	৪২৬.৪১	১৫০.৫৮*	৪২৬.৪১	৬৮.৯৯	উদ্বৃত্ত রয়েছে ৮১.৫৯ লক্ষ টাকা এবং সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে ৩৫.৫৯ লক্ষ টাকা।
৫	যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	২২০.৭৫	-	২০৪.৫৯	-	অব্যয়িত ৮.১৪ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।
৬	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	৫৪.৪১	৪৮৯.০০	৪৯.২৭	৪১৪.০০	অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।
	মোট	**৬০৫৮৪.৩২**	**৮৮৯৭২.৫৮**	**৫৮৪৩২.৩৭**	**৮৩৪৩৬.২৯**	
* সংস্থার নিজস্ব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত আয়।						

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০০৯-১০ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিবালয়)	৪৪৩.৪৬	-	৪৮৮.৬৯	-	
২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৬৮০৮৯.০০	১২৪৮১৬.০০	৬৬৪২৭.০০	১১২৬৮৬.০০	
৩	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৩১৭.৫৫	৭৪৩.১২	২৫০.৬২	১২২.৩১	
৪	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	৫১৬.৪০	৪০০.৬৬*	৫১৬.৪০	২৯৩.৯২	উদ্বৃত্ত রয়েছে ১০৬.৭৪ লক্ষ টাকা এবং সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে ৬.৩৪ লক্ষ টাকা।
৫	যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	২৮৫.৭১	-	২৭৩.২৯	-	অব্যয়িত ১২.৪২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।
৬	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	৮০.৫৫	৪৮৬.০০	৬৮.০০	৪৮২.০০	অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।
	মোট	**৬৯৭৩২.৬৭**	**১২৬৪৪৫.৭৮**	**৬৮০২৪**	**১১৩৫৮৪.২৩**	

* সংস্থার নিজস্ব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত আয় ।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ৯৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯৭% । অপরদিকে ২০০৯-১০ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে যথাক্রমে ৮৯% এবং ৯৪% ।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণ/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপে যোগদানের বিবরণ

২০০৮-০৯ অর্থবছরে ২২ জন এবং **২০০৯-১০** অর্থবছরে ২৭ জন কর্মকর্তা ১৮ টি দেশে প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর/সভায় অংশগ্রহণ করেন । এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ১৫ টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৬ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১।	Training Course on Computer Basics	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী , ঢাকা	১৬-১০-২০০৮-- ০৪-১২-২০০৮	১ জন
২।	১ম সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, ঢাকা	২-১১-২০০৮-- ১৩-১১-২০০৮	১ জন
৩।	English Language Proficiency Course	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, ঢাকা	২২-০২-২০০৯-- ০৪-০৬-২০০৯	১ জন
৪।	বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্স	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, ঢাকা	০১-০২-২০০৯ হতে ৯ সপ্তাহ	২ জন
৫।	৬১তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার	১৩-০৭-২০০৮-- ২৫-০৯-২০০৮	১ জন
৬।	Fiscal Economics and Economic Management	সেগুনবাগিচাস্থ ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী, ঢাকা	২২-০২-২০০৯ হতে ১০ সপ্তাহ	১ জন
৭।	৮ম দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক কোর্স	বিসিএস প্রশাসন একাডেমী শাহবাগ, ঢাকা	২৩-১১-২০০৮-- ০৪-১২-২০০৮	১ জন
৮।	Basic Office Management Course	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	০৫-৩০ এপ্রিল ২০০৯	১ জন

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১।	৪৪ তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার	১৯-০৭-২০০৯-- ১৫-১১-২০০৯	১ জন
২।	Managing At The Top-2 (MATT-2)	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার	১০-০১-২০১০-- ১৮-০২-২০১০	১ জন
৩।	২য় বিশেষ উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার	১৭-০১-২০১০-- ০২-০৩-২০১০	১ জন
৪।	Managing At The Top-2 (MATT-2)	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার	২৮-০২-২০১০-- ০৮-০৪-২০১০	১ জন
৫।	2nd Pilot Training	ব্রাক, বিসিডিএম, রাজেন্দ্রপুর, সাভার, ঢাকা	১০-০৪-২০১০-- ২৮-০৪-২০১০	১ জন
৬।	৪র্থ ক্রয় ব্যবস্থাপনা	বিসিএস প্রশাসন একাডেমী শাহবাগ, ঢাকা	১৬-০৫-২০১০-- ২৭-০৫-২০১০	১ জন
৭।	Conduct & Discipline Course	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	০৯-২০ মে ২০১০	১ জন

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বিদেশ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের দেশ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১।	Visit to Bangladesh Delegation to India to Monitor the joint observation sites and water sharing arrangement at Farakka and attend the 42nd Meeting of Indo-Bangladesh Joint Committee	India	17-20 April 2009	১ জন
২।	Visit for witnessing Hydraulic Model Test for Intake Canal of G.K Irrigation Project to be conducted at the Research laboratory of Nippon Koei, Japan	Japan	26 April - 04 May 2009	১ জন
৩।	Climate Risk Management	Thailand	18-22 May 2009	২ জন
৪।	Bangladesh Delegation to Netherlands to Participate Policy level tour	Netherlands	24-29 May 2009	৩ জন
৫।	Visit for Witnessing Factory Test of 2 MVA OLTC Transformer	India	17-21 June 2009	১ জন
৬।	The 5th World Water Forum at Istanbul, Turkey	Istnbul, Turkey	15-23 March 2009	৩ জন
৭।	The 5th Dialogue on Environmental Education	Japan	02-03 October 2008	১ জন
৮।	The First Regional Workshop on Development of Eco-Efficient Water Infrastructure in Asia the Pacific	Korea	10-12 November 2008	১ জন
৯।	The 2nd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2008)	Egypt	1-4 December 2008	১ জন
১০।	Visit of the Bangladesh delegation to India to attend the 40th meeting of Indo-Bangladesh Joint Committee	India	11-13 October 2008	১ জন
১১।	Organization of Islamic Conference(OIC) Water Vision 1441 H(2020)	Jordan	18-19 October 2008	১ জন
১২।	Tour to Mississippi River Flood Control and Bank Protection Works in Louisiana/Mississippi under US Army Corps of Engineer	USA	15-22 November 2008	১ জন
১৩।	Visit China to sign the Implementation Plan for Provision of Hydrological Information of Brahmaputra River between People's Republic of China and People's Republic of Bangladesh	China	19-23 November 2008	১ জন
১৪।	UK-Bangladesh Climate Change Conference : Bangladesh Facing the Challenge	United Kingdom	10 September 2008	১ জন
১৫।	Integrated Watershed Management	Thailand	18-30 August 2008	১ জন
১৬।	Sustainable Coastal Development Follow-Up Workshop	Vietnam	15-19 September 2008	১ জন
১৭।	International Training Courses for STIFPP-II Project Concerned officials	Australia	4-13 August 2008	১ জন

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে বিদেশ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের দেশ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১।	Regional Study Tour on Challenges Program and Related Water Management Activities	Vietnam	28 September-6 October 2009	১ জন
২।	The World Water Week 2009	Sweden	16-18 August 2009	১ জন
৩।	Launch of K-Water as Regional Water Knowledge hub on Water Quality Management in River Basins	Korea	19-22 August 2009	১ জন
৪।	Training Workshop on Risk Assessment and Flash Flood Mitigation Strategies	Malaysia	10-13 August 2009	১ জন
৫।	Visit of the Bangladesh Parliamentary Delegation to the India's Proposed Tipaimukh Dam site	India	29 July-2 August 2009	১ জন
৬।	United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)	Thailand	28 September-8 October 2009	১ জন
৭।	Young Leader for Bangladesh/ Local Administration Course	Japan	02-19 December 2009	৩ জন
৮।	Pre-shipment Inspection of Rubber Bags for Palakata Rubber Dam under Matamuhuri Irrigation Project(Phase-II)	China	11-19 October 2009	১ জন
৯।	Pre-shipment Inspection of Rubber Bags for Palakata Rubber Dam under Matamuhuri Irrigation Project(Phase-II)	China	20-28 October 2009	১ জন
১০।	Twinning Committee Meeting.	The Netherlands	07-11 December 2009	২ জন
১১।	The 4th Abu Dhabi Dialogue on Water Cooperation in South Asia	Abu Dhabi	22-23 October 2009	১ জন
১২।	Bangladesh Delegation to attend the 37th Meeting of Joint Rivers Commission	India	17-20 March 2010	৩ জন
১৩।	Staff Training/Study Tour on Participatory Water Management	Vietnam	08-21 March 2010	৩ জন
১৪।	Visit of Bangladesh Delegation to Various Project on Water Resources Management	China	11-16 April 2010	১ জন
১৫।	Visit of Bangladesh Delegation to the leading Indian Training Institutes in Water Management Sector and Ichamati River Dredging site	India	02-08 June 2010	২ জন
১৬।	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project Tours	The Philippines	04-11 June 2010	২ জন
১৭।	Seminar on Sustainable Use of Water Resources	Singapore	30 June-2 July 2010	২ জন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (www.bwdb.gov.bd)

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি অনুপ্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের শিল্প, বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর ও কৃষিযোগ্য জমি নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

ষাটের দশকের শুরুর দিকে দেশের জনসংখ্যা সাড়ে চার কোটি হলেও খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন । ৪০ বছর পূর্বে আনুমানিক ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন থেকে বর্তমানে প্রায় তিন কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হচ্ছে। এই ২ কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে পানি সেক্টরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন। সরকারের পানি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের মতো বড় বড় প্রকল্প সমাপ্ত হয় এবং ভোলা সেচ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, বিভিন্ন হাওর রক্ষা প্রকল্প, গোমতী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রকল্পসহ ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। স্বাধীনতার পূর্বে এই সেক্টরে ১৪৪টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে আর বিগত ৩৮ বছরে আরও ৫৯১টি প্রকল্পসহ জুন/১০ পর্যন্ত মোট ৭৩৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

পানি সম্পদ সেক্টরের অপর উল্লেখযোগ্য বিষয় নদীভাঙ্গনজনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করা। প্রতি বছর প্রায় ৮৭০০ হেক্টর জমি নদীভাঙ্গনে বিলীন হয়। এর ফলে প্রায় ৭/৮ লক্ষ লোক গৃহহীন ও নিঃস্ব হয়ে যায়। রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভৈরববাজার ইত্যাদি বড় বড় শহরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়। সেইসঙ্গে সীমান্ত নদীগুলোর ভাঙ্গনের ফলে দেশের ভূ-খণ্ড হারানো প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এ ছাড়া যমুনা নদীর করাল গ্রাস থেকে সিরাজগঞ্জ ও সারিয়াকান্দি রক্ষাকল্পে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প; ফ্যাপের অধীন কামারজানী, গুটাইল রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও সিরাজগঞ্জ ও কাজিপুরে কয়েকটি প্রতিরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে ও বাস্ত বায়নাধীন আছে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ৯০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্পের আওতায় খুলনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম শহরকে নদীভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে। যার ফলে ৬টি পৌর এলাকার প্রায় ১২ লক্ষ লোক, তাদের সহায় সম্পদ এবং সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাদি নদীভাঙ্গন ও বন্যার কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। ঢাকা শহরের পশ্চিমাংশের ১৩৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকার বন্যা বাঁধ/ফ্লাড ওয়াল নির্মাণের মাধ্যমে বন্যামুক্ত কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের অধীনে আশুলিয়া-মীরপুর-লালবাগ-মিটফোর্ট পর্যন্ত অংশে বাঁধের উপর ৩২ কিলোমিটার পাকা সড়ক নির্মিত হয়েছে যার ফলে মহানগরীর পশ্চিমাংশে যানবাহন চলাচলের এক নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার সেক্রেটারি অভ ইনটেরিয়র জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে গঠিত ক্রুগ মিশনের সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং ১ এ পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদা দ্বি-খণ্ডিত হয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) নামে দুটি স্বতন্ত্র সংস্থার সৃষ্টি হয়। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৭২ সনের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ এর বিধানাবলী রহিত করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ জারী করা হয়। বর্তমানে জারিকৃত বাপাউবো আইন ২০০০ অনুসারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

- নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;

- সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;
- ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;
- নদীর তীর সংরক্ষণ এবং নদীভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;
- উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;
- লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমন;
- সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলী

- বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;
- পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ডের সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;
- বোর্ডের কার্যাবলীর উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;
- বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন বোর্ডের মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তার অধীনে ৫জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন। এই বোর্ড সারাদেশে বিস্তৃত নিজস্ব দক্ষ জনবল এবং অফিসসমূহের সাহায্যে এর সকল কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। বোর্ডের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৭টি অঞ্চলে (জোনে) ভাগ করা হয়েছে। জোনের দায়িত্ব পালন করেন একজন প্রধান প্রকৌশলী। প্রতিটি জোনকে কয়েকটি সার্কেলে ভাগ করা হয়েছে। সার্কেলের প্রধান হলেন একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। সার্কেলকে আবার কয়েকটি বিভাগে এবং বিভাগকে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মূল কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয় বিভাগ এবং উপবিভাগে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২৯টি সার্কেল, ৭৮টি বিভাগ এবং ২০১টি উপবিভাগ রয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো
(ব্যবস্থাপনা অংশ)

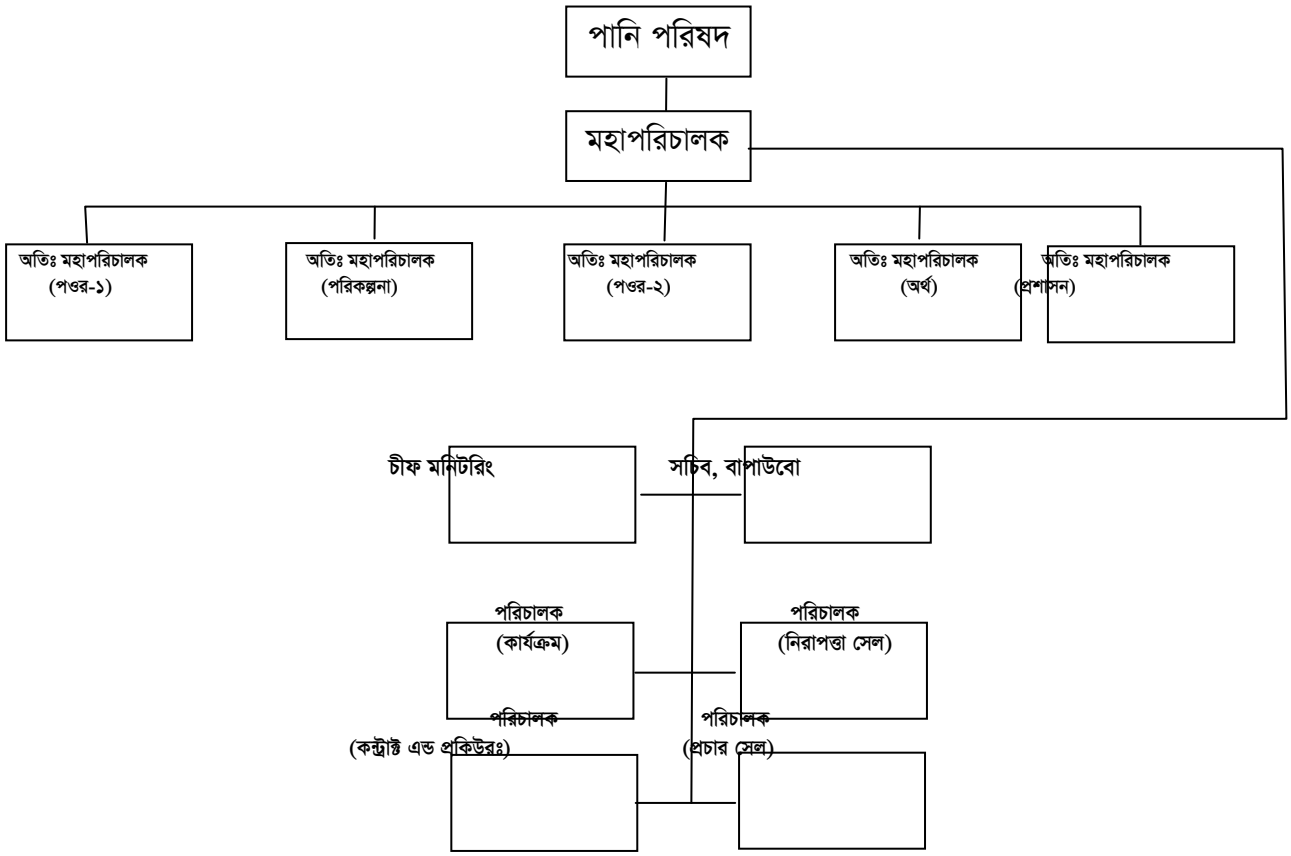

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ এর আলোকে বোর্ড ১৯৯৮ সালে গৃহীত জনবল পুনর্গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটি সেট-আপ অনুযায়ী বোর্ডের অনুমোদিত জনবল ছিল ১৮০৩২ (নদী গবেষণা ইন্সটিটিউটঃ ১৯০ জন ও পানি অনুসন্ধান পরিদপ্তর (যৌথ নদী কমিশন) ১৬৭ জন)। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে সরকারি গেজেটে বোর্ডের জনবল ৮৯৩৫ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর এতে অন্তর্ভুক্ত নয়) তে হ্রাস করা হয়।

১ জুলাই ২০১০ তারিখে গেজেট সেট-আপ এর অনুমোদিত পদের বিপরীতে বিদ্যমান জনবল ৫৫৪১। একই সময়ে রিটেনশনভুক্ত জনবল এবং চুক্তিভিত্তিক পদের বিপরীতে কর্মরত নিয়মিত জনবলসহ বোর্ডের মোট জনবল ৬৫৮৩। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের জন্য অনুমোদিত রিটেনশন পদের সংখ্যা ৬২৫ এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের জন্য অনুমোদিত রিটেনশন পদের সংখ্যা ৫৯৫।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনবলের বিবরণ (জুন ২০১০ অনুযায়ী)ঃ

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণী	৯৮৬	৬৮৫	৩০১
দ্বিতীয় শ্রেণী	৮২০	৬১১	২০৯
তৃতীয় শ্রেণী	৩১২৩	১৯৪২	১১৮১
চতুর্থ শ্রেণী	৪০০৬	২৩০৩	১৭০৩
মোট	৮৯৩৫	৫৫৪১	৩৩৪৯

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সনের অনুমোদিত সেটআপ পূর্বের সেটআপ (এনাম কমিটি) সংকুচিত করে প্রণীত (১৮০৩২ এর স্থলে ৮৯৩৫ জনের সংস্থানকৃত) হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান সেটআপ, ২০০১ সনে প্রণীত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ৮টি গুচ্ছে ৮৪টি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে জনবলের অপ্রতুলতার কারণে মাঠপর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে দারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে এবং বাস্তবায়নাধীন কাজ সুষ্ঠু তদারকির অভাবে কাজের মান সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া

সিডর ও আইলার ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

তাছাড়াও বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সরকার বৃহৎ নদীসমূহে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে বাপাউবোর জনবলের প্রয়োজনীয়তা অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে। তদানুযায়ী বাপাউবোর সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিকল্পে নিম্নেবর্ণিত কার্যক্রম বর্তমানে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিবেচনাধীন রয়েছেঃ

ক. বাপাউবো আইন ২০০০ মোতাবেক চাকরি-বিধি অনুমোদন করা এবং

খ. ভিশন ২০২১ কে সামনে রেখে বাপাউবোর Need based জনবল কাঠামো অনুমোদন করা।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন Need based সেটআপ মোতাবেক যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর এবং ড্রেজার পরিদপ্তরসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনবলের বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	গেজেট ৯৮ অনুসারে জনবল	অনুমোদিত পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত জনবল	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	Need based জনবল ২০০৯
১.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (এম ই ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	৮,৯৩৫	৬,৮৩৫	১৪,১২৫	১৩,৬০৫
২.	যান্ত্রিক সরঞ্জাম(এম ই) পরিদপ্তর	-	-	২,১৪৫	৫১৮
৩.	ড্রেজার পরিদপ্তর	-	-	১,৪০৫	১,২৬৩
	সর্বমোট	৮,৯৩৫	-	১৭,৬৭৫	১৫,৩৮৬

মানব সম্পদ **উন্নয়ন**

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	সময় কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১.	২০০৮-২০০৯	৪৮	১০২০	৬৮৮৫
২.	২০০৯-২০১০	৪৭	১১১৭	৫৮৫৮

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১.	ভারত	১	১	১০
২.	থাইল্যান্ড	৪	৬	৭৩
৩.	জাপান	৩	৪	৪০
৪.	ফিলিপাইন	২	২	৭
৫.	নেপাল	১	১	১৪
৬.	অস্ট্রেলিয়া	১	১০	১০০
৭.	নেদারল্যান্ড	৪	১৭	২৫৯
৮.	চীন	১	১	৫
৯.	সুইডেন	২	২	৫
১০.	আমেরিকা	২	৫	৪২
১১.	ইতালি	১	১	৬০
	মোট =	২২	৫০	৬১৫

অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। বোর্ড বাংলাদেশ সরকার ছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা

পেয়ে থাকে। ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে যে সকল উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে সহায়তা পাওয়া গেছে তারা হল বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা, নেদারল্যান্ড সরকার, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি), সৌদি উন্নয়ন তহবিল (এসএফডি) ইত্যাদি। এ পর্যন্ত পানি খাতে ২৫৪ কোটি মার্কিন ডলারেরও অধিক পরিমাণ অর্থ বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক সহায়তা হিসেবে এসেছে। বিগত দশ বছরে এই সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ফলে সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পানি সম্পদ খাতে বিশেষ করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কাজে সাম্প্রতিক সময়ে প্রাপ্ত অধিকাংশ বৈদেশিক সহায়তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে বোর্ডের উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্তকৃত বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন বাজেট থেকে আসে। বিগত ৩ বছর হতে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলি হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০০৮-০৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০০৮-০৯ **অর্থবছরে**র সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে মোট প্রকল্প ছিল ৫৭টি (১টি কারিগরি সহায়তা সমাপ্ত প্রকল্পসহ)। এর মধ্যে নতুন প্রকল্প ছিল ৫টি। ২০০৮-০৯ **অর্থবছরে**র সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৮৮০.৮৬ কোটি এবং ব্যয় হয়েছে ৮২৮.০৫ কোটি টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ছিল ৯৬.৭০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ছিল ৯৪.১১%। বরাদ্দ প্রাপ্ত ৫৭টি প্রকল্পের জুন ২০০৯ পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১)ঃ

বিবরণ	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি
১	২	৩	৪
স্থানীয়	৫৮৯.২০	৫৫৭.৪৬	৯৪.৬১%
প্রকল্প সাহায্য	২৯১.৬৬	২৭০.৫৯	৯৪.৭৮%
মোট	৮৮০.৮৬	৮২৮.০৫	৯৪.০০%

২০০৯-১০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০০৯-১০ **অর্থবছরে**র সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে মোট প্রকল্প ছিল ৬৬টি (২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ)। এর মধ্যে নতুন প্রকল্প ছিল ২১টি। ২০০৯-১০ **অর্থবছরে**র সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১২৪৮.১৬ কোটি এবং ব্যয় হয়েছে ১১২৬.৮৬ কোটি টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ছিল ৯৩.৭০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ছিল ৮৮.৬৯%। বরাদ্দ প্রাপ্ত ৬৬টি প্রকল্পের জুন ২০১০ পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ২)ঃ

বিবরণ	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি
১	২	৩	৪
স্থানীয়	৭৬৭.৫৮	৭৩৬.১১	৯৫.৯০%
প্রকল্প সাহায্য	৪৮০.৫৮	৩৯০.৭৫	৮১.৩১%
মোট	১২৪৮.১৬	১১২৬.৮৬	৯০.২৮%

বার্ষিক অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় কার্যক্রম

২০০৮-০৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (সাইক্লোন আইলার ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন বরাদ্দসহ) পাওয়া গেছে ৫৯১৫২.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৫৭১৯৪.০০ লক্ষ টাকা । নিম্নে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং এর সদ্ব্যবহারের বিবরণ দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	গৌণ খাত	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	বেতন সহায়তা	১৭২৬৯.০০	১৬৮৮৬.০০
২	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	১৭০০.০০	১৫৬৮.০০
৩	মেরামত মঞ্জুরী (আইলাসহ)	৩৪৬০০.০০	৩৩৮৪৭.০০
৪	জরিপ	৫৫০.০০	৫২১.০০
৫	পৌরকর	২০০.০০	১৭৬.০০
৬	ভূমিকর	১০০০.০০	৭১০.০০
৭	অন্যান্য মঞ্জুরী	৩৮০০.০০	৩৪৫৩.০০
৮	থোক বরাদ্দ (বিশেষ কর্মসূচি)	৩৩.০০	৩৩.০০
	মোটঃ	**৫৯১৫২.০০**	**৫৭১৯৪.০০**

২০০৯-১০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (সাইক্লোন আইলার ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন বরাদ্দসহ) পাওয়া গেছে ৬৮০৮৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬৬৪২৭.০০ লক্ষ টাকা । নিম্নে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং এর সদ্ব্যবহারের বিবরণ দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	গৌণ খাত	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	বেতন সহায়তা	২১৯১৬.০০	২১৯১৬.০০
২	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	১৭০০.০০	১৭০০.০০
৩	মেরামত মঞ্জুরী (আইলাসহ)	৪০২০০.০০	৪০২০০.০০
৪	জরিপ	৫৫০.০০	৫৫০.০০
৫	পৌরকর	২২৫.০০	২২৫.০০
৬	ভূমিকর	৭০০.০০	৭০০.০০
৭	অন্যান্য মঞ্জুরী	২৬.০০	২৬.০০
৮	থোক বরাদ্দ (বিশেষ কর্মসূচি)	২৭৭২.০০	১১১০.০০
	মোটঃ	**৬৮০৮৯.০০**	**৬৬৪২৭.০০**

সেচ কার্যক্রম

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত ও সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে (১) পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প এবং (৩) তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (৪) মুহুরী সেচ প্রকল্প (৫) কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (৬) হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প (৭) টাংগন বাঁধ প্রকল্প (৮) বুড়ি তিস্তা প্রকল্প (৯) নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী সেচ প্রকল্প (১০) উত্তর রূপগঞ্জ পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (১১) চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এবং (১২) মনু নদী সেচ প্রকল্প সার্ভিস চার্জের আওতায় আনা হয়েছে।

চলমান সেচ কার্যক্রম ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ হেক্টর সেচযোগ্য এলাকার মধ্যে মাত্র ৫৯ লক্ষ হেক্টর সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। প্রকল্পের সম্পূর্ণ সেচযোগ্য এলাকা সেচের আওতায় আনার জন্য প্রকল্পের কমান্ড এরিয়া উন্নয়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সার্বিকভাবে দেশের সেচ এলাকা বৃদ্ধি করতে হলে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা এবং ব্যবহার বাড়াতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের সকল ভরাট হয়ে যাওয়া খাল ও নদী-নালা পুনঃখননের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ড্রেজিং কর্মসূচিকে পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করে এর সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বাপাউবো কর্তৃক চলমান ও ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

চলমান গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্পঃ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	সুবিধাসমূহ
১	তিস্তা বাঁধ প্রকল্প (২য় পর্যায়; ১ম ইউনিট)	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৬৫৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
২	দক্ষিণ-কুমিল্লা ও উত্তর নোয়াখালি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	১৮৯৬৭২ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৩৮৭৩৩ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৩	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট)	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪২৮০০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ৩২৮০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৪	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট)	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৯৪০০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ৪২৮০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৫	মুহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫৯৩৬ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৫৬০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৬	আপার সুরমা-কুশিয়ারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩৮২০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৩৬০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৭	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল, সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।
৮	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্পের সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ১৩৭১১ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান।

ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রকল্পঃ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	সুবিধাসমূহ
১	গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প	এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	সুবিধাসমূহ
		এলাকা সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত হওয়াসহ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম উপকূলীয় বন সুন্দরবনের পরিবেশ সংরক্ষিত হবে।
২	চাঁদপুর-কুমিল্লা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ১৫৮.৭১ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১১২৭৮০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ৬১৬৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৩	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ৪৭.৬৫ কোটি টাকা । এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০০০০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৬৯৮০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৪	ঢেপা নদীর বামতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ২৪.৯৬ কোটি টাকা । এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭২০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৮৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৫	মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর, শিবালয়, ঘিওর এবং হরিরামপুর উপজেলায় যমুনা-পদ্মা নদীর বামতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ৭৩.২৬ কোটি টাকা । এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৩৩১৭ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৩৪৩৭ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৬	উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ১১০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ৭৪৮০০ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

নদী শাসনে ড্রেজিং কার্যক্রম

পানি সম্পদ উন্নয়নে মূলতঃ ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবহার অপরিহার্য। পানি প্রাপ্যতার নিরিখে বছরব্যাপি পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পানির প্রবাহ বজায় রাখা ও পানি সংরক্ষণের জন্য নদ-নদীই একমাত্র আধার। পানি সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত পানির সংরক্ষণ, সুষ্ঠু বিতরণ ও নদ-নদীর নাব্যতা বজায় রাখা অপরিহার্য। নদী ভাঙ্গন ও নদীর তলদেশে পলিভরণ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপটে এক প্রকট সমস্যা। এর প্রতিক্রিয়া অনেকটা স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী। এ যাবৎ কাল বাপাউবো নদী শাসনের নিমিত্তে নদী ভাঙ্গনরোধে শুধুমাত্র তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। কিন্তু তাতে নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নদী শাসন প্রক্রিয়ায় নদীর গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করতঃ নদীভাঙ্গন ও পলিভরণ রোধকল্পে সমন্বিত ড্রেজিং ও নদী তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এতে নদী শাসনে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং কার্য্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

ক্যাপিটাল ড্রেজিং

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অভ রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (ফেজ-১)" নামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত জিওবি অর্থায়নে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পের সময় কাল মার্চ/২০১০ থেকে জুন/২০১২ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের ৩টি অংশ রয়েছে যথাঃ

(১) যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্টের উজান থেকে বঙ্গবন্ধু সেতুর নীচ দিয়ে ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখের ভাটি পর্যন্ত ২০.০০ কিলোমিটার এবং ভূয়াপুর তারাকান্দি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পাশে নলিনী বাজার সন্নিকটবর্তী স্থানে ২.০০ কিলোমিটার খনন কাজ।

(২) বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের জন্য টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করা এবং সুনির্দিষ্ট Investment and Implementation Plan তৈরি করা।

(৩) মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ প্রভাব নিরূপণ (Impact assessment) সংক্রান্ত কার্যাবলী।

বাপাউবোর নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষাকল্পে সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে বাপাউবোর নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে ৪টি ড্রেজার একাজে নিযুক্ত আছে। কাজটি চলমান আছে।

কোন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে যমুনা নদীতে বিপুল পরিমাণ ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অথবা অন্যকোন বেসরকারি সংস্থাতে এই বিশাল ড্রেজিং কার্যক্রম চালনার মত উপযুক্ত ড্রেজিং

সরঞ্জাম ও জনবল নেই। ফলে কাজটি সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত ঠিকাদার নির্বাচনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হবে।

গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড "গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়)" নামে ৯৪২.১৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে গড়াই নদী খনন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পের সময় কাল ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের জরিপ ও সমীক্ষা, গাণিতিক ও মরফোলজিক্যাল মডেলিং, প্লানফর্ম স্টাডি, ক্যাপিটাল ড্রেজিং (বাপাউবো ড্রেজার, দেশীয় প্রযুক্তি প্রাইভেট ড্রেজার ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদেশি ড্রেজার দ্বারা), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং, ফ্লো-ডিভাইডার নির্মাণ, গঙ্গা-গড়াই গাইড বাঁধ নির্মাণ ও ড্রেজার ক্রয় কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বোর্ডের ২টি ড্রেজার দ্বারা গড়াই নদীর উৎসমুখ হতে ২.৮২০ কিরোমিটার দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং করা হয়েছে।

গড়াই নদীর উৎসমুখে ড্রেজিং কার্যক্রম

এছাড়াও ৩টি (১ টি কাটার সাকশন ও ২টি স্থানীয় প্রযুক্তির তৈরি) প্রাইভেট ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ড্রেজিং ঠিকাদারের মাধ্যমে Capital Dredging ও পরবর্তী বছরের Maintenance Dredging কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ২ সেট ড্রেজার (ড্রেজার ২ টি, ওয়ার্ক বোট ২টি, টাগবোট ১টি, সোর ও ভাসমান পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ড্রেজিং কাজের Bathymetric Survey কাজের জন্য ইতোমধ্যে IWM কে নিয়োগ করা হয়েছে।

ড্রেজিং ও যান্ত্রিক কার্যক্রম

(ক) ড্রেজার পরিদপ্তর

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ ড্রেজার পরিদপ্তর বাপাউবো ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিংয়ের এর চাহিদা মিটিয়ে আসছে। বিশেষ করে বিআইডব্লিউটিএ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক কাজ করে অর্জিত আয় দিয়েই পরিদপ্তরের ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। দেশের সবচেয়ে পুরাতন এই ড্রেজার পরিদপ্তর ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫১০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে আয় করেছে ২০৯৫.৩০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২০৯২.৬৮ লক্ষ টাকা। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৪৬৬.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে আয় করেছে ২৫৩২.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৫১৫.০০ লক্ষ টাকা। এ পদ্ধতি অনুসরণে ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে সংস্থাটিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে রেখে Need based জনবল প্রণয়ন এবং মেরামত মঞ্জুরী খাতে বেতন ভাতাদি প্রদানের বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।

(খ) যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্ব-আয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক কাজ যেমনঃ পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামোর গেট নির্মাণ, মেরামত ও সংযোজন; পাম্প হাউজ সংস্কার ও মেরামত; বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বয়লার ও কুলিং টাওয়ার নির্মাণ ইত্যাদি যান্ত্রিক কাজ করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পে ভারী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদান করে এই প্রতিষ্ঠান রাজস্ব আয় করে থাকে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৯০.০০ লক্ষ টাকার

বিপরীতে আয় হয়েছে ৯৯০.৮৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯১৬.৮২ লক্ষ টাকা। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৭৭০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে আয় হয়েছে ১৪৬৬.২৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৪৩২.৬১ লক্ষ টাকা। এ পদ্ধতি অনুসরণে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে ফলে সংস্থাটিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বাপাউবো এর সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে রেখে Need based জনবল প্রণয়ন এবং মেরামত মঞ্জুরী খাতে বেতন ভাতাদি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে। এর ফলে বোর্ডের কর্মকাণ্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে। সম্প্রতি বোর্ড সার্বক্ষণিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, নতুন আঙ্গিকে Dynamic Web Portal চালু এবং ঢাকা শহরের দশটি ভবনের প্রায় ২৫০টি কম্পিউটারকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP) ও GIS based MIS of Completed Project কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের অনেক কর্মকাণ্ডে সুফল পাওয়া যাবে।

ইতোমধ্যে বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থা, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পে-রোল পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা সহ ২৫টি আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (RAC) সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট (নগই) ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের (জেআরসি) হিসাব আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থার upgrading এবং জিপিএফ, পেনশন, Loans and Advances ও অডিট আপত্তি প্রক্রিয়াকরণে Application software স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেতন-ভাতাদি, জিপিএফসহ হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে জিপিএফ হিসাব কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সংরক্ষণ করা হয়।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং এ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্রুততার সাথে দেওয়া সম্ভব হবে।

জনগণের অংশ গ্রহণমূলক কার্যক্রম ঃ

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১ মোতাবেক বোর্ড এর সকল প্রকল্পে অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নীতি বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ মোতাবেক ১০০১ থেকে ৫০০০ হেক্টর পর্যন্ত এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সংগঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং ৫০০০ হেক্টরের অধিক এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করা হবে। বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচেছ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচেছ।

এ যাবত ১০৯টি প্রকল্পে ৬৭০৭টি পানি ব্যবস্থাপনা দল, ১৮২টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন ও ৭টি পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত সংগঠনসমূহের মাধ্যমে ২৯৮৭৩৪ জন সদস্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে সহায়তা করে যাচেছ। ভবিষ্যতে আরও সংগঠন গঠন করা হবে। উল্লেখ্য ক্যাড(CAD-Command Area Development)ভুক্ত প্রকল্পসমূহে আরও বড় পরিসরে সংগঠন গঠনের নিমিত্তে ইতিপূর্বে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো ভেঙ্গে দিয়ে পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

বোর্ডের প্রকল্পসমূহে জনগণের অংশগ্রহণ

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন	সংগঠন সংখ্যা	মোট সদস্য সংখ্যা
পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG)	৬৭০৭	২৯৮৭৩৪
পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA)	১৮২	১৪৩২৩
পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF)	৭	৪৩৬

জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৯৯৯ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে "অংশ গ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১" এবং পরবর্তীকালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০৪) এবং নারী-পুরুষ সমতা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়। এ সকল দলিলে পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর স্বক্রিয় অংশ গ্রহণ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। এর ভিত্তিতে বোর্ডের সদর দপ্তরে এবং মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে নারীর স্বক্রিয় অংশগ্রহণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। নারী সদস্যরা যাতে পানি ব্যবস্থাপনায় স্বক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ে নারী সদস্যদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সামাজিক ও জেন্ডার বিষয়ে সদস্যদের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক ও কমিউনিটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টির প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়। নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নে বাপাউবো নারী কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে নির্বাহী পদে বদলি তথা সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ ভাগ ভূমিতে বন সৃজন করার প্রয়াসে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকারের এই লক্ষ্য পুরণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪ এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মুল লক্ষ্যসমুহ নিম্নরূপঃ

- উপকূলীয় এলাকায় ঝড়-জলোচ্ছ্বাস হতে উপকূলীয় জনসাধারণকে রক্ষা করা।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত জমি বনায়নপূর্বক সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থাপনা সমুহের রক্ষণাবেক্ষণ।
- বৃক্ষরোপণ কর্মসুচিতে সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

সমাপ্তকৃত প্রকল্প

২০০৮-২০০৯ অর্থবছর

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ৫৩৭.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় রাজবাড়ী হতে বালিয়াঘাট বাধ নির্মাণ প্রকল্প, ফরিদপুর জেলার সদর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে ফরিদপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প, গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমুন্নত রাখার জন্য জি কে সেচ প্রকল্পের পাম্পের জরুরি পুনর্বাসন প্রকল্প, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) প্রকল্পের নিষ্কাশন উন্নয়ন কাজ ইত্যাদি। নিম্নে ছকে বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হল।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুন ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৮-০৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	জুন ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)		আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)
১	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে ফুলছড়ি থানা হেডকোয়ার্টার ও কামারজানি বাজার রক্ষা প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৮-০৯)	৪৭৯৪.০০	৩৭০৪.২১	৮৭.৪৭	৮২৫.০০	৪৩৭৮.৭৯	১০০
২	রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় রাজবাড়ী হইতে বালিয়াঘাটা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৮-০৯)	১৭৭৫৫.০০	৭৮৭৩.৭৪	৫২.৮৪	১৫৯০.০০	৯৪৬২.৮৪	৫৮.৯৪
৩	ফরিদপুর জেলার সদর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হইতে ফরিদপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৮-০৯)	১২১৯৯.১৬	৮১৩২.০৫	৭০.০০	৩৬৭৫.০০	১১৭৮৩.৬৪	১০০
৪	বঙ্গপোসাগর হইতে ভূমি উদ্ধারের সম্ভাব্যতা যাচাই পাইলট প্রোগ্রামিং	১৮১.০০	১০৬.৭৭	৬৪.০০	৭০.০০	১৬৭.৯৩	১০০

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুন ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৮-০৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	জুন ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)		আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)
	ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়োলজীক্যাল ইন্টারভেনশন প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)						
৫	বাগেরহাট জেলার সদর ও কচুয়া উপজেলার বেমর্তা প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)	১০০১.০০	৫২৯.২৬	৪৬.৭৮	২৪৫.০০	৭৭৪.২৬	৭১.২৬
৬	ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) প্রকল্পের নিষ্কাশন উন্নয়নের কাজ (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	১১৯৮.০০	৫৬৪.৪৪	৪৫.৯৩	৬৬৫.০০	১২২৬.৬১	১০০
৭	সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার কদুপুর-বসন্তপুর, মানিককোনা, ভেলাকোনা ও মনিপুর এলাকা কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	১১০০.০০	৯৮.১৮	৮.৭০	৯০০.০০	৮৬৮.৭৪	৯৪.১৫
৮	সিলেট সদর উপজেলাধীন গোয়ালীছড়া, কাজীরবাজারছড়া, জাংগালিয়া ঝুগিরগাঁও এবং মাহতাবপুর প্রতিরক্ষা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	৩৩৮.০০	৫২.০৪	১৫.১৬	১৯৫.০০	২৪৭.০৪	১০০
৯	বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলাধীন ভান্ডারবাড়ী ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	২২৯৮.০০	১৪৪১.২০	৮০.০০	৬৬৪.০০	২০২৮.৫৫	১০০
১০	যমুনা নদীর ভাংগন হইতে তাত শিল্প সমৃদ্ধ বেতিল ও এনায়েতপুর বাজার এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৮-০৯)	৩১৩৯.০০	৬৩৯.০০	১০০.০০	২৫০০.০০	৩০৭৭.০৯	১০০
১১	গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমুন্নত রাখার জন্য জি, কে, সেচ প্রকল্পের পাম্পের জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্প (২০০০-০১ থেকে ২০০৮-০৯)	১৯৫২৫.০০	১৫৫৪৬.২১	৮৪.০০	২৪০৫.০০	১৭৯৪৬.৫১	১০০
১২	ভোলা জেলাধীন লালমোহন উপজেলার অতি ঝুঁকিপূর্ণ অংশে ভাঙ্গন রক্ষা প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)	২৩০৯.০০	১৭১৮.৬৫	৭৬.৫০	৫১৬.০০	১৭৫৫.৫৩	৯৪.১২

২০০৯-২০১০ অর্থবছর

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ৪২০.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ, মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাও হাসাইল-বানারী ও দিঘিরপার ইউনিয়ন পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, কুড়িগ্রাম জেলার বৈরাগিরহাট হতে চিলমারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প ইত্যাদি। নিম্নে ছকে বিস্তারিত প্রদত্ত হল।

২০০৯-১০ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুন ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	জুন ২০১০পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)		আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)
১	গাইবান্ধা জেলার বাগুরিয়া, সৈয়দপুর, কঞ্চিপাড়া ও বালাসীঘাট রক্ষা প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০)	৫০০০.০০	২৭০৫.৫১	৫৫.৬৬	১৯৬০.০০	৪৫৪০.৫১	৯৯.১১

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুন ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	জুন ২০১০পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)		আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)
২	সাতক্ষীরা জেলাধীন উপকুলীয় বাঁধ প্রকল্পের পোল্ডার নং ১ ও ২ এর জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০)	১৬৭৮.০০	১১৭৪.০৮	৭০.৬২	৩৭৩.০০	১৫২৪.০৮	৯৮.৭২
৩	ভোলা জেলার শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	২৪৫৩.০০	১২৯৯.৫৬	৬৬.৬২	৯৮৩.০০	২২৮০.৯৩	১০০.০০
৪	মেঘনা তেতুলিয়া নদীর ভাংগন হতে দৌলতখান শহর রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	১৫৭৪.০০	১০৮৭.৪২	৭৫.৯৬	৩৭৫.০০	১৪৪২.৪২	১০০.০০
৫	খুলনা জেলাধীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিএনএস তিতুমীর নৌঘাটি ভৈরব নদীর ভাংগন হতে রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	১৪২৯.০০	৫৭৫.০০	৪০.০০	৮৫৪.০০	১৪২৭.৭৯	৯৭.০০
৬	চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় কোষ্টগার্ড স্টেশন সাংগু নদীর ভাংগন হতে রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	৯৭৫.০০	৬৭৮.৭৫	৮৬.০০	২৯৬.০০	৯৭২.৬১	১০০.০০
৭	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তিলকপুর হতে পলিদহ ভায়া গৌরীপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৭-২০১০)	২৩৬৮.০০	৮৯৬.৩৫	৬৭.০৩	১০০০.০০	১৮৯৩.৯১	৯৭.০৩
৮	মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাঁও হাসাইল-বানারী ও দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	৮০৩৩.০০	৪২৯৯.৯৭	৭৫.০০	৩৫০০.০০	৭৭৯৫.৯৭	১০০.০০
৯	কুড়িগ্রাম জেলার বৈরাগীর হাট হইতে চীলমারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাংগন রোধ প্রকল্প (ফেজ-১) (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	৯৩৬৮.০০	৪২৫৯.৪৯	৮৫.০০	৫১০০.০০	৯২৬৭.৬৭	৯৯.৮৫
১০	চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	২৪৬৮.০০	৮৫১.০০	৬০.০০	১৬১১.০০	২৪০০.৯০	১০০.০০
১১	দক্ষিণ কুমিলা ও উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০)	২৯৮৪৮.০০	১৮০২.৪৬	৭.৯৫	১.০০	১৮০২.৪৬	৭.৯৫
১২	বকাই গৌরনদী আগৈলঝড়া চৌদ্দমাদার বিল প্রকল্পের অসমাপ্ত বাঁধ ও খাল খনন কাজ সমাপ্তকরণ (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	৭৭১.০০	৪৭৭.৯২	৮৫.০০	২৯৩.০০	৭২৮.১৫	১০০.০০
১৩	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	৪৪৮০.০০	৩১৬৭.৭২	৮৭.৫০	১২০০.০০	৪২৯৬.০৮	১০০.০০

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুন ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	জুন ২০১০পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)		আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)
১৪	মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	২০১১.০০	২০৯.৫৪	২০.০০	১৫৫০.০০	১৭১৬.২০	৯৮.৪০

চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও প্রকল্পের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

যশোহর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিলসমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোহর জেলার অর্ন্তগত ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা একটি মানবিক এবং পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। জোয়ারের পানির সাথে আগত পলি বিলের ভেতরে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় উহা নদীতে জমা শুরু হয়। এতে ২০০৫ সালের এপ্রিলে ভবদহ রেগুলেটর হতে ভাটির দিকে ১৭.০০ কিলোমিটার নদী পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়। ফলে ভবদহ সংলগ্ন ২৭টি বিলে ব্যাপক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বাপাউবো কর্তৃক উক্ত এলাকায় সাময়িকভাবে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে একটি Crash Programme গ্রহণ করা হয়। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে উক্ত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে জলাবদ্ধতা সাময়িকভাবে নিরসন সম্ভব হয়েছে। উক্ত জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড ১ম পর্যায়ে ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১০-২০১১ সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে ৬৯৫৮.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার ডিপিপি বিগত ০৩/০৩/২০০৭ তারিখে উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং সেমতে বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। জুন ২০০৭ পর্যন্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১৪% এবং ব্যয় হয়েছে ৮৪৭.১০ লক্ষ টাকা। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ২২৫০.০০ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা এবং সংলগ্ন বিলসমূহের ৬৬৩৫০ হেক্টর এলাকায় জলাবদ্ধতাজনিত সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ এলাকার জলাবদ্ধতার সমস্যা দীর্ঘমেয়াদীভাবে নিরসনের লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিপিপিতে একটি সমীক্ষা কাজের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ সমীক্ষা কাজের প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেওয়া হবে। সমীক্ষা কাজের নিমিত্ত পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী পরামর্শক কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদন বোর্ডের অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে।

পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ)

পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ, হাওর-বাওর ও বিল উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি ব্যবস্থা সম্বলিত প্রায় ৩৬৮টি স্কীমের মধ্য হতে ২০০টি স্কীমের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা হবে। ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের পর উক্ত স্কীমসমূহ সংশ্লিষ্ট জনগণের নিকট হস্তান্তর করা হবে। গত ১৭/০৫/২০০৭ তারিখে ৯৮৩০০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-২০১৪। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রধান পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের সার্বিক কাজ চলমান রয়েছে।

জরুরি দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প ২০০৭ (ইডিডিআরপি)

২০০৭ সালে পর পর দুইবার ভয়াবহ বন্যায় বাংলাদেশের ৩৫টি জেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোসমূহ মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশ সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো মেরামতের জন্য ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় মোট ২৯০.৫১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "Emergency Disaster Damage Rehabilitation Project 2007 (EDDRP)" শীর্ষক ডিপিপি ২৯/১১/২০০৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ২০০৭-০৮ হতে ২০১০-১১ পর্যন্ত নির্দ্ধারিত আছে। প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে ২০০৭ সালের বন্যায় অতিক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর বাঁধ অবকাঠামো, প্রতিরক্ষা কাজ পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে।

যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট

"পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প" এবং "মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প" প্রকল্পদুটির এলাকার বন্যা বাঁধের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ স্থানে তীর সংরক্ষণ/রিভেটমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং সেচ, কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন ব্যবস্থা সুরক্ষিত করতঃ প্রকল্প ২টির সুফল অব্যাহত রেখে প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে জীবন-জীবিকা সুনিশ্চিত করা প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি ২০০২-০৩ থেকে ২০০৯-১০ সময়ে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৪৩৩.৫৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি অনুমোদিত হয়। জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় হয়েছে ৩৩১.০২ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৭৭%।

সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রজেক্ট

প্রকল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য নির্বাচিত ৯ টি মাঝারী শহরে সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যামুক্ত ও বসবাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করে শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র বিমোচন করা। প্রকল্পটি মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, জামালপুর, কুষ্টিয়া, গাইবান্ধা, রাজশাহী ও সুনামগঞ্জ শহরে অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্পটি ২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১ সময়ে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৬১১.৪২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি অনুমোদিত হয়। জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ২৮০.১৫ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৭৩.২৮%।

ঘুর্ণিঝড় সিডর

২০০৭ সালের বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠার পূর্বেই ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর রাতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড় সিডর আঘাত করে। মুহূর্তে ব্যাপক এলাকার ঘরবাড়ি, ফসল ও বিভিন্ন স্থাপনা ধবংস/ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবে উপকূলীয় এলাকায় বাপাউবোর বাঁধের কারণে অনেক এলাকা মারাত্নক ক্ষতি হতে রক্ষা পেয়েছে। যেমন কুয়াকাটায় বাঁধের বাহিরের সকল স্থাপনা ধবংস হয়ে গেছে কিন্তু বাঁধের মধ্যে সরাসরি পানি প্রবেশ করতে না পারায় অন্যান্য অবকাঠামো অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিডর এর তাণ্ডবে বাপাউবোর উপকূলীয় বাঁধ, পানি নিষ্কাশন, সেচ অবকাঠামোসহ অন্যান্য অবকাঠামো ও নদীতীর সংরক্ষণ কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘুর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে ৪.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২.৭৫৭ কিলোমিটার বাঁধের ব্রীচ ক্লোজিং ও ১টি পানি অবকাঠামো জরুরিভিত্তিতে মেরামত করা হয়েছে। পুনর্বাসন কার্যক্রমের লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকার সিডর ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো পুনর্বাসনে বিশ্বব্যাংক সাহায্যপুষ্ট ১৮০.৬৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "Emergency Cyclone Recovery and Restoration Project ২০০৭ (ECRRP)" প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের কাজ চলতি অর্থবছরে শুরু হয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। ইতোমধ্যে ২৫ মে ২০০৯ তারিখে একই এলাকায় ঘুর্ণিঝড় আইলা সংঘটিত হয়েছে। আইলা পরবর্তী সময়ে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) এবং নগদ অর্থের মাধ্যমে উল্লিখিত জায়গায় জরুরি পুনর্বাসন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে মধ্যমেয়াদী পুনর্বাসনে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক হতে ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

ঘুর্ণিঝড় আইলা

বিগত ২৫/০৫/২০০৯ তারিখে সংঘটিত ঘুর্ণিঝড় 'আইলায়' উপকূলীয় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবকাঠামোসমূহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাপাউবোর ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহ বিদ্যমান নক্সা ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক প্রায় ৬০০.০০ কোটি টাকার পুনর্বাসন ব্যয় নিরূপণ করা হয় । ঘূর্ণিঝড়ের অব্যবহিত পরেই বাপাউবো ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রাপ্ত ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য শস্য এবং ৪১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দে জরুরিভিত্তিতে ব্রীচ ক্লোজিং, রিং বাঁধ ও স্লুইস/রেগুলেটরের গেইট মেরামত ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নেয় এবং ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাসমূহে লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ বন্ধসহ বিদ্যমান ফসলাদি ও জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। উল্লেখ্য, জুন ২০০৯ পর্যন্ত এ জরুরি কাজে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য ব্যতিত ৩৩.৬১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট এলাকায় জুন ২০০৯ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ ৪৭টি পোল্ডারের মধ্যে ৪১টি পোল্ডার লোনা পানি মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এতে সর্বমোট ১৮৬.০০ কিলোমিটার বাঁধ পুনর্নির্মাণ/মেরামত করা হয়। অপরদিকে, দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্থ ১৭টি পোল্ডারে সর্বমোট ৩৩.৭৪ কিলোমিটার বিকল্প বাঁধ নির্মাণ, ৯৫.৭৪ কিলোমিটার বাঁধ মেরামত, ১.৬২ কিলোমিটার প্রতিরক্ষা কাজ এবং ১২টি স্লুইচ মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের মোট বরাদ্দ ৪২০.০০ কোটি টাকা থেকে আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসনের নিমিত্ত ১০৬.৫৭ কোট টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দ থেকে ফরিদপুর জোনের সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে ৭৪.২০ কোটি টাকা এবং বরিশাল জোনে ৩২.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। ফরিদপুর জোনে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় বিভিন্ন পোল্ডারের অতিঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো (ক্লোজার, রিংডাইক, ব্রীচ ক্লোজিং ইত্যাদি) পুনর্বাসন কাজ উল্লিখিত বরাদ্দ থেকে সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়াও বরিশাল জোনে ১৭টি ক্লোজার নির্মাণ এবং বিকল্প বাঁধ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য, আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো মেরামত/পুনর্বাসন কার্যক্রমে বোর্ডকে সহায়তা করার নিমিত্তে বিগত ১৬ মার্চ ২০১০ হতে সাতক্ষীরার শ্যামনগরের পোল্ডার ৭/১ ও ১৫ তে সেনাবাহিনীকে এবং খুলনার দাকোপের

পোল্ডার ৩২ ও কয়রার পোল্ডার ১৩-১৪/২ ও ১৪/১ এ নৌবাহিনীকে নিয়োজিত করা হয়েছে। সর্বমহলের ঐকান্তিক পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারসমূহের অধিকাংশ এলাকা লবণ পানি মুক্ত/প্রবেশরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

সিডর ও আইলার ন্যায় ঘন ঘন ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় টেকসই সমাধানের জন্য ECRRP এর আওতায় দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষা পরিকল্পনা Technical Feasibility Studies and Detailed Design for Coastal Embankment Improvement Program (CEIP) হাতে নেওয়া হয়েছে।

কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা

কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনায় বাপাউবোর মিশন হচ্ছে সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দ্বারা প্রাধিকারভাবে দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির সেবাসহ সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠির সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। এছাড়া, বাপাউবোর ভিশন হচ্ছে জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বাপাউবো আইন ২০০০ এবং অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশাবলীর আলোকে প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে পানি সেক্টরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সেবা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রণীত হয়েছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এক নজরে বাপাউবোর সাফল্যের খতিয়ান

বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য ছোট বড় ৭৩৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ যাবত প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় ৫৯.৯১ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যামুক্ত ও জলাবদ্ধতা নিরসন করে কৃষি ক্ষেত্রে প্রভূত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৩৮টি বৃহত্তম, ৬০টি বৃহৎ ও ১৫৬টি মাঝারি ও ছোট আকারের সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪.৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৪৫৩০ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১০২২৪ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এসকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবোর প্রকল্প এলাকায় ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে প্রায় ৯৩ লক্ষ মেট্রিকটন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া মেঘনার মোহনায় বেশ কয়েকটি আড়িবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ১০২০ বর্গ কিলোমিটার ভূমি সৃষ্টি/উদ্ধার করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমগ্র দেশের প্রায় ৪৯% এবং বন্যাবিধৌত অঞ্চলের প্রায় ৬০% এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশ ব্যাপি বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে। বিভিন্ন অবকাঠামোর তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক সংখ্যা	অবকাঠামোর বিবরণ	২০০৯-১০ অর্থবছরে নির্মিত
১	২	৩
১.	বড় হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (সংখ্যা)	১৭
২.	ছোট হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (সংখ্যা)	২২
৩.	ব্রীজ ও কালভার্ট (সংখ্যা)	১৩
৪.	ক্লোজার (সংখ্যা)	২২
৫.	বাঁধ নির্মাণ (কিলোমিটার)	৬০.০০
৬.	ড্রেনেজ চ্যানেল (কিলোমিটার)	৫০.০০
৭.	সেচ খাল (কিলোমিটার)	২.০০
৮.	রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার)	০.০০
৯.	প্রতিরক্ষা কাজ (কিলোমিটার)	১৪.০০

এক নজরে জুন ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকাণ্ডঃ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৭৩৫	টি
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা	৫৯.৯১	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধা প্রাপ্ত এলাকা	১৪.৬৪	লক্ষ হেক্টর
শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের সংখ্যা	২০	টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০২০	বর্গ কিলোমিটার
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১০,২৮৪	কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫,১৭৫	কিলোমিটার

হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৪,১৫২	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	১৯	টি
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ক্লোজার	১৩২৫	টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫৬১৯	টি
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১০৩১	কিলোমিটার

উপসংহার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। দেশের দুর্ভিক্ষ পর্যালোচনায় জানা যায়, ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে উপ-মহাদেশের এ অংশে ৩১ বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ১৮৬০ সালের পূর্বের ৪০ বছরে ১২ বার এবং ১৯০০ সালের পর ৭ বার দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে । এ ছাড়াও নদীভাঙ্গন হতে শহররক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা প্রতিরক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে । উল্লেখ্য, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশে যেখানে ৯.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে, সেখানে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ধানের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ২৮.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন (বিবিএস, ২০০৮)। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার, জনগণের সমন্বিত অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র বিমোচনে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিচিতি

১।	বন্যা বাঁধ বন্যা বাঁধের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সাতক্ষীরা পোল্ডার ৫	
২।	সেচ খাল সেচ খালের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচ প্রদান তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রধান সেচ খাল	
৩।	নিষ্কাশন খাল নিষ্কাশনের মাধ্যমে ফসল রক্ষা নোয়াখালী খাল	
৪।	বাঁধ কাম রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন সাতক্ষীরা পোল্ডার ৫	

৫।	**স্লুইস গেট** নিষ্কাশন ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ বেতুয়া স্লুইচ, চরফ্যাশন, ভোলা	
৬।	**রেগুলেটর** প্রবাহমান ছোট নদী বা খালে অবকাঠামো নির্মাণ করে উজানের পানি ভাটির দিকে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ৫ ভেন্টের রেগুলেটর	
৭।	**বোট পাস** খাল ও বাঁধের সংযোগস্থলে নির্মিত রেগুলেটরের মধ্যে দিয়ে নৌচলাচল সচল রাখা সাতলা বাগদা (পোল্ডার ১) বোট পাস	
৮।	**ব্যারেজ** প্রবাহমান বড় নদীতে কাঠামো নির্মাণ করে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা তিস্তা ব্যারেজ	

৯।	রাবার ড্যাম প্রবাহমান খালে/ছড়ায় রাবারের টিউব বসিয়ে প্রয়োজনে টিউবে বাতাস ভরে খালের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে টিউব খালি করে স্বাভাবিক প্রবাহ সচল করা রাবার ড্যাম (কক্সবাজার)	
১০।	রেগুলেটর কাম ব্রীজ পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন কেআইপি প্রকল্পের ইছামতি রেগুলেটর কাম ব্রীজ	
১১।	ক্লোজার ড্যাম প্রবাহমান নদী/খাল স্থায়ীভাবে বন্ধ করা মুহুরী প্রকল্পে ফেনী নদী ক্লোজার ড্যাম	
১২।	স্পার তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্যে নদীর মূল প্রবাহ প্রবাহমান তীর হতে অপর তীরের দিকে ফিরানো তিস্তা প্রকল্পে সলিড স্পার	

১৩।	গ্রোয়েন তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্যে নদীর মূল প্রবাহ প্রবাহমান তীর হতে অপর তীরের দিকে ফিরানো যমুনা নদীতে কালিতলী গ্রোয়েন	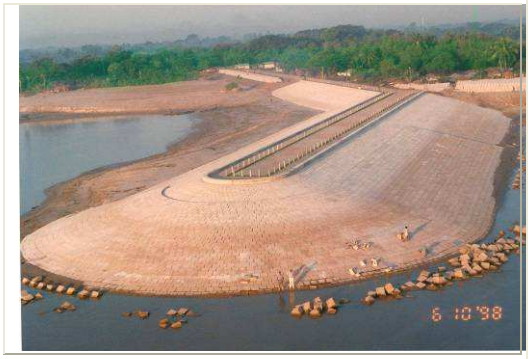
১৪।	রিভেটমেন্ট/হার্ড পয়েন্ট/গাইড বাঁধ নদীর মূল প্রবাহ প্রবাহমান তীরের দিকে রেখে তীর সংরক্ষণ কাজ যমুনা নদীতে রিভেটমেন্ট	
১৫।	পাম্প হাইজ যান্ত্রিক উপায়ে নদী হতে পানি উঠানো/প্রকল্প এলাকা হতে নদীতে পানি বের করা জিকে সেচ প্রকল্পের প্রধান পাম্প হাউজ	
১৬।	অ্যাকুয়াডাক্ট সেচ খাল ও নিষ্কাশন খালের সংযোগস্থলে কাঠামো নির্মাণ করে সেচ খালের প্রবাহ কাঠামোর মধ্য দিয়ে সচল রাখা তিস্তা প্রকল্পে অ্যাকুয়াডাক্ট	

১৭।	**এক্সকাভেটর** যান্ত্রিক উপায়ে মাটিতে স্থাপন করে ছোট ছোট নদী বা খাল খনন/পুনঃখনন করা	
১৮।	**ড্রেজার** যান্ত্রিক উপায়ে নদীর পানিতে স্থাপন করে বড় বড় নদী বা খাল খনন/পুনঃখনন করা গড়াই নদী পুনঃ খনন	

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

তৃতীয় অধ্যায়

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) (www.warpo.gov.bd)

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের শহর, নগর ও বন্দর এবং ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপর দিকে বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, নদীভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতায় নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূ-পরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আর্সেনিক দূষণ সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণের অভাব, পানি কাঠামো তৈরির জন্য জমির দুষ্প্রাপ্যতা এবং পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এই জটিল সমস্যাগুলো পানি সম্পদ খাতের সকল কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালনার বিষয়টির গুরুত্বকেই তুলে ধরে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা তথা ওয়ারপোকে দেশের পানি সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের সামষ্টিক পরিকল্পনা (macro planning) প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পন করেন।

বিবর্তন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওয়ারপো সৃষ্টি করে। এটি একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ পর্যন্ত কার্যকর "মাস্টার প্লান অরগানাইজেশন" বা এমপিও এবং ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ পর্যন্ত কার্যকর ফ্লাড প্লান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও এর উত্তরসূরী।

কার্যপরিধি

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;
৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;
৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;
৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;
৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;
৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
৯. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী

ওয়ারপো দেশের সামষ্টিক পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডব্লিউআরসি) নির্বাহী সচিবালয় হিসাবেও ওয়ারপো নিম্নবর্ণিত প্রধান প্রধান দায়িত্ব পালন করছে ঃ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-কে প্রশাসনিক, কারিগরি ও আইনগত সহায়তা প্রদান;
২. পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি-কে পরামর্শ প্রদান;

৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুতকরণ এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ;
৪. জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি) ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন ও হালনাগাদকরণ;
৫. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য "ক্লিয়ারিং হাউজ" হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প ন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্লান (এনডব্লিউএমপি)-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;
৬. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি-র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;
৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি (Coastal Zone Policy) ২০০৫ অনুযায়ী

১. বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য মূল সংস্থায় (WARPO) একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম সম্পাদন। ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট (আইসিজেডএম) এর নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা এর প্রধান দায়িত্ব।
২. আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
৩. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় Focal Point স্থাপন করা, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
৪. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে সমর্থন দেওয়া এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা।

জনবল

অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপোর মোট জনবল হলো ৮৭। নিম্নে অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী জনবলের একটি চিত্র প্রদর্শিত হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারির সংখ্যা	শূন্য পদ
কর্মকর্তাঃ			
১ম শ্রেণী	৪২	২৯	১৩
২য় শ্রেণী	২	২	-
কর্মচারিঃ	৪৩	৪১	২
সর্বমোটঃ	**৮৭**	**৭২**	**১৫**

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

ওয়ারপো পানি সম্পদ খাতের ম্যাক্রো প্লানিং প্রণয়নকারী একমাত্র সরকারি সংস্থা। সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের সাহায্যে ওয়ারপোর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম	২০০৮-০৯ অর্থবছর বরাদ্দ	জুন ২০০৯ পর্যন্ত ব্যয়	২০০৯-১০ অর্থবছর বরাদ্দ	জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়	উৎস
উন্নয়ন ব্যয়					
ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগের প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা প্রকল্প	১৫৭.০০	৫৩.৭৬	৯১.০০	৭২.০০	বাংলাদেশ সরকার
পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ)ঃ ওয়ারপো অংশ	১২৫.০০	৯৪.৫৪	৫৫২.১২	৫০.৩১	বিশ্বব্যাংক/ নেদারল্যান্ড
উপমোট	*২৯২.০০*	*১৪৮.৩০*	*৬৪৩.১২*	*১২২.৩১*	

প্রকল্পের নাম	২০০৮-০৯ অর্থবছর বরাদ্দ	জুন ২০০৯ পর্যন্ত ব্যয়	২০০৯-১০ অর্থবছর বরাদ্দ	জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়	উৎস
অনুন্নয়ন ব্যয়					
ভাতাদি	১৭৫.৩৮	১৬২.৪২	২১৫.০০	১৮২.৮৩	বাংলাদেশ সরকার
অন্যান্য	৬৯.৬২	৬৬.১৫	১০২.৫৫	৬৭.৭৯	
উপমোট	*২৪৫.০০*	*২২৮.৫৭*	*৩১৭.৫৫*	*২৫০.৬২*	
সর্বমোট	**৫৩৭.০০**	**৪৭৬.৮৭**	**৯৬০.৬৭**	**৩৭২.৯৩**	

২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন ও পরিকল্পিত কার্যক্রমসমূহ

(ক) বাস্তবায়িত কার্যক্রম

১। ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগের প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত প্রকল্প

ভারত সরকার একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় গংগা, ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য শাখা নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করে দক্ষিণ ও পশ্চিমের শুষ্ক ও আধাশুষ্ক অঞ্চলে সরবরাহের নিমিত্তে আন্তঃবেসিন নদী সংযোগের প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

ভারতের আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিরূপণের উদ্দেশ্যে ওয়ারপো প্রস্তাবিত সমীক্ষা প্রকল্পটির বাস্তবায়ন হাতে নেয়। সমীক্ষা প্রকল্পটি থেকে তথ্য উপাত্ত ভবিষ্যতে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে পানি বিষয়ে সমঝোতা ও আলোচনায় সহায়তা করবে। প্রকল্পটি বিগত মার্চ ২০০৭ তারিখে শুরু হয় এবং ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে শেষ হয়।

২। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে আঞ্চলিক কারিগরি সহায়তা (বাংলাদেশ)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় সমীক্ষা প্রকল্পটি বিগত আগস্ট ২০০৭ তারিখে শুরু হয়। ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যসহ প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলোঃ

- পানি সম্পদ খাতের নীতি পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং এই বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনডব্লিউআরসি এবং এনডব্লিউআরসির নির্বাহী কমিটি ইসিএনডব্লিউআরসি শক্তিশালীকরণ
- জাতীয় পানি নীতি বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সুনির্দিষ্ট সহায়ক কর্মসূচি নির্ধারণ
- সরকারের জাতীয় দারিদ্র দূরীকরণ কৌশল এর পরিবীক্ষণ সহায়ক সূচক এর সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি জোরদারকরণ
- জাতীয় পানি আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান
- ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (ওডিপি) এর আওতায় চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা প্রদান

প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে শেষ হয়।

৩। আঞ্চলিক কারিগরি সহায়তা (RETA)

পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি ব্যাপক পদক্ষেপ। Global Water Partnership [GWP(2002)] এর সংজ্ঞামতে, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা হলো "a process which promotes the coordinated development and management of water, land, and related resources in order to maximize the resultant economic and social welfare in an equitable manner without compromising the sustainability of vital ecosystems".

২০০২ সনে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নের উপর শীর্ষ সম্মেলন [World Summit on Sustainable Development (WSSD)] এ ২০০৫ সনের মধ্যে Integrated Water Resources Management and Efficiency Plan (IWRMEP) এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করার অঙ্গীকার করা হয়। নেদারল্যান্ড সহ বেশ কিছু দেশ ও দাতাসংস্থা উক্ত অঙ্গীকারের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করে।

উক্ত লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আঞ্চলিক কারিগরি সহায়তার (RETA) আওতায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার (IWRM) কার্যকরী ও ফলপ্রসু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে আঞ্চলিক কারিগরি সহায়তা" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন ২৯ শে আগস্ট ২০০৯ তারিখে পাওয়া গেছে। সেই অনুযায়ী এ প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন ECNWRC-তে দাখিলের নির্দেশনা রয়েছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার (IWRM) মূল তিনটি স্তম্ভ যথা অনুকুল পরিবেশ (Enabling Environment), প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Institutional framework) ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Instrument) উপর ভিত্তি করে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের টিএ টিম চূড়ান্ত রিপোর্ট দুইটি ভলিউমে উপস্থাপন করেছে। ভলিউম-১ এ চূড়ান্ত রিপোর্ট ও রোড ম্যাপ রয়েছে এবং ভলিউম-২ এ সংলগ্নীসমূহ যথা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পর্যালোচনা, নদীভাঙ্গন ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন সংশোধনী, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ এবং খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন অন্তভুর্ক্ত আছে ।

প্রকল্পের উলেখযোগ্য সুপারিশমালা

(ক) অনুকূল পরিবেশ (Enabling Environment)

খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন (Draft Bangladesh Water Act): প্রস্তাবিত আইনটি জাতীয় পানি নীতিতে বর্ণিত দেশের সার্বিক পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন এবং সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করবে। পূর্বে প্রণীত খসড়াটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং আইন বিশেষজ্ঞ, পানি খাতের সহিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ এবং দেশের বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞগণের সহিত আলোচনা করে খসড়াটি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। প্রণীত খসড়া আইনের উপর দেশের প্রখ্যাত পানি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে Peer Review Meeting এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরসমূহ, পানি বিশেষজ্ঞ ও ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে তাদের সুচিন্তিত মতামতসমূহ সন্নিবেশিত করে চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়াটিকে চূড়ান্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয় অতপর কেবিনেটে উপস্থাপন করতে হবে। বর্তমানে খসড়াটির বাংলা অনুবাদ করা হচ্ছে। আশা করা যায় যে খসড়া পানি আইনটি ২০১০ সাল নাগাদ আইনে পরিণত হবে। খসড়া আইনটি পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যাতিত সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হবে। কিন্তু ওয়ারপো মনে করে আইনটি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলাদেশে জন্য প্রযোজ্য হওয়া দরকার। প্রয়োজনে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ (Water Resources Planning Act 1992)ঃ পানি সম্পদের উন্নয়ন ও উহার সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন (১৯৯২ সনের ১২নং আইন) দ্বারা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা নামক একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯), জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০৪) এবং উপকুল অঞ্চল নীতি (২০০৫) এর নির্দেশনা অনুযায়ী ওয়ারপো এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইনটিতে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করেছেন। প্রকল্পের টিএ টিম বর্তমান আইনটি সংশোধনের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে নিম্নের সুপারিশমালা পেশ করেছেন।

(ক) ওয়ারপোর নির্দেশিত সকল ম্যান্ডেট যাতে প্রতিপালন করা যায় সেভাবে বর্তমান আইনটি প্রণয়ন;
(খ) সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে ওয়ারপোর অবস্থান পুনর্নির্ধারণ যাতে উহা জাতীয় পানি পরিকল্পনা সংস্থা হিসাবে জাতীয় পানি নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করতে পারে;
(গ) নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন হতে প্রকল্প বাস্তবায়নকে আলাদা করতে পারে;
(ঘ) CEGIS এবং IWM এর ন্যায় কার্যপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা এবং উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যবস্থা করা; এবং
(ঙ) নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা, দায়বদ্ধতা এবং কাজের আগ্রহ বিবেচনায় এনে একটি প্রক্রিয়া স্থাপন।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইনের কার্যকারিতা আনার জন্য বিধিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে একাট আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত জাতীয় পানি কোডঃ এটি খসড়া বাংলাদেশ পানি আইনের সাথে একই অর্থে প্রায়শই আলোচিত হলেও উদ্দেশ্যগতভাবে ভিন্ন। পানি কোড হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ আইন যা পানি খাতের সাথে সম্পৃক্ত সকল আইন একীভূত করে। এই লক্ষ্যে অদ্যাবধি কোন কার্যক্রমের সূচনা করা হয় নি। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই জাতীয় পানি কোড প্রণয়নের কাজ শুরু হবে এবং জানুয়ারি ২০১১ এর মধ্যে তা সম্পন্ন হবে।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Institutional framework)

Organizational Development Plan (ODP)ঃ প্রকল্পের টিএ টিম পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে কর্মরত টুইনিং মিশনের সহিত একত্রে কাজ করেছে। টিএ টিম ওয়ারপোর ODP (Organizational Development Plan) বিশদভাবে পর্যালোচনা করে এটিকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। প্রকল্পের পরামর্শকগণ কর্তৃক প্রণীত রোডম্যাপে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় অক্টোবর ২০১১ নাগাদ পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ পর্যালোচনা ও সংশোধন করার সুপারিশ করেছে।

(গ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Instrument)

উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Data Management System)ঃ উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আধুনিকিকরণের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পে (WMIP) গৃহীত পদক্ষেপসমূহ টিএ টীম বিশদভাবে পর্যালোচনা করেছে। উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার কাজে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপর সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে । টিএ টীম উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আধুনিকিকরণের বিষয়ে ওয়ারপো ও উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতির সহিত জড়িত অন্যান সংস্থার সাথে আলোচনা করেছে। আশা করা যায় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আধুনিকিকরণ কাজটি ডিসেম্বর ২০১০ নাগাদ শেষ হবে। সুপারিশমালা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- আধুনিক যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনশক্তি এবং আর্থিক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। Hydrometric উপাত্তসমূহের সংগ্রহ সচল রাখা যা পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নের কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে;
- ওয়ারপো কর্তৃক উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ এবং উপাত্ত সংগ্রহকারী সংস্থাসমূহের জন্য বাস্তব নীতিমালা প্রণয়ন যা উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে;
- উপাত্তসমূহ অপরিবর্তিত রাখা, গ্যাপ সৃষ্টি না হওয়া এবং ব্যবহারকারীর নিকট তথ্যের নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উপাত্ত সংগ্রহ সম্পর্কিত কার্যক্রমকে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান করা যা উপাত্ত সংগ্রহ ব্যবস্থাকে অধিকতর নির্ভুল করবে এবং পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগ্রহকারী সংস্থা কর্তৃক জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ব্যবস্থাকে সরাসরি সহায়তা প্রদান করবে;
- উপাত্তসমূহের পর্যালোচনা, সংরক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্কালে NWRD কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া Spatial Data Quality Standard and Evaluation Principles and Guidelines for NWRD Data Quality Management অনুসরণ করা;
- NWRD হালনাগাদ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অগ্রণী ভূমিকা পালন ও অর্থায়ন প্রয়োজন;
- উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ; এবং
- পাবলিক খাতসমূহ ও NWRD-র মধ্যে উপাত্ত আদান-প্রদান নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (National Water Management Plan (NWMP) ঃ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP) প্রণয়নের কাজ ২০০১ সালে সম্পন্ন হয় এবং ২০০৪ সালের মার্চ মাসে জাতীয় পানি সম্পদ কাউন্সিল (NWRC) এর নির্বাহী কমিটি (ECNWRC) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। NWMP তে আটটি ক্লাস্টারের আওতায় ৮৪টি প্রোগ্রাম আছে যা ২৫ বছর সময়সীমার মধ্যে ১৪ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ নির্দেশ করে। পরিকল্পনাটিতে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পগুলির পুনর্বাসন, পয়ঃনিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প পুনর্গঠন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জাতীয় সম্পদ রক্ষার প্রতি বিশেষ জোর প্রদান করা হয়েছে।পরিকল্পনাটি সামাজিক, পরিবেশ এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রতিফলনের লক্ষে প্রতি পাঁচ বছর পরপর হালনাগাদ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল যা প্রয়োজনীয় জনবল ও অর্থের অভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। NWMP হালনাগাদ করার লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে উল্লেখ্য যে বর্তমান NWMP-র সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া অতীব জরুরি। টিএ টিম ওয়রপোর কর্মকর্তাদের সাথে NWMP হালনাগাদ প্রক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করেছে এবং দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ ও আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশ করেছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা রোড ম্যাপ (IWRM Road Map)

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়া যা বাংলাদেশের পানি সম্পদ খাতকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যকরী ও ফলপ্রসু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বাস্তব অবস্থার নিরিখে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য নীতি ও পরিকল্পনাসমূহের যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োজন। টিএ টিম কর্তৃক একটি সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য কিছু কর্মপরিকল্পনা রয়েছে যা যথাযথ ভাবে প্রস্তাবিত সময়ের মধ্যে শুরু করা গেলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। রোড ম্যাপে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনাসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলঃ

মূল ইস্যু এবং কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/সংস্থা	সমাপ্তিকাল

মূল ইস্যু এবং কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/সংস্থা	সমাপ্তিকাল
ক) অনুকুল পরিবেশ		
১। নীতিমালা • নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন জাতীয় নীতি হালনাগাদ করণ • জাতীয় জলাভূমি নীতি পুনঃপর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	জুন ২০১১ জুন ২০১১
২। আইন বিষয়ক কাঠামো • জাতীয় পানি নীতি কার্যকর করার লক্ষ্যে জাতীয় পানি আইন প্রস্তুতকরণ • খসড়া জাতীয় পানি আইন প্রস্তুতকরণ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ওয়ারপো	ডিসেম্বর ২০১০ জুন ২০১২
খ) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো		
১। ওয়ারপো • পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ পর্যালোচনা ও সংশোধন	ওয়ারপো/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	অক্টোবর ২০১১
গ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি		
১। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা • জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রকল্প সম্পন্ন	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ডিসেম্বর ২০১৩
২। উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	ওয়ারপো	ডিসেম্বর ২০১২
• বিভিন্ন বহিঃউৎস থেকে Hydrometric উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রাথমিক বিশ্লেষণের সূচনা • উপাত্ত সংগ্রহের Overlap ও Gap কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন • NWRD হালনাগাদ কার্যকর করা • উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ওয়ারপো/ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ উপাত্ত সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান	জুলাই ২০১০ ডিসেম্বর ২০১০ ডিসেম্বর ২০০৯ জানুয়ারি ২০১০

৪। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা

সঙ্কট ও সম্ভাবনাময় এলাকা হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ অঞ্চলে ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বেশি। নদীভাঙ্গন, আর্সেনিক, জলাবদ্ধতা পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা, নানা রকমের দূষণ ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের জীবন ও জীবীকা যেমন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি এ অঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিও হয়েছে মন্থর। সুনামি, জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

সরকারের বিভিন্ন সংস্থা তাদের স্ব স্ব বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, সীমিত সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা, প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয়, অথনৈতিক সুযোগের অপ্রতুলতা, গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত আধার ইত্যাদি কারণে সম্মিলিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহু আগে থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমনঃ

- The Off-Shore Islands Development Board (1977-82);
- The Bangladesh National Conservation Strategy (1987);
- The UN/ESCAP-GoB Coastal Environment Management Plan for Bangladesh (1987);
- The Coastal Area Resources Development Plan (1988);

- The formation and activities of the Special Parliamentary Committee on Coastal Area Development (1988-90); and
- National Capacity Building on ICZM Initiative (1997)

উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে। সরকার (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়) কর্তৃক জারিকৃত Integrated Coastal Zone Management: Concept and Issues Note 1999, যা সরকারের ICZM Policy Note নামে পরিচিত, এর মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে গতি লাভ করে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় ২০০১-২০০৬ সময় পর্যন্ত সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (আইসিজেডএমপি) প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। আইসিজেডএমপি প্রকল্পের ফলাফলসুহ হলঃ (ক) উপকূলীয় অঞ্চল নীতি (২০০৫) (খ) উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল (২০০৬) (গ) অগ্রাধিকার বিনিয়োগ কর্মসূচি (ঘ) উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধি (ঙ) অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ এবং (চ) সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ তথ্যভাণ্ডার।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ এ উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাঠামো তৈরির নির্দেশনা আছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়। উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল ২০০৬ হলো উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ বাস্তবায়নের একটি হাতিয়ার।

রাজকীয় নেদারল্যান্ডস সরকার ইতোমধ্যে আইসিজেডএম কার্যক্রমে আগ্রহ প্রকাশ করে। সে অনুযায়ী জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৯ নেদারল্যান্ডস দূতাবাস ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে নিয়োজিত ICZM Identification Mission বাংলাদেশে কাজ করে ২০০৯ এর মার্চে Identification Mission Report দাখিল করে। মিশনের সুপারিশসমুহের মধ্যে প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি হলঃ

(ক) সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা (ICZM) প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ

(খ) সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা (ICZM) কার্যক্রম পরবর্তী ১০ বছরে তিন পর্যায়ে বাস্তবায়ন

  (১) পর্যায় ০ঃ মার্চ ২০০৯ হতে জুন ২০১০ (পর্যায় ১ এর জন্য প্রকল্প প্রস্তুত ও অনুমোদন করা, আইসিজেডএম প্রক্রিয়া সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনর্গঠন ও তথ্য প্রচার অভিযান চালানো)।
  (২) পর্যায় ১ঃ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৪ (পর্যায় ০ এর অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন, আইসিজেডএম প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালীকরণ ও পর্যায় ২ এর জন্য প্রকল্প প্রস্তুত করণ)।
  (৩) পর্যায় ২ঃ জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ (পর্যায় ১ এর প্রস্তুতকৃত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও আইসিজেডএম প্রক্রিয়া চলমান রাখা)।

মিশন রিপোর্টের উপর ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি wrap-up সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় Identification Mission এর সুপারিশসমূহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক অতিসত্ত্বর বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মিশন সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাস কর্তৃক নিয়োগেকৃত দুজন উপদেষ্টার সহায়তায়--

(ক) পর্যায় ১ এ বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের জন্য TPP প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত TPP এর দুটি অংশ রয়েছেঃ
  (১) সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ
  (২) উপকূলীয় অঞ্চলের ৫টি বহুখাত ভিত্তিক আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

(খ) আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(গ) আন্তঃমন্ত্রণালয় কারিগরি কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(ঘ) ফোকাল পয়েন্ট পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং দুটি সভার আয়োজন করা হয়েছে।

(ঙ) সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রচারের ৩টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রচার কর্মশালায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী এবং মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ২০ এপ্রিল ২০১০

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রচার কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী, ২০ এপ্রিল ২০১০

আইসিজেডএম প্রচার কর্মশালায় (ডান হতে বামে) মহাপরিচালক, ওয়ারপো; চেয়ারম্যান, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি; জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী ও পরিচালক, ওয়ারপো, ১৯ মে ২০১০

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রচার কর্মশালায় ওয়ারপো কর্মকর্তা ও স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী, ১৯ মে ২০১০

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রচার কর্মশালায় ওয়ারপো কর্মকর্তা ও স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী, ১৫ জুন ২০১০

(খ) বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম

১। জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের পরামর্শ সেবার চুক্তি সম্পাদন

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এর ধারা ৭(ছ), জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ (ধারা ৫.ঘ.৪) অনুযায়ী "জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার (এনডব্লিউআরডি) সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ এবং বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে চাহিদামাফিক উপাত্ত সরবরাহ করা ওয়ারপোর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ওয়ারপো জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP) প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহকারী সংস্থা থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত সংকলনের মাধ্যমে ১৯৯৮-২০০১ সালে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার (NWRD) প্রতিষ্ঠা করেছে। এই উপাত্তভাণ্ডার 'জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রস্তুত ও তা হালনাগাদকরণে এবং পানি সম্পদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিদের জন্য ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

এই উপাত্তভাণ্ডারে দেশের পানি সম্পদ খাতসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের তথ্য-উপাত্ত ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্ত ছাড়াও এই উপাত্তভাণ্ডারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডাটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, মেটা-ডাটা, টুলস্ ও বিশেষায়িত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পরিকল্পনা ও গবেষণা কাজে এনডব্লিউআরডির উপাত্ত ব্যবহার করে থাকেন।

বর্তমানে ওয়ারপো এনডব্লিউআরডি হালনাগাদ এবং আরও উন্নতকরণের জন্য বিশ্বব্যাংক ও নেদারল্যান্ড সরকারের কারিগরি সহায়তায় পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের (WMIP) অধীনে ওয়ারপোর "জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্প" বাস্তবায়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ২০০৭-২০০৮ হতে ২০১৪-২০১৫ পর্যন্ত। এই প্রকল্পের পরামর্শক হিসাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সরকারি ট্রাস্ট সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ১৯ মে ২০০৯ তারিখে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের পরামর্শক ও ওয়ারপোর মধ্যকার পরামর্শ সেবা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ওয়ারপোর মহাপরিচালক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব, প্রকল্প পরিচালক ওয়ামিপ-পিসিইউ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এবং ওয়ারপোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক এবং ওয়ারপোর পরিচালক (পরিকল্পনা) নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিটি আগামী ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে।

পরামর্শ সেবার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ওয়ারপো ও সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- পানি সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য পানি সম্পদ, পরিবেশ এবং অন্যান্য নতুন নতুন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে NWRD কে হালনাগাদকরণ
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য উন্নততর টুলস এবং টেকনিকস্ উদ্ভাবন ও হালনাগাদকরণ
- তথ্যের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রবর্তন
- বৃহত্তর তথ্য ব্যবহারকারি গোষ্ঠীর মধ্যে সহজে তথ্য বিতরণ ও আদান প্রদানের জন্য আধুনিক পদ্ধতি ও উন্নত কৌশলের ব্যবহার
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন এবং সহজে ও দক্ষতার সাথে ব্যবহারকারীদের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ
- NWMP প্রোগ্রামসমূহের পরিবীক্ষণ ও তথ্য পদ্ধতির উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন এবং
- **উন্নত রেজুলেশনের রিমোট সেনসিং রেফারেন্স ব্যাংক এবং তৎসংশ্লিষ্ট Ground Control Point (GCP) সংস্থাপন।**

২। জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের পরামর্শ সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন সভা (Launching Meeting)

৪ জুন ২০০৯ তারিখে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্পের পরামর্শ সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন সভা ওয়ারপোর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম রিতি ইব্রাহিম, অতিরিক্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। মহাপরিচালক, ওয়ারপোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা ওয়াসা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্পার্সো, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সহ মোট ৫৩টি প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রতিনিধিগণ NWRD হালনাগাদকরণ সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ওয়ারপো ও বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ

সরবরাহ" প্রকল্পের পরামর্শ সেবার উদ্বোধন সভা ৪ জুন ২০০৯

৩। জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের পরামর্শ সেবা সংক্রান্ত **Inception Meeting**

২৪ জুন ২০০৯ তারিখে ওয়ারপোর সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের পরামর্শ সেবা সংক্রান্ত **Inception Meeting** অনুষ্ঠিত হয়। ড. নিলুফা ইসলাম, পরিচালক (কারিগরি), ওয়ারপো উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে ৩৭টি **Stakeholder** সংস্থার প্রতিনিধিগণ প্রকল্পের খসড়া **Inception Report** সম্পর্কে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন।

ইনসেপশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ

৪। জাতীয় পানি সম্পদ উ

আগস্ট ১৯৯৯ হতে এ যাবৎ প্রায় ৩০০ টি দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পকে এই উপাত্তভাণ্ডার হতে উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে।

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে International Water Management Institute (IWMI), The World Fish Center, International Union for Conservation of Nature (IUCN), Asian Development Bank (ADB), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ইত্যাদিসহ মোট ১২ (বার) টি সংস্থাকে NWRD হতে বিভিন্ন উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ICDDR,B সহ ৭টি সংস্থার কাছে উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে।

৫। উপাত্ত হালনাগাদকরণ

বর্তমানে NWRD তে মোট ৪০৬টি উপাত্ত-স্তর আছে। জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদ করা হবে; এছাড়া নতুন তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করা হবে।

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের জুন ২০০৯ হতে ইউনিয়ন, উপজেলা/থানা, জেলা, বিভাগ সংক্রান্ত জিআইএস উপাত্তসমূহ এবং বিভিন্ন আর্থসামাজিক উপাত্ত (জনসংখ্যা, কৃষিতথ্য, উপজাতীয় জনসংখ্যা ইত্যাদি) হালনাগাদের কাজ শুরু করা হয়েছে।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ২০ (বিশ) টি নতুন উপাত্ত-স্তর (মেটা-ডাটাসহ) সংযোজন করা হয়েছে এবং ১০২ (একশত দুই) টি বিদ্যমান উপাত্ত-স্তর হালনাগাদ করা হয়েছে।

৬। ওয়ারপো কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

২০০৯-১০ অর্থবছরে ওয়ামিপ কম্পোনেন্ট ৩ বি-২ (জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ ও সরবরাহ) প্রকল্পের অধীনে ওয়ারপো কর্মকর্তাবৃন্দকে উপাত্ত গুণাগুণ, ArcGIS, NWRD Tools-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭। ডাটা টুলস হালনাগাদকরণ

২০০৯-১০ অর্থবছরে ওয়ামিপ কম্পোনেন্ট ৩ বি-২ (জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ ও সরবরাহ) প্রকল্পের অধীনে NWRD টুলস্ (Data Dissemination Tool, Data Analysis Tool) হালনাগাদ ও উন্নতকরণ করা হয়।

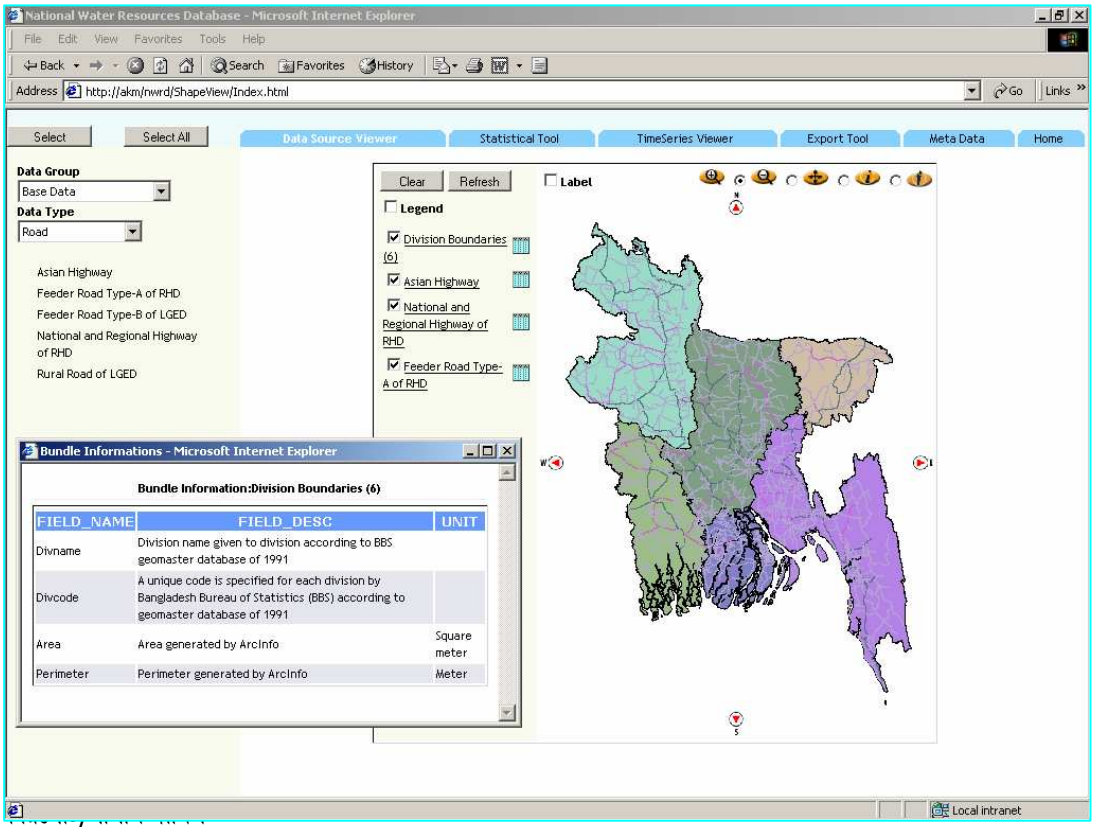

৮

২০০৯-১০ অর্থবছরে ওয়ামিপ কম্পোনেন্ট ৩ বি-২ (জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ ও সরবরাহ) প্রকল্পের অধীনে খসড়া Data Dissemination and Pricing Policy এবং খসড়া Data Quality Control Guidelines (Time Series and Spatial) প্রণয়ন করা হয়।

৯। অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা (জিপিডব্লিউএম) পরিবীক্ষণ

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারের নীতি হলো সরকারি অর্থপুষ্ট যে কোন ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, নকশা, বাস্তবায়ন এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (পওর) প্রক্রিয়ায় এলাকার জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। পানি সম্পদ খাতে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা যাতে সংঘাত ও দ্বৈততা পরিহার করে সৌহার্দমূলক ও সমন্বিতভাবে একটি অভিন্ন অথচ পরিবর্তনশীল নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে পারে, সে লক্ষ্যে সরকার একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করে। সে উদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১৯৯৯ সালে পানি উন্নয়ন খাতে সম্পৃক্ত প্রধান প্রধান সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা (গাইডলাইনস) প্রণয়নের জন্য একটি আন্ত

ঃসংস্থা টাস্কফোর্স গঠন করে। এরই ধারাবাহিকতায় নভেম্বর ২০০০ তারিখে প্রণীত গাইডলাইনটি জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়।

উক্ত সভার অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তগুলিও গৃহীত হয়ঃ

১. গাইডলাইনের জন্য গঠিত টাস্কফোর্স মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং করবে। উক্ত টাস্কফোর্স মনিটরিং এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সংগৃহীত তথ্যাদি পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার নিকট প্রদান করবে।
২. প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা গাইডলাইন প্রয়োগের বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করবে। তথ্যাদি সংকলনপূর্বক তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টাস্কফোর্স থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি পরিবীক্ষণ ও সংকলন করে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা বাস্তবায়নের প্রথম প্রতিবেদন জুন ২০০৭ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীকালে ছয় মাস অন্তর অন্তর প্রতিবেদন পাঠানোর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রতিবেদন জানুয়ারি ২০০৮ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

১০। ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্ত বায়নের জন্য "ক্লিয়ারিং হাউজ" হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে এনডব্লিউআরসির নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির সাথে এনডব্লিউএমপির সঙ্গতি নির্ণয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিকে সহায়তা করবে এবং জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সহায়তা করবে।

ওয়ারপোর পরিচালনা বোর্ডের অক্টোবর ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ওয়ারপো পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পগুলি ক্লিয়ারিং হাউজ ম্যান্ডেটের আওতায় পর্যালোচনা করবে। বিগত ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর ৬৫ (পয়ষট্টি) টি প্রকল্পের উক্ত "ক্লিয়ারিং হাউজ" এর নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। "ক্লিয়ারিং হাউজ" প্রক্রিয়ায় ছাড়পত্র পাওয়া মোট প্রকল্পের প্রায় ৭০ শতাংশ নদীতীর সংরক্ষণ সংক্রান্ত এবং ১০ শতাংশ সেচ ও নিষ্কাশন সংক্রান্ত ।

১১। গবেষণা প্রকল্পে ওয়ারপো ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা

ওয়ারপো এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (আইডব্লিউএফএম) যৌথভাবে দুইটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের কাজ করছে।

একটি প্রকল্প হচ্ছে Development of a Water Resources Model as a Decision Support Tool for National Water Manageent। তিন বছরে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় যে সকল প্রোগ্রাম প্রস্তাব করা হয়েছে তার প্রভাব নিরূপণের জন্য একটি Water Resources Modelling System তৈরি করা। এই সমীক্ষার আওতায় পানি সম্পদ বিশ্লেষণের জন্য বেশ কিছু গাণিতিক মডেল তৈরি হবে যার সাহায্যে বিকল্প পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ মূল্যায়ন করা, দেশের সীমার ভিতরে ও বাইরে পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডসমূহের প্রভাব নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

এছাড়া ওয়ারপো ও আইডব্লিউএম এর যৌথ সহযোগিতায় Determination of Hydrological Parameter for Different Regions of Bangladesh using Different Method: Phase 1 শীর্ষক এক বছর মেয়াদি একটি গবেষণা প্রকল্পের কাজ বিগত মে ২০০৮ তারিখে শুরু হয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদ বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা কাজে সহায়তার জন্য hydro-geological parameter নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি Decision support tool উদ্ভাবন করা যা জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদে সহায়তা করবে। পানি সম্পদ পরিকল্পা সংস্থার কাজে আলোচ্য Decision support tool বিশেষ অবদান রাখবে।

(গ) পরিকল্পিত কার্যক্রম

১। আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় খাবার পানি সরবরাহের বিকল্প উৎস হিসেবে ভূ-পরিস্থ পানির উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা নির্ধারণ, আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় সুপেয় পানি হিসেবে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং রিভার স্যান্ড ফিল্টার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের ব্যয় ৬ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির টিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী পাওয়া গেলে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

২। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) ২০০১ সালের পরবর্তী নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি বিধানের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থা পরিকল্পনা হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে Updating of National Water Management Plan নামে একটি পিডিপিপি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে Economic Relations Division (ERD) ও Planning Commission এ পাঠানো হয়। এ ছাড়াও চলমান RETA প্রকল্পের আওতায় এনডব্লিউএমপি পর্যালোচনা ও হালনাগাদ বিষয়সমূহের সুপারিশ প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

৩। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও পরিচালন

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও পরিচালন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা অব্যাহত থাকে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার উপর দাতা গোষ্ঠীর কনসোর্টিয়াম **সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও পরিচালনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে** একটি Identification Mission পাঠাতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে নীতিগতভাবে সম্মত হলে নেদারল্যান্ড সরকার বাংলাদেশে জানুয়ারি ২০০৯ এ তিন সপ্তাহ মেয়াদি একটি ICZM Identification Mission পাঠায়। Mission-এর প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে **সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ ও পরিচালন** শীর্ষক একটি প্রকল্প দলিল সরকারের নিকট দাখিল করা হয়েছে।

৪। কর্ণফুলী নদী অববাহিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

কর্ণফুলী নদীর পানি ব্যবহার উপযোগী ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Karnafuli River Basin (Within Bangladesh) Management on IWRM শীর্ষক প্রকল্পের একটি PDPP প্রস্তুতপূর্বক জুন ২০০৭-এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো আগামী ৩ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের কর্নফুলী নদী অববাহিকায় টেকসই ও সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য গুলো হলোঃ

- কর্ণফুলী নদীর অববাহিকায় টেকসই ও সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
- উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ও উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশলে উল্লিখিত বাংলাদেশে সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা
- অববাহিকা পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে stakeholder এর দক্ষতা উন্নয়ন
- অংশীদারিত্ব গঠনে এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণে stakeholder দের নিকট তথ্য ও উপাত্ত আদান প্রদান নিশ্চিত করণ
- সকলের ব্যবহার উপযোগী সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা ও ব্যবস্থাপনা tool ব্যবহারসহ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

৫। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডারসমূহের উপর প্রভাব নিরূপণ

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১৭ শতাংশ প্লাবিত হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতিরক্ষা বাঁধ হিসাবে পোল্ডারসমূহ দীর্ঘদিন যাবৎ এ অঞ্চলের কৃষি ও জানমাল রক্ষা করে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে পোল্ডারের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ওয়ারপো বাপাউবোর সহায়তায় আগামীতে এ অঞ্চলের পোল্ডার উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নিতে ইচ্ছুক।

ওয়ারপোর কর্মকর্তাগণের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ

ওয়ারপো সৃষ্টির পর থেকেই এর পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে ওয়ারপোর কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ দেশে ও বিদেশে নিম্নবর্ণিত কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম	সময়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	Regional Seminar on 'Role of Engineers in Tackling Climate Change'	১৬-১৭ জুন ২০১০	Bangladesh Association of Consulting Engineers	২
২.	Thew 8th Course on Communicative English	০১-১৫ জুন ২০১০	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার	১
৩.	The 11th Course on Disaster Managemet	৬-১০ জুন ২০১০	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার	১
৪.	The Second National Monsoon Forum	৩০-৩১ মে ২০১০	বাংলাদেশ মেটেরোলজিকাল ডিপার্টমেন্ট	১
৫.	Ground Water Modelling	৩০ মে-১০ জুন ২০১০	ইনস্টিটিউট অভ ওয়াটার মডেলিং	১
৬.	11th Course on Disaster	১০ মার্চ-১৩ এপ্রিল ২০০৮	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, ঢাকা	১
৭.	Flood Hazard Mapping & Socio-Economic Vulnerability	২৪-৩০ এপ্রিল ২০১০	পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট, বুয়েট	১
৮.	Dialogue on "Integrating Climate Change Science in Development Planning: Understanding the findings of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fourth Assessment Report 2007	৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১০	BCAS	২
৯.	Regional Climate Change Modelling Workshop	১৪-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০	IWFM, BUET	১
১০.	Climate Change and Water Resources	১০-১৪ জানুয়ারি ২০১০	BCAS	১
১১.	River Bank Protection Work	৬ ডিসেম্বর ২০০৯	BUET	২
১২.	Financial Management	২০-২৪ ডিসেম্বর ২০০৯	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	২
১৩.	Global and Bangladesh Perspective	২৬-৩১ ডিসেম্বর ২০০৯	CEGIS	২
১৪.	Interactive Information System (IIS)	১৮ নভেম্বর ২০০৯	IWM	২
১৫.	Energy and Environment	১৪-১৫ নভেম্বর ২০০৯	BUET	২
১৬.	Facing the Challenges of Climate Change: Adaptation	১৫-১৭ নভেম্বর ২০০৯	ITN, BUET	১

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম	সময়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
	Strategies for Bangladesh on Water and Waste Management			
১৭.	Impact of Climate Change in Bangladesh	১৭ নভেম্বর ২০০৯	IWM	৪
১৮.	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২০০৯	অর্থ মন্ত্রণালয়	৪
১৯.	Procurement Management	২৫-১২ নভেম্বর ২০০৯	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	১
২০.	Climate Change and Water Related Issue	১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯	BCAS	২
২১.	Facing the Challenges of Climate Change: Adaptation Strategies for Bangladesh on Water and Waste Management	১৯-২১ জুলাই ২০০৯	ITN, BUET	১
২২.	Project Management, Audit Management, Tender Preperation/Evaluation and Procurement Management, Public Procurement Act & Rules	১২-১৬ জুলাই ২০০৯	IEB, Headquarter	২
২৩.	Application of Isotope Techniques to Solve Hydrological Problems	২৪ জুন ২০০৯	পরমানু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান	২
২৪.	Modern Office Management	৩-৭ মে ২০০৯	RPATC	১
২৫.	Riverbank Erosion Prediction 2009	৩০ এপ্রিল ২০০৯	CEGIS	৫
২৬.	Computer Application and English Language	৫-২৩ এপ্রিল ২০০৯	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১
২৭.	Oceanography: Principles and Applications	১ এপ্রিল-৩১ মে ২০০৯	NOAMI	২
২৮.	64 ACAD Training	১৫ ফেব্রুয়ারি-৩০ এপ্রিল ২০০৯	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার	১
২৯.	Medium Term Budgetary Framework	১৬ মার্চ ২০০৯	FIMA, Dhaka	২
৩০.	Environmental Development and Disaster Management	৮-১২ মার্চ ২০০৯	RPATC, Dhaka	১
৩১.	Training on Conduct and Discipline Course	২-১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯	RPATC	১
৩২.	Training of Trainers (ToT) Course on IWRM Practice: Case Study of IPSWAM	১৭-২২ জানুয়ারি ২০০৯	CEGIS	২
৩৩.	Introduction to ArcGIS 9.1	১৩-১৫ জানুয়ারি ২০০৯	Dhaka University	১
৩৪.	E-Governance & E- Commerce	১১-২৯ জানুয়ারি ২০০৯	APD, Dhaka	১
৩৫.	GIS, Database for Flood Management and Flood Analysis	১৬-২৭ নভেম্বর ২০০৮	IWM	২
৩৬.	Self Development Skills for	৯-১৩ নভেম্বর	APD	৩

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম	সময়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
	Project Executive	২০০৮		
৩৭.	Climate Change Training for Water Professionals	১৭-১৯ নভেম্বর, ১৮-২০ অক্টোবর ২০০৮	BUET	৪

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম	সময়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা/দেশ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	PhD Course on Environmental Policy and Management	৩১ মার্চ ২০১০-৩১ মার্চ ২০১৪	অস্ট্রেলিয়া	১
২.	Masters Course on Water Resources Engineering	১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১	বেলজিয়াম	১
৩.	Masters Course on Water Resources Engineering and Management	১ সেপ্টেম্বর ২০০৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১	জার্মানী	১
৪.	Joint Master Programme 2008-2010 in Coastal and Marine Engineering and Management	২০০৮-২০১০	নরওয়ে, নেদারল্যান্ড ও ইউকে	১
৫.	Integrated Water Resources Management	২৩ আগস্ট-৫ নভেম্বর ২০০৯	জাপান	২
৬.	Water Quality Management in River Basin	১৯-২২ আগস্ট ২০০৯	কোরিয়া	১
৭.	Challenges on Sustainable Water Use in Arid and Semi-arid Region	২৮ সেপ্টেম্বর-০১ অক্টোবর ২০০৯	তেহরান, ইরান	১
৮.	Integrated Flood Management	১১-১৪ মে ২০০৯	তেহরান, ইরান	২
৯.	Least Developed Countries Fund (LDCF) Evaluation Analysis	১৩-১৪ মে ২০০৯	কেনিয়া	১
১০.	Center for River Basin Organizations and Management (CRBOM)	২৭ এপ্রিল-১ লা মে ২০০৯	ইন্দোনেশিয়া	২
১১.	The 5th World Water Forum	১৬-২২ মার্চ ২০০৯	ইস্তাম্বুল, তুর্কি	১
১২.	Management Trainning	৪-২০ অক্টোবর ২০০৮	নেদারল্যান্ড	২
১৩.	Sustainable Water Resources Management for Development in the Asia-Pacific Region	১১-১২ ডিসেম্বর ২০০৮	ফিলিপাইন	১
১৪.	Integrated Coastal Zone Management	১ সেপ্টেম্বর-১ অক্টোবর ২০০৮	থাইল্যান্ড	১
১৫.	Integrated Watershed Mangement	১৮-৩০ আগস্ট ২০০৮	থাইল্যান্ড	১
১৬.	Environmental Management for Developing and Emerging Countries	১৫ জানুয়ারি-১৫ জুলাই ২০০৮	জার্মানী	১
১৭.	Water Resources Management	১৩-২৮ মার্চ ২০০৮	কোরিয়া	৩
১৮.	Improving Environmental	১ জানুয়ারি-৩১	মালয়েশিয়া	১

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম	সময়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা/দেশ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
	Management of Rice Irrigation Scheme under Limited Water Supply	আগস্ট ২০০৮		

নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, ফরিদপুর

চতুর্থ অধ্যায়

নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, ফরিদপুর

পরিচিতি

নদীমাতৃক বাংলাদেশ একটি অতি জটিল পলিভরণকৃত বদ্বীপ। অসংখ্য বিনুনি শাখা-প্রশাখাসহ গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা এ ৩টি অন্যতম প্রধান ও সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক নদী কর্তৃক বাহিত পলিতে গঠিত এ দেশ। উত্তরের বন্যা, দক্ষিণের জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় এ অঞ্চলের জনজীবনকে করে বিপর্যস্ত। নদীভাঙ্গন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন সরকার ১৯৪৮ সনে ঢাকার তেজকুনী পাড়া মৌজায় (বর্তমানে গ্রীন রোড) প্রায় ১২ একর জমির উপর হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে একটি গবেষণাগার সেচ পরিদপ্তরের অধীনে স্থাপন করে। ক্রমবর্ধমান পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের নানা রকম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও হাইড্রলিক সমস্যার ব্যাপক গবেষণার আধুনিক সুবিধাদি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট (নগই) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে । নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট এর স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের জন্য ফরিদপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-বরিশাল সড়কের পাশে হারুকান্দি নামক এলাকায় ৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে ১৯৭৯ সালে ফরিদপুরে নদী গবেষণা ইন্সটিটিউটের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে কাজের সুবিধার্থে ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকার গ্রীন রোডে অবস্থিত নদী গবেষণা ইন্সটিটিউটকে ফরিদপরে স্থানান্তর করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট এর বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন বলে নগইকে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ হতে আলাদা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে।

বিবর্তন

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯ - হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরি, সেচ পরিদপ্তর

১৯৫৯ থেকে ১৯৭৮ - হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরি, ইপিওয়াপদা, পরবর্তীকালে বাপাউবো

১৯৭৮ থেকে ১৯৯০ -নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাপাউবো

১৯৯১ থেকে বর্তমান নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা)

কর্ম-পরিধি

নদী গবেষণা ইন্সটিটিউটের উদ্দেশ্য ও কার্যসমূহ (১৯৯১ সনের ৫৩নং আইন অনুযায়ী) নিম্নরূপঃ

১। নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নকশা প্রণয়নের জন্য এবং নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা এবং জোয়ার-ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;

২। পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সর্ম্পকে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;

৩। নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য নিমার্ণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত ও মূল্যায়ন করা;

৪। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

৫। উপর্যুক্ত কোন বিষয় সর্ম্পকে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;

৬। নগই-এর কার্যসমূহের মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং

৭। উপর্যুক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ বহুমুখী গবেষণামূলক সংস্থা যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে। ইন্সটিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মহাপরিচালক, নগই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং ইন্সটিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

পরিচালনা বোর্ড

১) মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
(২) চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	সদস্য (শূন্য)
(৩) মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য	সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)
(৪) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬) উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(৮) দুইজন পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	সদস্য
(৯) মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	সদস্য-সচিব

প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল ও কর্মসম্পাদন

নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট এর কর্মকাণ্ড ৩টি দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ঃ

১. হাইড্রলিক রিসার্চ দপ্তর
২. জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তর
৩. প্রশাসন ও অর্থ দপ্তর

ইন্সটিটিউট এর গবেষণাসহ বিভিন্ন কারিগরি কাজ যেমন ভৌত মডেল স্টাডি ও ল্যাবরেটরি টেস্ট যথাক্রমে হাইড্রলিক রিসার্চ দপ্তর ও জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে নগইর সার্বিক প্রশাসন পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রিত হয়। ইন্সটিটিউটের অনুমোদিত জনবল কাঠামোয় পদসংখ্যা মোট ২৫৭ জন এবং ৩০শে জুন ২০১০ এ কর্মরত জনবল ২২৯ জন।

নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট এর জনবলের বিবরণ (২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ অনুযায়ী)

ইন্সটিটিউটের অনুমোদিত জনবল কাঠামোয় পদ সংখ্যা মোট ২৫৭ জন । ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ৩০ জুন পর্যন্ত কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ২৩১ জন এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৩০ জুন পর্যন্ত কর্মরত কর্মকর্তা -কর্মচারী ২২৯ জন।

দপ্তর ভিত্তিক কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

হাইড্রলিক রিসার্চ দপ্তর

হাইড্রলিক রিসার্চ দপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছেঃ

১. রিভার এন্ড কোস্টাল হাইড্রলিক বিভগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে নদী প্রশিক্ষণ, নদী ভাঙ্গনরোধ, বন্যানিয়ন্ত্রণ, নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। একমাত্র ভৌত মডেলের সমীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব হয় শুষ্ক মৌসুমে চ্যানেলের বাস্তব অবস্থা অবলোকনসহ পানির ঘূর্ণায়ন ও নদীর বাঁকের ক্রিয়াকর্মের ফলাফল নির্ণয় করা।
২. হাইড্রলিক স্ট্রাকচার এন্ড ইরিগেশন বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত বিভিন্ন কাঠামো যেমন ব্রীজ, ব্যারেজ, স্লুইজ, কালভার্ট, গ্রোয়েন, রিভেটমেন্ট ইত্যাদির প্রকৃত স্থান নির্ধারণসহ নকশা কাজে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার সঠিকতার জন্য ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় যা অন্য কোন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব নয়।
৩. ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বিভাগঃ এই বিভাগের উপর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষত লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা আছে।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তর

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছেঃ

১. সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে মাটির প্রকৌলগত গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়।

Atomic Absorption Spectrophotometer in the Chemical and Water Pollution Lab under Geotechnical ResearcDivision for determining heavy metals

Gas Chromatography Mass in the Chemical and Water Pollution Lab under Geotechnical Research Division for determining the organic compounds

২. ম্যাটিরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে বালি, সিমেন্ট ও নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়।

৩. সেডিমেন্ট, কেমিকেল এন্ড ওয়াটার পলুশন বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে নদীর পলির পরিমাণ এবং গুণাগুণ নির্ণয়সহ পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়।

প্রশাসন ও অর্থ দপ্তর

এই দপ্তরের অধীনে চারটি শাখা রয়েছে। যথা লাইব্রেরি, জনসংযোগ ও ফটোগ্রাফি, সম্পত্তি, সংস্থাপন এবং নিরীক্ষা ও হিসাব। এই দপ্তরের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট এর প্রশাসন, হিসাব ও নিরীক্ষা, গণসংযোগ, সম্পত্তি, জনশক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নসহ প্রতি বছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন, জার্নাল ও নিউজ লেটার প্রকাশ করা হয়।

নগইর সুবিধাদি

১. উন্মুক্ত মডেল এলাকাঃ নয়টি কম্পার্টমেন্টের সমন্বয়ে উন্মুক্ত মডেল এলাকা গঠিত । নয়টির মধ্যে তিনটির সাইজ ১২৫ মিটার বাই ৪০ মিটার এবং বাকী ছয়টির সাইজ ৬০ মিটার বাই ৪০মিটার। প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট ক্যানেল নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত এবং পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে ক্যানেল নেটওর্য়াকে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পিং স্টেশনে স্থাপিত পাম্পের ও ক্যানেলের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৬০০ লিটার/সেকেন্ড।

২. ইনডোর মডেল এলাকাঃ দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য প্রতিটি ১০০ মিটার বাই ৩০ মিটার সাইজের দুটি মডেল শেড রয়েছে । শেড দুটির একটিতে ওয়েভ বেসিন, টিলটিং ফ্লুমসহ ফ্লুম বেড রয়েছে।

৩. ল্যাবরেটরিঃ জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনক্রিক, সেডিমেন্ট টেকনোলজি, হাইড্রো- এন্ড জিও-কেমিস্ট্রি ফিল্ডে গবেষণাসহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজের জন্য ২০০০ বর্গমিটার ফ্লোর এরিয়ার তিনটি ল্যাবরেটরি রয়েছে এবং বিভিন্ন সাইজ ও মানের প্রায় ৯১ টি যন্ত্রপাতি রয়েছে।

প্রকাশনা

প্রতিবছর একটি টেকনিক্যাল জার্নাল প্রকাশিত হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান গবেষণা জার্নাল, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ISSN ১৬০৬-৯২৭৭। এ ছাড়াও নগইর কার্যক্রমের উপর প্রতিবছর Annual Report এবং প্রতি চার মাস অন্তর News Letter প্রকাশিত হয়।

২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে দপ্তরভিত্তিক সম্পাদিত কার্যক্রম

হাইড্রলিক রিসার্চ দপ্তর

হাইড্রলিক রিসার্চ দপ্তর ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পাদন করেছেঃ

১. "Institutional Development and Capacity Building of River Research Institute" শীর্ষক ৩ বছর মেয়াদি প্রকল্পের ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৫৮২.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড়করণ করা হয়েছে এবং ৩০ জুন ২০০৯ পর্যন্ত ৫২.৬০% বাস্তব কাজের অগ্রগতি হয়েছে এবং সর্বমোট ৪৫১.২৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে । উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিষ্ঠানের ভৌত মডেল স্টাডিসহ জিওটেকনিক্যাল দপ্তরের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদনের মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। কিছু কিছু যন্ত্রপাতির দাম বেড়ে যাওয়ায় RDPP অনুমোদনের জন্য Planning Commission-এ পাঠানো হয়েছে এবং RDPP অনুযায়ী ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদ বর্ধিত হবে।

২. "Research on the Effect of Bandalling on River Flow & Morphology" শীর্ষক ৪ বছর মেয়াদি গবেষণা প্রকল্পের কাজ ৩০ জুন ২০০৯ পর্যন্ত ৯৮% সম্পাদিত হয়েছে।

৩. "Physical Model Investigation to Support Feasibility Study and Detailed Engineering of Ganges Barrage Project" শীর্ষক ২ বছর মেয়াদি কাজের চুক্তি ৩ জুন ২০০৯ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত স্ট্যাডির আওতায় মডেল বেড প্রিপারেশনের কাজ চলছে।

৪. "Additional test to carryout investigation regarding performance of falling aprons, drop tests for dumping of Geo-bags and outflanking problems by physical modelling to address the bank erosion problems of Bangladesh" শীর্ষক ৮ মাস মেয়াদি কাজটির চুক্তি ২৪ জুন ২০০৯ স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরেই কাজ শুরু হয়েছে।

হাইড্রলিক রিসার্চ দপ্তরের ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পাদন করেছেঃ

১. গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের সমীক্ষা এবং ডিটেইলড ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে সহায়তার জন্য ভৌত মডেল স্ট্যাডি। ২ বছর মেয়াদি কজের চুক্তি ৩ জুন ২০০৯ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে ৪০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২. বাংলাদেশের নদীভাঙ্গন রক্ষার্থে জিওব্যাগের কার্যকারিতা নির্ণয়ে ভৌত মডেল স্ট্যাডি । ৮ মাস মেয়াদি কাজের চুক্তি ২৪ জুন ২০০৯ স্বাক্ষরিত হয়েছে । বর্তমানে মডেলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩. প্রস্তাবিত পদ্মা ব্রীজের কমপ্রিহেনসিভ ভৌত মডেল স্ট্যাডি। ৭ মাস মেয়াদি কাজটির চুক্তি ১৭-৮-২০০৯ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত মডেলের ড্রাফ্ট ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।

৪. বঙ্গবন্ধু ব্রীজের পূর্ব গাইড বাঁধের উজানে শহীদ সালাউদ্দিন সেনানিবাস সংলগ্ন যমুনা নদীর ডানতীর ভাঙ্গন রোধের জন্য স্ট্যাডি। ২০০৯-২০১০ হতে চলছে এবং প্রায় ৫০% কাজ শেষ হয়েছে।

৫. কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ অংশ) এর বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন স্ট্যাডি। কাজটির নগইর করণীয় অংশ শেষ করে ফাইনাল রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে।

৬. নদী প্রবাহ ও মরফোলজির উপর বান্ডেলিং এর প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা প্রকল্প (ফেজ-২)। কাজ চলমান।

৭. গোপালগঞ্জ শহরের উপর দিয়ে প্রবাহিত মরা মধুমতি খালের ভৌত মডেল স্ট্যাডি। কাজ চলছে।

ভৌত মডেলে গ্যাঞ্জেস ব্যারেজ

*পদ্মা ব্রীজের ভৌত মডেলের টেস্ট রান চলার সময় গাইডবাঁধের সম্মুখে পানির ঘূর্ণি (**whirpool**) দৃশ্যমান*

পদ্মা ব্রীজের ভৌত মডেলের টেস্ট রান চলার পরে ব্রীজের উজানে হার্ডপয়েন্টের কাছে গর্ত (scour) দৃশ্যমান

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তর

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তর সাধারণতঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণকল্পে পরিকল্পনা ও ডিজাইনের নিমিত্তে সংগৃহীত মৃত্তিকা, কংক্রীট ও নির্মাণ উপকরণ সামগ্রী, পলি এবং পানির নমুনা পরীক্ষা করে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষা কাজের জন্য জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তর হতে চাহিদা মোতাবেক টেকনিশিয়ানদের প্রেষণে স্থাপন করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্বছরে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তর কতৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ
সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ৭২৫৫ টি (২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ৪৭৩৮টি এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৩৫১৭টি) নমুনার প্রকৌশলগত গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় এবং যথারীতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পরীক্ষীত নমুনার ফলাফলসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে বাপাউবোসহ অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ১৭০৯ টি (২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১৩০৫টি এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৪০৭টি) নমুনা (ইট, বালু, সিমেন্ট এবং কংক্রিট)। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুউশন বিভাগে বাপাউবো হতে সংগৃহীত ২৯১১ টি (২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ৪০৬ টি এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ২৫০৫ টি) General Suspended Sediment & Bulk Suspended Sediment নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পলল রসায়ন ও পানি দূষণ বিভাগ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

প্রশাসন ও অর্থ দপ্তর

২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ নিম্নরূপ (লক্ষ টাকায়)ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	আয় ২০০৮-২০০৯	আয় ২০০৯-১০	ব্যয় ২০০৮-০৯		ব্যয় ২০০৯-১০	
১.	অনুন্নয়ন বাজেট থেকে প্রাপ্ত অনুদান	৪২৬.৪১	৫১৬.৪০	সংস্থাপনঃ বেতন ভাতাদি এবং অফিস পরিচালনা ও অন্যান্য ব্যয়	৪২৬.৪১	সংস্থাপনঃ বেতন ভাতাদি এবং অফিস পরিচালনা ও অন্যান্য ব্যয়	৫১৬.৪০
২.	মডেল স্টাডি এবং জিওটেকনিক্যাল টেস্টিং থেকে আয়	১৩৪.৩৪	৩৮৭.৬১	মডেল স্টাডি এবং জিওটেকনিক্যাল টেস্টিং বাবদ খরচ	৬৮.৯৯	মডেল স্টাডি এবং জিওটেকনিক্যাল টেস্টিং বাবদ খরচ	২৯৩.৯২
৩.	অন্যান্য আয়	১৬.২৪	১৩.০৫	উদ্বৃত্ত	৮১.৫৯	উদ্বৃত্ত	১০৬.৭৪

				সরকারি কোষাগারে ফেরৎ	৩৫.৫৯	সরকারি কোষাগারে ফেরৎ	৬.৩৪
	মোট	৫৭৬.৯৯	৯১৭.০৬	মোট	৬১২.৬৮	মোট	৯১৭.০৬

দক্ষ জনবল তৈরি কার্যক্রম

প্রায় প্রতিবছরই ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীদের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৪ (চার) জন কর্মকর্তা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে অবস্থান করছেন, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৪ (চার) জন কর্মকর্তার মধ্যে ২ জন কর্মকর্তা উচ্চশিক্ষা শেষে দেশে ফিরেছেন। বিভিন্ন মেয়াদি কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সংখ্যা ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১০ জন এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১০ জন। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ২ জন কর্মকর্তা ২ বার বিদেশে সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

পঞ্চম অধ্যায়

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

ভূমিকা

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৩১০টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীগুলোর মধ্যে ৫৭ টি হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী। ৫৭ টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪ টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩ টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪ টির মধ্যে ৫১ টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। এ তিনটি নদীর অববাহিকার মোট আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪ টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দু'দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন নদীসমূহের উপর ব্যাপক জরিপ কার্য পরিচালনা করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উভয় দেশের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পক্ষের চেয়ারম্যান।

স্ট্যাটিউটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে বলে উল্লেখ রয়েছেঃ

ক. অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
খ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;
গ. আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;
ঘ. দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পারিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;
ঙ. উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ নদী কমিশন এর আনুষ্ঠানিক প্রতিপক্ষ কাঠামো বিদ্যমান আছে। এ লক্ষ্যে সরকার ৪৮ জনবল বিশিষ্ট যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ গঠন করেছেন। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের জনবলের বিবরণ (জুন ২০১০ অনুযায়ী)

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণী	১৪	৮	৬
দ্বিতীয় শ্রেণী	২	১	১
তৃতীয় শ্রেণী	২১	৯	১২
চতুর্থ শ্রেণী	১১	৬	৫
মোট ঃ	৪৮	২৪	২৪

যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, বন্যা পূর্বাভাস, অভিন্ন/সীমান্ত বর্তী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মোট ৩৭টি সভা পর্যায়ক্রমে ঢাকায় ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের ৩৭তম বৈঠক বিগত মার্চ ২০১০ মাসে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং বণ্টন বিষয়ে অববাহিকাভুক্ত দেশসমূহের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান। বিশেষত ভারতের সাথে নিয়মিতভাবে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, অভিন্ন/সীমান্ত নদীর ভারতে অবস্থিত উজানের বিভিন্ন স্টেশনসমূহ থেকে বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি, অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীর বাঁধ ও তীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নিয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ নদী কমিশন ও অন্যান্য পর্যায়ে আলোচনার লক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠান।

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতিবছর ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ভারতের ফারাক্কায় ও বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট গঙ্গা নদীর যৌথ পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে যৌথভাবে ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা ;

৪. বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, অভিন্ন নদীর পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন এবং গবেষণা ও কারিগরি বিষয়ে নেপালের সাথে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;

৫. চীনের সাথে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, ব্রহ্মপুত্র/ইয়ালুজাংবো নদের অববাহিকার বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের লক্ষ্যে তথ্য ও উপাত্ত বিনিময় এবং বন্যা পূর্বাভাসের দক্ষতা বৃদ্ধি, সমতা ও ন্যায়ানুবর্তীতার ভিত্তিতে এতদ্‌অঞ্চলের অভিন্ন নদীর পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি;

৬. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন (ICID)-এর বাংলাদেশের সচিবালয় হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া এই কমিশন ইন্টার-ইসলামিক নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (INWRDAM) এর বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি

ভারত ৭০ দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কা নামক স্থানে একটি ব্যারাজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়কালে বিভিন্ন ১০ দিনে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছরের স্বল্প মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্তে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৫ সালে শুকনো মৌসুম পর্যন্ত গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসু আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করেছে।

তিস্তা ও অন্যান্য সীমান্তবর্তী/অভিন্ন নদীসমূহের পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ এর আলোকে গঙ্গা ছাড়াও তিস্তা নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের

নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উক্ত কমিটি এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা

ভারত থেকে সীমান্তবর্তী/অভিন্ন নদীর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রেরণের বিষয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে-১৫ অক্টোবর সময়কালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন নদীর পানির লেভেল, প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত বাংলাদেশকে প্রেরণ করে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় ভারত থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্টেশনের পানির লেভেল, প্রবাহ ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদি তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ৭২ ঘণ্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করতে পারে।

মার্চ ২০১০ মাসে যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাস করার লক্ষ্যে বন্যা পূর্বাভাসের আগাম সময় বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন অভিন্ন নদীর ভারতে অবস্থিত আরো উজানের বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করার অনুরোধ জানায়। ভারতীয় পক্ষ এ বিষয়ে গঙ্গা নদীর ফারাক্কার ৭৮ কিলোমিটার উজানের সাহিবগঞ্জ স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বিরতিহীনভাবে বংলাদেশকে প্রদান করছে। এ ছাড়া ভারত ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে নিয়মিত সরবরাহ করছে।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দুদেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম "বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার" সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দুদেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির গঠিত হয়। বিগত ডিসেম্বর ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত নদীসমূহের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি ও নারায়ণি নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।

উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে।

উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ারলুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খণ্ডে অবস্থিত ইয়ারলুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা Nuxia, Nugesha ও Yangcun এর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত জুন ২০০৬ মাস থেকে বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে। বিগত ১৯-২৩ নভেম্বর ২০০৮ সময়ে চীনের বেইজিং এ দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে ইয়ালুজাংবু/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত চীন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে প্রেরণ সংক্রান্ত Implementation Plan স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চীনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

	২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বরাদ্দ (আয়)	২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বরাদ্দ (আয়)	জুন ২০০৯ পর্যন্ত ব্যয়	জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
অনুন্নয়ন বাজেট	২২০.৭৫ লক্ষ টাকা	২৮৫.৭১ লক্ষ টাকা	২০৪.৫৯ লক্ষ টাকা	২৭৩.২৯ লক্ষ টাকা	২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেটের অব্যয়িত অর্থ ১৬.১৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ৮.০২ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয় নি। বাকী ৮.১৪ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ ১২.৪২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের বিবরণ

বিগত ১২-১৩ অক্টোবর ২০০৮ সময়ে ভারতের কোলকাতায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৪০তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আলোকে যৌথ পর্যবেক্ষণ দল কর্তৃক শুকনো মৌসুমে (১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে ২০০৮) ফারাক্কায় ও হার্ডিঞ্জ সেতু এলাকায় পানি বণ্টনের বিষয়ে যৌথ পর্যবেক্ষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত ২০০৮ সালের বার্ষিক রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়।

২০০৯ সালের শুকনো মৌসুমে চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন করা হয়েছে। এ ছাড়া ১১ মার্চ থেকে ১০ মে পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী তিনটি দশ দিনে ৩৫০০০ কিউসেক গ্যারান্টিড হিস্যা পেয়েছে। গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির (JC) ৪১ ও ৪২তম বৈঠক যথাক্রমে ১৪-১৭ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে ঢাকায় এবং ১৮-২০ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে ফারাক্কা/কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিগত ১৯-২৩ নভেম্বর ২০০৮ সময়ে চীনের বেইজিং এ দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে ইয়ালুজাংবু/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত চীন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে প্রেরণ সংক্রান্ত Implementation Plan স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে ভারত, নেপাল ও চীনের সাথে বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত প্রাপ্তির বিষয়টি মনিটরিং করা হয়েছে ।

সরকার/মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিশন আইসিআইডি (ICID) এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির এবং ইনওয়ারড্যাম (INWRDAM) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের বিবরণ

বিগত ১০-১৩ জানুয়ারি ২০১০ সময়ে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে উভয় দেশের পানি সম্পদ মন্ত্রীদ্বয়কে ২০১০ সালের প্রথম কোয়ার্টারে মন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ প্রায় ৫ (পাঁচ) বছর পর পারস্পারিক সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা লক্ষ্যে বিগত মার্চ ২০১০ মাসে যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বৈঠকে কমিশন তিস্তা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে যৌথ ইশতেহারে প্রকাশিত দিক নির্দেশনা স্মরণ করে, যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, শুকনো মৌসুমে তিস্তা নদীর পানি স্বল্পতার প্রেক্ষিতে উভয় দেশের জনগণের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে দু'দেশের মধ্য তিস্তা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে আলোচনা অতিশীঘ্র সম্পন্ন করতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে উভয় দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের আন্তরিকতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ পক্ষ সমতা, ন্যায়ানুগতা ও পারস্পারিক ক্ষতি না করার নীতির ভিত্তিতে তিস্তা নদীর একটি অন্তবর্তীকালীন চুক্তির খসড়া বৈঠকে উপস্থাপন করে। অন্যদিকে

ভারতীয় পক্ষ যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে "Statement of the Principles of the Sharing of the Teesta waters during dry season (October-April)" দাখিল করে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারের অভিপ্রায় অনুযায়ী জরুরিভিত্তিতে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে দু'দেশের পনি সম্পদ সচিবদ্বয়কে খসড়া দু'টি পরীক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করেছে।

এ ছাড়া কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে অন্যান্য ৭টি নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে একটি Work Plan চূড়ান্তপূর্বক পানি বণ্টনের ফর্মূলা উপস্থাপনের জন্য দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বিগত জানুয়ারি ২০১০ মাসে ঢাকায় পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, নদীতীর সংরক্ষণ, ইছামতী নদীর ড্রেজিং ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সীমান্তবর্তী/অভিন্ন নদীসমূহের তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে দু'পক্ষ একমত হয়। এরপর বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ১২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারেও (Joint Communique) উভয় দেশের নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিগত ১৭-২০ মার্চ ২০১০ সময়ে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রী পর্যায়ের ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে অনুমোদিত হয়। সচিব পর্যায়ে বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে উভয় দেশের নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজের তথ্য-উপাত্ত নিরীক্ষাপূর্বক তিন বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। আগামী তিন বছরে বাংলাদেশের মোট ১৭ টি নদীর ৫০টি সাইটে এবং ভারতের মোট ১১ নদীর ৫০টি সাইটে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম বাস্ত বায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সচিব পর্যায়ের উক্ত বৈঠকে ইছামতি নদীর অভিন্ন প্রায় ২০ কিলোমিটার এলাকায় জলাবদ্ধতা ও নদীভাঙ্গন সমস্যা নিরসনকল্পে ড্রেজিং করার বিষয়ে দু'পক্ষ সম্মত হয়েছে। এ ছাড়া ভারতের সাবরুম শহরের জনগণের খাবার পানি সরবরাহের জন্য ফেণী নদী হতে ১.৮২ কিউসেক পানি প্রত্যাহারের বিষয়ে বৈঠকে দু'পক্ষ সম্মত হয়। এরপর বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ১২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লিতে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারেও ইছামতি নদীর ড্রেজিংয়ের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে বিষয় দুটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়।

২০০৯-১০ সময়ে ইছামতি নদী ড্রেজিং

বিগত ৪ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে ঢাকায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৪৩তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আলোকে যৌথ পর্যবেক্ষণ দল কর্তৃক শুকনো মৌসুমে (১

জানুয়ারি হতে ৩১ মে ২০০৯) ফারাক্কায় ও হার্ডিঞ্জ সেতু এলাকায় পানি বণ্টনের বিষয়ে যৌথ পর্যবেক্ষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত ২০০৯ সালের বার্ষিক রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়।

২০১০ সালের শুকনো মৌসুমে চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন করা হয়েছে। এ ছাড়া ১১ মার্চ থেকে ১০ মে পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী তিনটি দশ দিনে ৩৫০০০ কিউসেক গ্যারান্টিড হিস্যা পেয়েছে। গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির (JC) ৪৪ ও ৪৫তম বৈঠক যথাক্রমে ০৯-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সময়ে ফারাক্কা/কোলকাতায় এবং ১৬-২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে ভারত, নেপাল ও চীনের সাথে বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত প্রাপ্তির বিষয়টি মনিটরিং করা হয়েছে ।

সরকার/মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে এতদ্‌অঞ্চলের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিশন আইসিআইডি (ICID)-এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির এবং ইনওয়ারড্যাম (INWRDAM) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

ভারত কর্তৃক অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীর বিষয়ে অন্যান্য কার্যক্রমের উপর বাংলাদেশের অবস্থান

১। টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। তবে, ড্যাম নির্মাণ কাজ অদ্যাবধি শুরু হয়নি বলে জানা গেছে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল বিগত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট ২০০৯ সময় পর্যন্ত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের কি সুবিধা হবে এবং এর কি প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে তা নিরূপণের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করার বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জানুয়ারি ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনঃ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

মার্চ ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম জল বিদ্যুৎ তৈরি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি প্রত্যাহারের জন্য নয়। বরং শুকনো মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া ভারত পুনঃ আশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেনা যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

২। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃবেসিন পানি স্থানান্তরের একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।

মার্চ ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় তার পূর্বের অবস্থান ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় বিশ শতাংশ হাওরের অন্তর্গত। দেশের উৎপাদিত মোট ফসলের প্রায় পঁচিশ শতাংশ হাওর এলাকায় উৎপাদিত হয়। ফসলের দিক থেকে হাওর এলাকা দেশের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখছে। কিন্তু হাওর এলাকা সবদিক থেকে সবচাইতে পশ্চাদপদ এলাকা। এই কথা ভেবে জাতির জনক প্রয়াত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাওর এলাকার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড" গঠন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু '৭৫-এর নির্মম হত্যা যজ্ঞের জন্য তাহা হয়ে উঠে নাই, পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সরকার এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে উক্ত বোর্ড গঠন করেন। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে তৎকালীন সরকারের আমলে উক্ত বোর্ড বিলুপ্ত ঘোষিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে এক রিজলিউশন এর মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুনর্গঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রূপ নিতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বোর্ডের জনবল অবকাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। বোর্ডের টিওএন্ডই-ও অনুমোদিত হতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর, যিনি বোর্ডের চেয়ারপারসন, সভপতিত্বে দ্বিতীয় বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বেশ কিছু অমীমাংসিত বিষয় সমাধান হয় যার ফলে বর্তমান বোর্ড পূর্ণ উদ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পরিচালনা বোর্ড

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হয়ঃ

(ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
(খ)	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ)	মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঘ)	মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ)	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(চ)	মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ছ)	মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(জ)	মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঝ)	মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঞ)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সরকার কতৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট এলাকার ৩ (তিন) জন সংসদ সদস্য

ট)	জনাব এম,এ,মান্নান, মাননীয় সাংসদ, সুনামগঞ্জ-৩	সদস্য
ঠ)	জনাব শেখ হেলালউদ্দিন, মাননীয় সাংসদ, বাগেরহাট-১	সদস্য
ড)	বেগম রেবেকা মমিন, মাননীয় সাংসদ, নেত্রকোনা-৪	সদস্য

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্য-পরিধি

ক. বোর্ড হাওর ও জলাভূমির সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়ন সাধনকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বয় ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে বোর্ড হাওর ও জলাভূমির সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত মাস্টার প্লান তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

খ. বোর্ড হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদার আলোকে কিছু প্রকল্প প্রণয়ন করবে ও প্রকল্পের আকার ও প্রকৃতি বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করবে।

গ. বোর্ড হাওর এলাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করবে এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নাধীন সংস্থাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

ঘ. সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য বোর্ড যে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ নিয়ে গঠিত হয়েছেঃ

(ক) মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(খ) মাননীয় সাংসদ, সুনামগঞ্জ-৩	সদস্য
(গ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(ঘ) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(চ) সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(ছ) সংশ্লিষ্ট সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(জ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(ঝ) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঞ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ট) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব
(ঠ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(ড) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য

সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ

(ঢ) জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী	সদস্য
(ণ) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফজলুল বারী	সদস্য

জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও চাকরি নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির বিভিন্ন সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এর জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও চাকরি নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও চাকরি নীতিমালার কিছুটা সংশোধন করে ৫৭ জন লোকবল বিশিষ্ট জনবলকাঠামো সুপারিশ করা হয়। উক্ত জনবল কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে উহা অর্থ মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বর্তমানে অনুমোদিত কোন জনবল না থাকায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে ৩ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ১ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারি প্রেষণে বোর্ডে কাজ করছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের জনবলের বিবরণ (২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০)

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত	মন্তব্য
প্রথম শ্রেণী	৩ জন	প্রস্তাবিত জনবল ৫৭ জন। গত ২ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট হতে প্রেষণে ৬ জন এবং দৈনিক ভিত্তিতে ১৮ জন মোট ২৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছে।
দ্বিতীয় শ্রেণী	১ জন	
তৃতীয় শ্রেণী	১৩ জন	
চতুর্থ শ্রেণী	৭ জন	
মোটঃ	২৪ জন	

২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

অর্থবছর	অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)		অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		মন্তব্য
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
২০০৮-২০০৯	৫৪.৪১	৪৮৯.০০	৪৯.২৭	৪১৪.০০	অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগাওে জমা দেওয়া হয়েছে।
২০০৯-২০১০	৮০.৫৫	৪৮৬.০০	৬৮.০০	৪৮২.০০	অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগাওে জমা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মসূচি

২০০৮-০৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের বিবরণ

১. বোর্ডের চাকরি নীতিমালা ২০০৯ সরকারি অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

২. ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপন করা হয়।

৩. হাওর ও জলাভূমি এলাকার গুরুত্ব ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচারমুখী ১৪১৬ বাংলা বর্ষপঞ্জি প্রকাশ করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের রিজলিউশন ২০০০ এর ধারা ৫ মতে এবং জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সিদ্ধান্ত মতে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকা উন্নয়ন ও রক্ষার জন্য সমন্বিত মাস্টার প্লান (Master Plan) প্রস্তুতের সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দাখিল করা হয় যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে সেপ্টেম্বর ২০০৪ মাসে অনুষ্ঠিত বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ক জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ মোতাবেক দেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলের আশ্রায়ন/আবাসন প্রকল্পগুলি ঢেউয়ের আঘাত থেকে রক্ষা প্রকল্প ফেইজ-১ সরকারের অনুমোদনের জন্য বিগত বছরে দাখিল করা হয় এবং অনুমেদিত হয়। এ অর্থবছরে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পে প্রাক্কলিত মূল্য ৯০২.৩০৩ লক্ষ টাকা।

২০০৯-১০ অর্থ বছরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের বিবরণ

১. আশ্রায়ন/আবাসন প্রকল্পে বন্যাজনিত ঝুঁকি প্রতিরোধ প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর কাজ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে শুরু হয়। এ অর্থবছরেই প্রকল্পটির কাজ শেষ হয়। সংশোধিত ডিপিপি মূল্য ৭৫১.৪৩ লক্ষ টাকা। আশ্রায়ন/আবাসন এলাকাকে হাওরের ঢেউয়ের আঘাত থেকে রক্ষা করা ও এলাকায় বসবাসরত জনগণের জীবনমান উন্নয়নই এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।

এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহঃ

- পর্যায়ক্রমে সারা বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগণের আবাসন ও আশ্রয়ন প্রকল্পগুলিকে বর্ষাকালীন ঢেউয়ের আঘাত থেকে ভাঙ্গন ও ভূমিক্ষয় রোধ করা;
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহিত যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পে বসবাসকারীদের জন্য হাটবাজার, পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা করা।

২. ২ ফেরুয়ারি ২০১০ বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপন করা হয়।

৩. হাওর ও জলাভূমি এলাকা সংরক্ষণের মাধ্যমে "পরিবেশ বান্ধব" সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রচারমুখী বর্ষপঞ্জি প্রকাশ।

৪. পানি উন্নয়ন বোর্ডের কনফারেন্স রুমের ন্যায় হাওর উন্নয়ন বোর্ডের গ্রীন রোডস্থ মহাপরিচালকের দপ্তরের "কনফারেন্স রুমে" ভবিষ্যতে যাতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের "মাসিক এডিপি/সমন্বয় সভা" এবং বিশ্বজলাভূমি দিবস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার/সভা করা সম্ভব হয় সেই লক্ষ্যে কনফারেন্স রুম সজ্জিত করণের কাজ সমাপ্ত হয়।

৫. হাওর এলাকার জন্য বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডে রিজলিউশন ২০০০ এর ধারা ৫ মতে এবং "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের" সিদ্ধান্ত মতে Master Plan এবং দেশের জলাভূমিসমূহের জন্য একটি Database Development স্টাডি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন শুরু হয়। সিইজিআইএস পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৩৯.৪৮ লক্ষ টাকায় জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১১ সময়ে বাস্তবায়ন করা হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে উপর্যুক্ত প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ হচ্ছে ঃ

- হাওর এলাকার সমুদয় সম্পদের একটি সার্বিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা যার ভিত্তিতে সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;
- জল, ভূমি, মৎস্য, বন এবং অন্যান্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে সামাজিক উন্নয়ন;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সকল দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সকল দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ণয়;
- প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার উপর বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমের ভূমিকা মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেম (Management Information Systems) তৈরি করা;
- স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নির্ণয়;
- হাওর এলাকার উপযোগী উচ্চফলনশীল ধান এবং অন্যান্য শস্যের আবাদের নীতিমালা প্রণয়ন;
- মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ;
- গবাদি পশু এবং হাঁস মুরগী পালন বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ;
- হাওর এলাকার উপযোগী বনাঞ্চল সৃষ্টি;
- হাওর এলাকায় পানিতে উৎপাদনযোগ্য ফল ও অন্যান্য মূল্যবান গাছপালার চাষ;
- প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে জলজ এবং বনজ গাছ, পাখি, পশু ইত্যাদি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প উন্নয়ন এবং বিদ্যুতায়ন;
- হাওর এলাকায় পরিবেশ বান্ধব হাওরের উপযোগী যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- হাওর এলাকায় পানি ও সেচ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন;
- বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- স্থানীয় জনগণকে কমিউনিটি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান;
- হাওর এলাকার জন্য যথাযথ স্থাপনাসমূহের প্রস্তাবনা ও উদ্ভাবন;
- হাওর এলাকায় স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ;
- ঢেউজনিত ভূমি ক্ষয়রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার সরাইল উপজেলার অর্ন্তগত আকাশী শাপলা হাওরে অবস্থিত জয়ধরকান্দি গ্রামকে ঢেউয়ের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটি পিসিপি বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ ৩য় পর্যায় প্রকল্পে" অর্ন্তভুক্ত করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর কুমিল্লা পওর বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহঃ

- সরাইল উপজেলার আকাশী শাপলা হাওরের জয়ধরকান্দি গ্রামকে বর্ষাকালীন ঢেউয়ের কবল থেকে ভাঙ্গন ও ভূমিক্ষয় রোধ করা;
- সিলিকন ও আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন ও পরিশোধনমূলক ব্যবস্থা ও কমিউনিটিভিত্তিক সেপটিক ট্যাঙ্কসহ সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- পল্লী উন্নয়ন মুখী কর্মসূচি (প্লাটফরম তৈরি, বর্ষা মৌসুমে মাচায় মিষ্টি কুমড়া চাষ, ঝিনুক ও শামুক চাষ);
- ফসল শুকানোর উন্মুক্ত স্থান ও খেলার মাঠ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ;
- গবাদি পশুর আশ্রয়স্থল ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সুবিধা সম্বলিত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ।

বাংলাদেশের হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জেলাওয়ারি সমাপ্ত প্রকল্প, চলতি প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের বিবরণঃ

সমাপ্ত প্রকল্প

জেলা	ডুবন্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	হাওরের উপকৃত এলাকা (হেক্টর)	সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা
সুনামগঞ্জ	৯০৩.১০	১,২৩,০১১৬	২৪
সিলেট	৪৯৮.০০	৫৮,৫৬৫	৯
মৌলভীবাজার	৪৫.০০	২৪,১৭২	২
হবিগঞ্জ	২৫৬.০০	৫৫,৫৮৬	৬
নেত্রকোনা	৮৪.০০	১৭,৫৭২	৩
কিশোরগঞ্জ	৪০.০০	১১,০০০	২
মোট ঃ	১,৮২৬.১০	২,৮৯,৯১১	৪৬

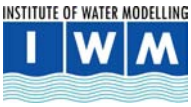

ইন্সটিটিউট অভ ওয়াটার মডেলিং
(আইডব্লিউএম)

সপ্তম অধ্যায়

ইন্সটিটিউট অভ ওয়াটার মডেলিং

ভূমিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানিতাত্ত্বিক মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স এবং এতদ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদান করে আসছে আইডব্লিউএম। হলিস্টিক এপ্রোচ-এ সমাধান দিচ্ছে বিভিন্ন পানি বিষয়ক সমস্যার। IWM-এর যাত্রা শুরু হয় মূলত: ১৯৮৬ সালে একটি UNDP কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হিসেবে। তখন এর নাম ছিলো Surface Water Simulation Modelling Programme (SWSMP)। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে এটি Surface Water Modelling Centre (SWMC) নামে বাংলাদেশ সরকারের একটি ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২ সালের ১ অক্টোবর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয় Institute of Water Modelling (IWM)। আইডব্লিউএম গাণিতিক মডেলিং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সামগ্রিক বিবেচনায় এনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে গুণগতমান উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে।

আইডব্লিউএম এর জনসম্পদ

আইডব্লিউএম-এর ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট জনশক্তি ছিল ১৭০ জন যার মধ্যে ৬৫% ই দেশ ও বিদেশ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে জনশক্তি প্রায় ১৮৫ জন যার মধ্যে ৬৫% ই দেশ ও বিদেশ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ । গাণিতিক মডেলিং ও এতদ্‌সংক্রান্ত বিজ্ঞানে আইডব্লিউএম-এর রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের যোগ্যতা ও দক্ষতা। দেশে ও বিদেশে অনেক সমীক্ষা পরিচালনা করেছে এই প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হচ্ছে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যমুনা বহুমুখী সেতু, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় প্রতিরক্ষা, মেঘনা মোহনা সমীক্ষা, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানিবিজ্ঞানের জন্য ডাটাবেইস, কাপ্তাই রিজার্ভার পরিচালনার জন্য ডিএসএস, পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, মালয়েশিয়ার সারাওয়াক ভ্যালির বন্যা পূর্বাভাস, লংকাউই দ্বীপে পরিবেশগত সমীক্ষা, শ্রীলংকার নীল গঙ্গা নদীতে মডেলিং, কলম্বো মাস্টার প্ল্যান, ইত্যাদি।

ইন্সটিটিউট অভ ওয়াটার মডেলিং এর জনবলের বিবরণ

শ্রেণী	২০০৮-০৯ কর্মরত	২০০৯-১০ কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	৯৮	১১২
সাপোর্ট স্টাফ	৪০	৪০
সার্ভেয়ার/ডিইও	৩২	৩৩
মোট	১৭০	১৮৫

কাজের পরিসর

গাণিতিক মডেলিং	DSS/জরিপ
• সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা • রিভার মরফোলোজি • লবণাক্ততা ও পলি প্রবাহ • জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব • কোস্টাল হাইড্রলিক্স ও মরফোলোজি • উপকূল, বন্দর এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা • পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ • সেতু হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন • নগর পানি ব্যবস্থাপনা • সেচ ব্যবস্থাপনা • ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা • ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা • বন্যা ব্যবস্থাপনা	• GIS ভিত্তিক DSS • GIS ভিত্তিক IIS • ডাটাবেইজ প্রয়োগ • সার্ভে, RS ইমেজ ও মডেল ডাটা থেকে মানচিত্র প্রণয়ন • টপোগ্রাফিক সার্ভে • হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে • পানি প্রবাহ পরিমাপ • পলি ও পানির গুণগত মান • হাইড্রো-জিওলোজিক্যাল অনুসন্ধান

গাণিতিক মডেলিং	DSS/জরিপ
• সমন্বিত কোস্টাল জোন ব্যবস্থাপনা • জলাভূমি ও লেক ব্যবস্থাপনা ।	

আইডব্লিউএম কর্তৃক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা

গাণিতিক মডেলিং ও এতদ্‌সংক্রান্ত বিজ্ঞানে আইডব্লিউএম-এর রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা। দেশে ও বিদেশে অনেক সমীক্ষা পরিচালনা করেছে এই প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হচ্ছে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ঢাকা শহরে পানি সরবরাহের জন্য চাহিদা ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সমীক্ষা, কুড়িগ্রাম (উত্তর ও দক্ষিণ) সেচ প্রকল্প, যমুনা বহুমুখী সেতু, ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় প্রতিরক্ষা, মংলা বন্দরের নাব্যতা উন্নয়ন সমীক্ষা, সায়েদাবাদ পানি পরিশোধন কেন্দ্রের জন্য উপযোগী নতুন স্থান নির্ধারণ, মেঘনা মোহনা সমীক্ষা, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন, খুলনা যশোর এলাকায় জলাবদ্ধতা উন্নয়ন সমীক্ষা, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানিবিজ্ঞানের জন্য ডাটাবেজ, কাপ্তাই রিজার্ভার পরিচালনার জন্য ডিএসএস, সমন্বিত কম্পিউটার ব্যবস্থার আওতায় ঢাকা ওয়াসার জন্য জিআইএস ভিত্তিক এমআইএস উন্নয়ন, পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ কাজের মনিটরিং ও পূর্বাভাস, বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গভীর নলকূপ প্রকল্পের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা, গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, উপআঞ্চলিক হাইড্রো-মরফোলজি সমীক্ষা (ইপসাম), মেঘনা এসচুয়ারিতে ভূমি পুনরুদ্ধার কল্পে সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালি আড়াআড়ি বাঁধ সমীক্ষা, মালয়েশিয়ার সারাওয়াক ভ্যালির বন্যা পূর্বাভাস, লংকাউই দ্বীপে পরিবেশগত সমীক্ষা, শ্রীলংকার নীল গংগা নদীতে মডেলিং, কলম্বো ওয়াটার মাস্টার প্ল্যান, তাজিকিস্তানে বন্যা ব্যবস্থাপনা, গঙ্গা ব্যারেজের জন্য গাণিতিক মডেল সমীক্ষা, পানি ব্যাবস্থাপনা এবং উন্নয়ন কর্মসূচি (ওয়ামিপ) এর জন্য ইনভেনটরি ও ম্যাপিং, গাণিতিক মডেল এর মাধ্যমে নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান সমীক্ষা ইত্যাদি।

গবেষণা ও উন্নয়ন

বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও এজেন্সির সঙ্গে একযোগে আইডব্লিউএম উচ্চতর গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। আইডব্লিউএম এর গবেষণা ইউনিট অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও ডিজাইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক টুলস উন্নয়নে উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। এই গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

- **জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে সমস্যার সমাধান বিধান**
- **নতুন প্রযুক্তি কিংবা টুলস্ প্রয়োগের পদ্ধতি উন্নয়ন**
- **পেশাগত সভা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন/ অংশগ্রহণ**
- **এমএসসি ও পিএইচডি গবেষণায় কার্যকর সহায়তা প্রদান**
- **পেশাগত জার্নাল ও প্রসিডিংস প্রকাশনা**
- **দেশ ও বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দক্ষ কর্মী বিনিময়**

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তালিকা

<u>সমাপ্ত প্রকল্প</u>

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য সমীক্ষা

১. ভূমি পুনরুদ্ধার কল্পে সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালি আড়াআড়ি ড্যাম হাইড্রোডিনামিক ও মরফোলজিক্যাল মডেলিং সমীক্ষা

ভূমি পুনরুদ্ধারকল্পে প্রস্তাবিত সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালি আড়াআড়ি ড্যাম এর হাইড্রোডিনামিক ও মরফোলজিক্যাল অবস্থা নিরুপণে সিডিএসপি কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে একটি সমীক্ষা

প্রকল্প এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি স্কুলভবন ধসে পড়ছে।

পরিচালনা করে আইডব্লিউএম। উক্ত আড়াআড়ি বাঁধটি ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের টাস্কফোর্স রিপোর্টে। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে উক্ত আড়াআড়ি বাঁধটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সমন্বিত হাইড্রলিক ও মরফোলজিক্যাল মডেলিং উক্ত ড্যামের পরিকল্পনা, নকশা ও বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা ড্যামের উপযুক্ত স্থান নির্ণয়, প্রভাব নিরূপণ এবং ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া স্থাপনে অবদান রাখে।

২. খুলনা উপ-অঞ্চলে উপকূলীয় বাঁধ ঘেরা নদীসমূহের হাইড্রো-মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষা
৩. পানি ব্যাবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি (ওয়ামিপ) এর জন্য ইনভেনটরি ও ম্যাপিং
৪. কর্নফুলী, হালদা ও সাঙ্গু নদীতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বিশ্লেষণ ও পানির প্রবাহ নিরূপণ
৫. কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প মডেলিং সমীক্ষা (উত্তর ও দক্ষিণ ইউনিট)
৬. চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণ সমীক্ষা
৭. যশোর-খুলনা অঞ্চলের ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন সমীক্ষা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য সমীক্ষা

১. ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের জন্য বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর হাইড্রলিক ও মরফোলোজিক্যাল অবস্থা মনিটরিং আইডব্লিউএম সম্ভাব্য উন্নয়ন এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা হেতু মনিটরিং কর্মসূচি হালনাগাদ করণে সেতুটির স্থাপনার শুরু থেকেই সেবা প্রদান করে আসছে। প্রতিবছর মৌসুম শুরুর আগেই এই পূর্বাভাস প্রদান করা হয়। ব্রিজের স্থান ও এর আশেপাশের হাইড্রলিক ও মরফোলজিক্যাল অবস্থার বিশ্লেষণ করতঃ এই পূর্বাভাস প্রদান করে থাকে আইডব্লিউএম। আইডব্লিউএম এর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

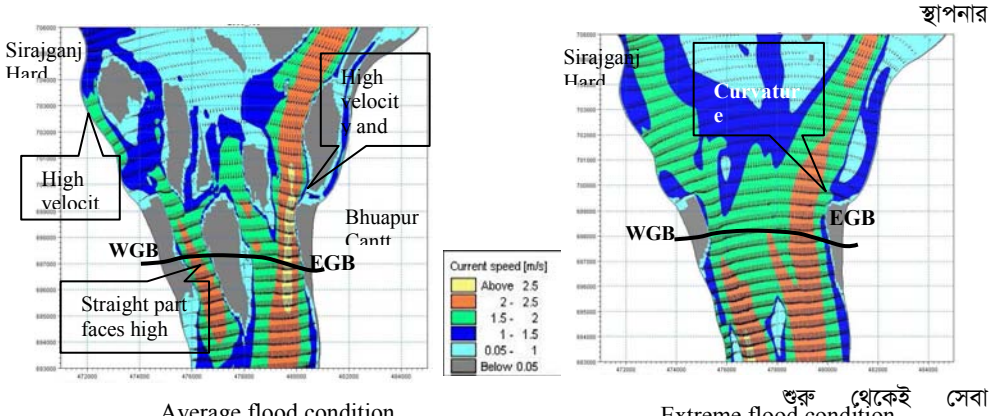

Average flood condition　　Extreme flood condition

২. শৈলাবাড়ি ও সিরাজগঞ্জ শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে যমুনার ভাঙন থেকে রক্ষাকল্পে গানিতিক মডেল ও মরফোলোজিক্যাল পূর্বাভাস সমীক্ষা।
৩. সুনামগঞ্জ ও ছাতকে সুরমা নদীর উপর সড়ক সেতু নির্মাণ কল্পে হাইড্রলিক ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা

ঢাকা ওয়াসার জন্য সমীক্ষা

১. ঢাকা শহরে পানি সরবরাহের জন্য বিকল্প উৎস অনুসন্ধানে সিঙ্গাইর এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন বিষয়ে সমীক্ষা

ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাড়তি পানির চাহিদা মেটাতে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে সিঙ্গাইর এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করছে আইডব্লিউএম। এই নলকূপ এলাকার আওতা ৪২.৫ বর্গকিলোমিটার যার মধ্যে রয়েছে সাভার উপজেলার তেতুলঝরা ও ভাকুর্তা এবং সিঙ্গাইর উপজেলার ধাল্লা এবং হাতনি ইউনিয়ন। এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিটেইলড সম্ভাব্যতা যাচাই ও নলকূপসমূহের নকশা (ডিজাইন) প্রণয়ন।

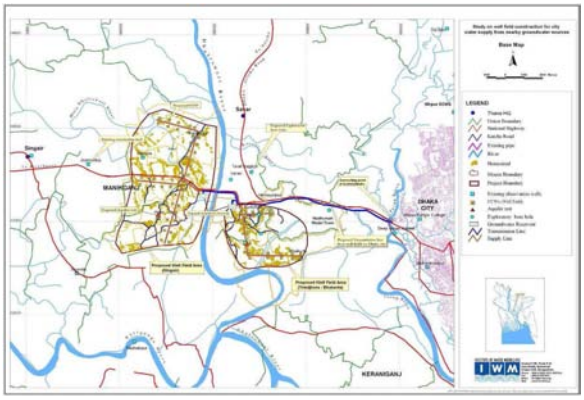
Map of project area showing proposed well network and transmission main

২. একুইফার সিস্টেম ও ঢাকা ওয়াসার নলকূপের জন্য ঢাকা শহরে ভূগর্ভস্থ পানির মরিটরিং সিস্টেম স্থাপন সমীক্ষা

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জন্য সমীক্ষা

১. বরেন্দ্র এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদ এবং ডিএসএস উন্নয়ন

গবেষণা ও উন্নয়ন সমীক্ষা

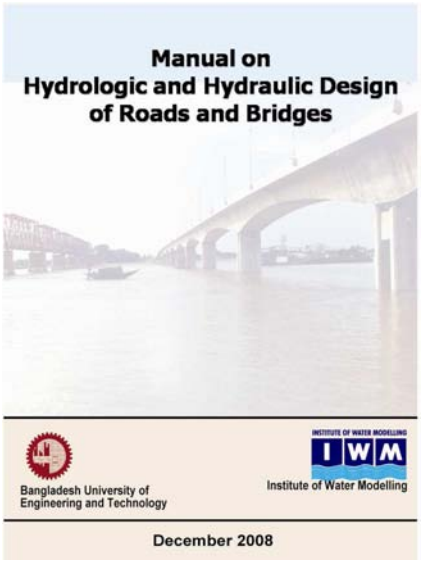

১. সড়ক ও সেতুর হাইড্রোলজিক ও হাইড্রোলিক ডিজাইন ম্যানুয়াল ইন্সটিটিউট অভ ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) এর যৌথ উদ্যোগে সড়ক ও সেতুর হাইড্রোলোজিক ও হাইড্রলিক ডিজাইন কী করে কারিগরি ও আর্থিকভাবে অধিকতর উপযোগী করা যায় সে বিষয়ে একটি ম্যানুয়েল প্রস্তুত করা হয়। এই ম্যানুয়েল উন্নত প্রযুক্তি ও কম্পিউটারভিত্তিক মডেল প্রয়োগের মাধ্যমে সেতুর পরিকল্পনা ও ডিজাইনে খুবই সহায়ক হবে।

২. ওয়ার্ল্ড ওয়াটার এসেসমেন্ট প্রোগ্রামঃ কেস স্টাডি বাংলাদেশ
৩. বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়নে ইসিএমডব্লিউএফ ডাটার ব্যবহার
৪. সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

অন্যান্য সংস্থার জন্য সমীক্ষা

১. জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে জাতীয় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সেবা অধিকতর শক্তিশালী করণ সমীক্ষা (ডেনমার্ক সরকার)

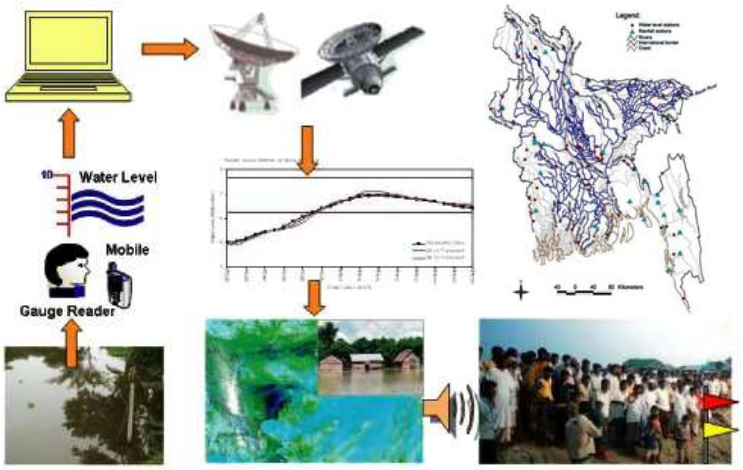

Flood Forecasting and Warning Dissemination Process

ডানিডার মাধ্যমে ডেনমার্ক সরকার বিগত কয়েক বছর ধরেই বন্যা সংক্রান্ত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্পে বাংলাদেশকে সহায়তা করে আসছে। এই চলমান সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ইনস্টিটিউট অভ ওয়াটার মডেলিং এর সঙ্গে ডেনমার্ক সরকার একটি টেকসই জাতীয় ক্যাপাসিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৮ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করা। এই কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে এফএফডব্লিউএস-কে বন্যা পূর্বাভাস কার্যক্রম শক্তিশালী করতে সহায়তা করা যার আওতাভুক্ত থাকবে বন্যা ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ পূর্বাভাস, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগের মাত্রা নিরূপণ।

২. দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য বন্যা পূর্বাভাস প্রযুক্তি সমীক্ষা--এডিপিসি
৩. বাংলাদেশের জন্য সুনামী ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ সমীক্ষা--সিডিএমপি।
৪. সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে পানি সরবরাহ ও পয়োঃনিষ্কাশন সমীক্ষা--ডিপিএইচই
৫. গঙ্গা অববাহিকা মডেলিং--বিশ্বব্যাংক

৬. হাইসাওয়া প্রকল্প-ফেজ ২ নোয়াখালি অঞ্চল--ডিপিএইচই
৭. ঠাকুরগাওয়ে জিওথারমাল রিসোর্স এক্সপ্লোরেশন সমীক্ষা--জিটিআএরএম লিঃ
৮. মধুমতি নদীর পানির গুণগত মান ও লবণাক্ততা নিরূপণ সমীক্ষা--খুলনা ওয়াসা
৯. উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় হাওর এলাকায় শুস্ক মৌসুমে ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ নিরুপণ সমীক্ষা--বিএডিসি ।
১০. লালমনিরহাট জেলায় সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্তা ব্যারেজের উজানে ভূ-পরিস্থ পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা--বিএডিসি

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তালিকা

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য সমীক্ষা

১. কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্পের (উত্তর ও দক্ষিণ) টপোগ্রাফিক জরিপ ও বিশদ সেচ পরিকল্পনা বিষয়ক সমীক্ষা

উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার কৃষকেরা ফসল-ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে পর্যাপ্ত সেচ পানির অভাবে। প্রতিবছর শুধু শুস্ক মৌসুমেই নয়, খরিফ ঋতুতেও ফিরে আসছে ক্ষরা। বর্তমানে সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভূগর্ভস্থ পানি নির্ভর হয়ে পড়েছে পর্যাপ্ত ভূ-পরিস্থ পানির অভাবে। অথচ দুধকুমার ও ধরলা নদীর পানি ব্যবহার করে কৃষি কাজের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে অত্র এলাকায়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইডব্লিউএমকে গাণিতিক মডেল সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে কার্যকর উপায় অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে টপোগ্রাফিক জরিপ এবং টপোগ্রাফিক ম্যাপ উন্নয়ন, নির্ধারিত স্থানে দুধকুমার ও ধরলা নদীর পানির পর্যাপ্ততা নির্ণয় সমীক্ষা, সেচ পরিকল্পনার নকশা প্রস্তুতকরণ, সেচ ব্যবস্থার জন্য হাইড্রলিক ডিজাইন প্যারামিটার নির্ধারণ, ইন্টারএকটিভ ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়ন ইত্যাদি। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে কৃষি উৎপাদন ত্বরান্বিত হবে এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

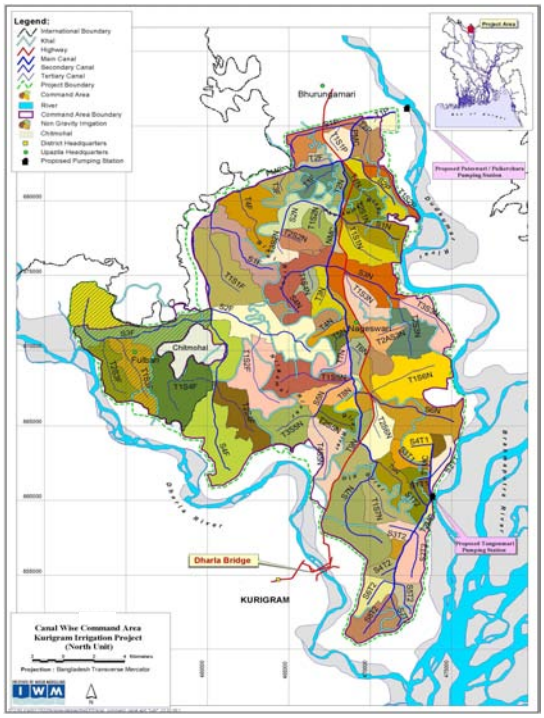

কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্পের কমান্ড এরিয়া (উত্তর ইউনিট)

২. বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের জন্য বন্যা পূর্বাভাসের সুপার মডেল সমীক্ষা
৩. কুড়িগ্রাম এফসিডিআই প্রকল্পে (উত্তর ইউনিট) নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পাম্প হাউজ ও ইনটেক চ্যানেলের স্থান নির্ধারণ চূড়ান্তকরণের জন্য সমীক্ষা
৪. গঙ্গাইজুড়ি হাওর এলাকায় সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা
৫. গঙ্গা ব্যারেজের জন্য গাণিতিক মডেল সমীক্ষা
৬. যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় কপোতাক্ষ নদীর অববাহিকায় টেকসই নিষ্কাশন ও বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা
৭. ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ প্রকৌশল ডিজাইন।
৮. ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনা
৯. পানি ব্যাবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচির (ওয়ামিপ) জন্য ইনভেনটরি ও ম্যাপিং

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য সমীক্ষা

১. বানিয়াচং-আজমিরিগঞ্জ সড়ক প্রকল্পের জন্য হাইড্রলিক মডেলিং সমীক্ষা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হবিগঞ্জ জেলায় বানিয়াচং-আজমিরিগঞ্জ সড়ক নির্মাণের জন্য একটি পরিপূর্ণ হাইড্রলিক মডেলিং সমীক্ষা

প্রস্তাবিত সড়কের বর্তমান অবস্থার একটি চিত্র

পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় আইডব্লিউএমকে। প্রাকৃতিক বন্যা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর বিরূপ প্রভাব এড়িয়ে সমীক্ষা কাজের জন্য পরিপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় সড়কের হাইড্রলিক নকশা প্রণয়নের জন্য। অতীতের এবং সাম্প্রতিক কালের হাইড্রলিক এবং হাইড্রোলোজিক তথ্য-উপাত্তসমূহের নিবিড় পর্যালোচনা পূর্বক গাণিতিক মডেল প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে হাইড্রোলোজিক্যাল অবস্থাসমূহের ৫০ বছর রিটার্ন পিরিয়ড ধরে সড়ক সহ ও সড়ক ব্যাতিরেকে উভয় অবস্থা বিবেচনায় আনা হয়। সমীক্ষাটি পরিচালনা করতে আইডব্লিউএম সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত গাণিতিক মডেলিং টুলস প্রয়োগ করে।

২. মতলবে ধনাগোদা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ কল্পে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা
৩. শ্রীনগর ও দোহার উপজেলা সুরক্ষার জন্য পদ্মা নদীর বামতীর ভাঙন রোধে সমীক্ষা
৪. গোপালগঞ্জ জেলায় প্রস্তাবিত পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পুনঃখনন এর জন্য হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা
৫. শৈলাবাড়ি ও সিরাজগঞ্জ শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে যমুনার ভাঙন থেকে রক্ষাকল্পে গাণিতিক মডেল ও মরফোলোজিক্যাল পূর্বাভাস সমীক্ষা
৬. সুরমা নদীর উপর সড়ক সেতু নির্মাণ কল্পে সিলেট শহরের কাজির বাজারে নির্মাণাধীন সড়ক সেতুর হাইড্র-মরফোলোজিক্যাল প্রভাব সমীক্ষা।
৭. ২০০৯-২০১০ সালের জন্য বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর হাইড্রলিক ও মরফোলোজিক্যাল অবস্থা মনিটরিং

ঢাকা ওয়াসার জন্য সমীক্ষা

১. ঢাকা পানি সরবরাহ খাত উন্নয়ন প্রকল্প

ঢাকা শহরে প্রতিনিয়ত বাড়ছে মানুষ, আর সেই সাথে বাড়ছে অতিরিক্ত মানুষের পানির চাহিদা। এই ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা মেটাতে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ পানি সরবরাহ খাতের উন্নয়ন ঘটাতে প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এই প্রকল্প অর্থ যোগান দিচ্ছে।

ঢাকা ওয়াসার গভীর নলকূপ

ঢাকা শহরে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্তর প্রতি বছর ৩-৪ মিটার নিচে নেমে যাচ্ছে এবং টিউবওয়েলগুলো হয়ে পড়ছে পানিশূন্য। এই খাতে সেবাপ্রদানকারী সংস্থার সেবার মানও নিচে নেমে যাচ্ছে যার ফলে অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে অন্যান্য উপায় থেকে পানি ক্রয় করতে হয় নগরবাসীকে। পানির চাহিদার সাথে ভূপরিস্থ পানির সরবরাহও যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে না বা ধীরগতির হচ্ছে। এছাড়াও পানির নেটওয়ার্কে যথেষ্ট চাপ না থাকার ফলে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। উক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্যই অত্র প্রকল্পের আওতায় গাণিতিক সমীক্ষা পরিচালনা করবে আইডব্লিউএম।

২. ঢাকায় কৃত্রিম ডিসচার্জ সমীক্ষা
৩. ঢাকা শহরে পানি সরবরাহের জন্য বিকল্প উৎস অনুসন্ধানে সিঙ্গাইর এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন বিষয়ে সমীক্ষা
৪. একুইফার সিস্টেম ও ঢাকা ওয়াসার নলকূপের জন্য ঢাকা শহরে ভূগর্ভস্থ পানির মরিটরিং সিস্টেম স্থাপন সমীক্ষা

শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভায় হাইড্র-জিওলজিক্যাল সাইট নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময়

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জন্য সমীক্ষা

১. গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান সমীক্ষা
গত তিন দশক ধরে নিরাপদ পানি সরবরাহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৯৩ সালে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব নিরাপদ পানির ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে শহর অঞ্চলে শতকরা ২৮ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলে ৪১ ভাগ মানুষ নিরাপদ পানির সংকটে রয়েছে। এই সংকট সমাধানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রস্তাবিত অবকাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়েলসহ ১৪৮ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিষ্কাশনের জন্য বিশদ প্রকৌশল নকশা প্রণয়ন করা। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় কমপোনেন্ট ১ এবং কমপোনেন্ট ২ নামে। আইডব্লিউএম কমপোনেন্ট ১ এর আওতায় গাণিতিক মডেল প্রয়োগে নিরাপদ পানির উৎস সন্ধানের কাজ করে যাচ্ছে।

২. হাইসাওয়া প্রকল্প- ফেজ ২ নোয়াখালি অঞ্চল

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জন্য সমীক্ষা

১. গাণিতিক মডেল প্রয়োগের মাধ্যমে ঠাকুরগাও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, জয়পুরহাট জেলা এবং রাজশাহী বিভাগের অন্যান্য জেলায় ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ ও সিদ্ধান্ত সহায়ক ব্যবস্থা (ডিএসএস) উন্নয়ন সমীক্ষা
গাণিতিক মডেল প্রয়োগের মাধ্যমে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গাণিতিক মডেল প্রয়োগের মাধ্যমে ঠাকুরগাও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, জয়পুরহাট জেলা এবং রাজশাহী বিভাগের অন্যান্য জেলায় ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ ও সিদ্ধান্ত সহায়ক ব্যবস্থা (ডিএসএস) উন্নয়ন সমীক্ষা পরিচালনার জন্য নিয়োগ দেয় আইডব্লিউএমকে। প্রকল্পটি অক্টোবর ২০০৭ সালে শুরু হয়ে চলে ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষি সম্প্রসারণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে ব্যাপক মডেল সমীক্ষার মাধ্যমে একটি টেকসই সেচ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন। এ ছাড়া একটি সিদ্ধান্ত সহায়ক ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবা প্রদান করে আইডব্লিউএম।

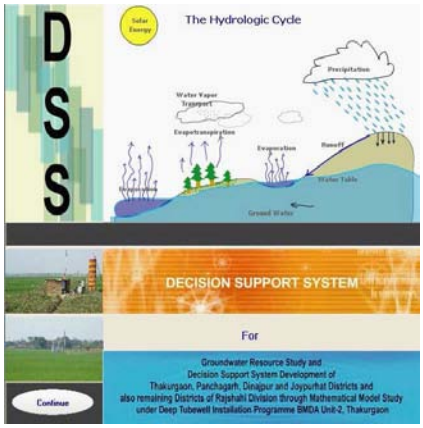

ডিএসএস এর ইন্টারফেস

২. রাজশাহী, নওগাঁ, চাপাই নবাবগঞ্জ, পাবনা এবং নাটোর জেলা ও ঠাকুরগাও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট ব্যতীত রাজশাহীর অন্যান্য জেলায় গাণিতিক মডেল প্রয়োগে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদ সমীক্ষা সিদ্ধান্ত সহায়ক ব্যবস্থা উন্নয়ন সমীক্ষা

গবেষণা ও উন্নয়ন সমীক্ষা

১. সিরাজগঞ্জ জেলায় সূচকভিত্তিক বন্যা বীমা প্রোডাক্টস
বর্তমান সময়ে সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটি অবশ্য গ্রহণীয় উপায়। এই ধারণাকে সামনে নিয়ে সিরাজগঞ্জ জেলায় সূচকভিত্তিক বন্যা বীমা প্রোডাক্টসের জন্য যৌথভাবে আইডব্লিউএম এবং ভারতের সেন্টার ফর ইনসিউরেন্স এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা করছে। এই সমীক্ষার তিনটি ধাপের প্রথমটিতে রয়েছে বন্যা ঝঞ্ঝাট মডেল উন্নয়ন, দ্বিতীয়টি বন্যা ক্ষয়ক্ষতি মডেল, তৃতীয় ধাপে রয়েছে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নিরূপণ করে বন্যা ঝুঁকি বীমা প্রণয়ন।

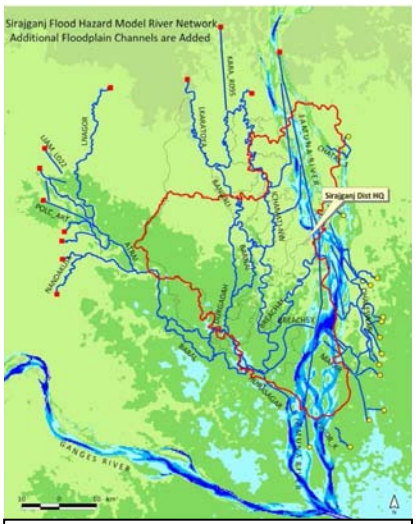

Customized river network for Sirajganj Flood Hazard Model

২. হাইড্রোলজিক্যাল এবং হাইড্রলিক মডেলিং এর জন্য বিকল্প সফটওয়ার এসেসমেন্ট।
৩. বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়নে ইসিএমডব্লিউএফ ডাটার ব্যবহার

অন্যান্য সংস্থার জন্য সমীক্ষা

১. গলাচিপা নিকটবর্তী তেতুলিয়া নদীতে ভূমিকম্প-সংক্রান্ত জরিপ সহায়ক ডিসচার্জ পর্যবেক্ষণ--শেভরন বাংলাদেশ।
শেভরন বাংলাদেশ বরিশাল-পটুয়াখালি অঞ্চলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজের জন্য ভূমিকম্প সংক্রান্ত জরিপ কার্য পরিচালনা করছে। ভূমিকম্প সংক্রান্ত এই জরিপ কর্মসূচির উন্নততর পরিকল্পনার জন্য আইডব্লিউএম-কে দায়িত্ব দেওয়া হয় তেঁতুলিয়া নদীতে মার্চ-জুলাই ২০০৯ সময়ে মাসিক হাইড্রোডিনামিক পূর্বাভাস প্রদানের জন্য। আইডব্লিউএম সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিমাসে ৫ দিন মরা কটাল ও ভরা কটাল এবং মধ্যবর্তী সময়ে স্রোত পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করে। এ জরিপ কাজের জন্য এই তথ্যসমূহ বে অব বেঙ্গল মডেল-এ ভ্রমাঙ্কন (ক্যালিব্রেট) করা হয়।

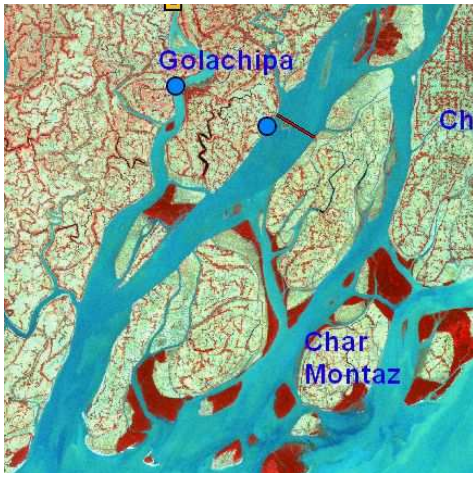

গলাচিপায় ডিসচার্জ এর স্থান

২. পদ্মা সেতু প্রকল্পের জন্য নদীশাসনের নকশা নিরূপণের জন্য বেথিমেট্রি জরিপ
৩. বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস সমীক্ষা--এডিপিসি
৪. জলবায়ু পরিবর্তন সমীক্ষা অভিযোজনের অর্থনীতি, নাজুকতা চিহ্নিতকরণ--বাংলাদেশ কেস স্টাডিবিশ্বব্যাংক
৫. পরিবর্তনশীল জলবায়ুতে বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় নাজুকতা সমীক্ষা--বিশ্বব্যাংক
৬. বাগারদোনা নদীর ক্যাচমেন্ট এলাকায় নিষ্কাশন সমস্যা সমাধানে সমীক্ষা--সিডিএসপি-২
৭. পদ্মা সেতুর নকশা প্রণয়নে গাণিতিক মডেল সমীক্ষা--এইচ আর ওয়ালিং ফোর্ড, ইউকে
৮. জলবায়ু পরিবর্তনে খুলনার পানি সম্পদ খাতের স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালীকরণ সমীক্ষা--এডিবি
৯. প্রস্তাবিত মাদানী এভিনিউ থেকে বালু নদী পর্যন্ত সড়কের এলাইনমেন্ট নির্ধারণ সমীক্ষা--রাজউক
১০. প্রস্তাবিত রূপপুর পাওয়ার প্লান্টের জন্য গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা--বিএইসি
১১. জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে জাতীয় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সেবা অধিকতর শক্তিশালী করণ সমীক্ষা--ডেনমার্ক সরকার
১২. গঙ্গা অববাহিকা মডেলিং--বিশ্বব্যাংক
১৩. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প--হাইসাওয়া
১৪. হিন্দুকুশ-হিমালয় অঞ্চলে স্যাটেলাইট বৃষ্টিমাত্রা নিরূপণ প্রয়োগঃ ধাপ-২--ইসিমড, নেপাল
১৫. দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানি সম্পদ উন্নয়নে উপাত্ত সংগ্রহ জরিপ--জাইকা
১৬. খাবার পানির সরবরাহ লক্ষে খুলনায় ভূগর্ভস্থ পানি সমীক্ষা--এডিবি

২০০৮-০৯ অর্থবছরে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ

আইডব্লিউএম-এর নিয়মিত কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সমীক্ষায় ব্যবহৃত গাণিতিক মডেলিং উদ্ভাবন, প্রয়োগ ও ব্যবহারের ওপর ধারণা প্রদান। আইডব্লিউএম ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১৬ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে যাতে প্রায় নিজস্ব ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য। এতে প্রায় ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও আইডব্লিউএম বিগত অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়েজিত একাধিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করে।

কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

রিভার লিংকিং প্রকল্প

বিগত ৬ -৯ আগস্ট ২০০৮ আইডব্লিউএম নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে বাংলাদেশ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ৫ জন প্রকৌশলীর জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে।

আর্ক-জিআইএস

জরিপ ও গাণিতিক মডেলের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য আইডব্লিউএম নিজস্ব

প্রশিক্ষণ কক্ষে ২৬ জুলাই-৫ আগস্ট ২০০৮ তারিখে বিবিধ দপ্তরের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। এতে ১২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

বন্যা ব্যবস্থাপনা ও বন্যা বিশ্লেষণের জন্য জিআইএস- ডেটাবেজ প্রশিক্ষণ

বন্যা ব্যবস্থাপনা ও বন্যা বিশ্লেষণের (এনালিসিস) জন্য জিআইএস, ডেটাবেজের ওপর আইডব্লিউএম তার কর্মীদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য ১৬-২৭ নভেম্বর ২০০৮ একটি সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের ১২ জন প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন।

Geospatial Stream Flow (Geo-SFM) মডেলের ওপর প্রশিক্ষণ

টেকনোলোজির আধুনিকায়নের সাথে আইডব্লিউএম এর প্রকৌশলীদের অবগতি ও উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ সব সময়ই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় Geospatial Stream Flow (Geo-SFM) মডেলের ওপর ২১-৩০ ডিসেম্বর ২০০৮ একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ইউএসজিএস এর একজন দক্ষ প্রশিক্ষক। এতে আইডব্লিউএম-এর ১১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্পের (দক্ষিণ ইউনিট) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের জন্য প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বাপাউবো) কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্পের (দক্ষিণ ইউনিট) এর কর্মকর্তাদের জন্য ২০- ২২ জানুয়ারি ২০০৯ একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে বাপাউবোর ১১ জন প্রকৌশলী/ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বুয়েটের পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ইন্টার্নশীপ কর্মসূচি

বুয়েটের পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য বরাবরের মতো এ বছরও একটি ইন্টার্নশীপ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তাত্ত্বিক বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়। ২১-৩০ ডিসেম্বর ২০০৮ উক্ত কর্মসূচি সম্পাদন করা হয়।

সুন্দরবন কর্মকর্তাদের জন্য ওয়াটার কোয়ালিটি মডেলিং এর ওপর প্রশিক্ষণ

সুন্দরবন কর্মকর্তাদের জন্য আইডব্লিউএম ওয়াটার কোয়ালিটি মডেলিং এর ওপর ২০০৯ এর এপ্রিল মাসে সপ্তাহব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। উক্ত কর্মসূচিতে ৫ জন সুন্দরবন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, অভ্যন্তরীন নদীসমুহের পানির গুণগত মান ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

২০০৯-১০ অর্থবছরে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

প্রশিক্ষণ আইডব্লিউএম-এর নিয়মিত কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সমীক্ষায় ব্যবহৃত গাণিতিক মডেলিং উদ্ভাবন, প্রয়োগ ও ব্যবহারের ওপর ধারণা প্রদান ও মডেলিং টুলস ব্যবহারে সক্ষম করে তোলা। আইডব্লিউএম ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে নিজস্ব জনশক্তিকে আরো অধিক দক্ষ করে তুলতে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জনসম্পদকে গাণিতিক মডেল ব্যবহারে দক্ষ করে তুলতে ২৫ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। এতে প্রায় ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও আইডব্লিউএম বিগত অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়েজিত একাধিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করে।

কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

অন্যান্য সংস্থার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিঃ

ওয়ামিপ এর জন্য স্কীম ডাটাবেইজ ইনভেন্টরি ও ম্যাপিং এর ওপর প্রশিক্ষণ

বিগত ৯-১০ আগস্ট ২০০৯ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১১ জন প্রকৌশলীর জন্য ডাটাবেইজ ইনভেন্টরি ও ম্যাপিং এর ওপর এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় আইডব্লিউএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আইডব্লিউএম এর বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ।

খাতলুন প্রদেশের বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রকৌশলীদের জন্য প্রশিক্ষণ

তাজিকিস্তানের খাতলুন প্রদেশে বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ৪ জন তাজিক প্রকৌশলীর জন্য একটি গাণিতিক মডেল প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আইডব্লিউএম। প্রশিক্ষণটি আইডব্লিউএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ইডিপির গুলশানস্থ কার্যালয়ে। এ প্রশিক্ষণে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে অত্যাধুনিক উপকরণ সমূহের ব্যবহার শেখানো হয়।

তাজিক প্রকৌশলীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের ওপর প্রশিক্ষণ

মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের ওপর এ প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয় ইডিপির ১৫ জন পেশাজীবীর জন্য। ২৯ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ইডিপির গুলশানস্থ কার্যালয়ে। এ প্রশিক্ষণে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে অত্যাধুনিক উপকরণসমূহের ব্যবহার শেখানো হয়।

ভারতীয় রিভার লিংকিং প্রকল্পের ওপর প্রশিক্ষণ

মডেলিং এর ওপর মৌলিক ধারণা সম্বলিত এ প্রশিক্ষণটির আয়োজন করা হয় ১৬-২০ আগস্ট ২০০৯ আইডব্লিউএম এর প্রশিক্ষণ কক্ষে। প্রশিক্ষণে অংশ নেন ৬ জন ওয়ারপো প্রকৌশলী।

বিএডিসি কর্মকর্তাদের জন্য গাণিতিক মডেলের ওপর প্রশিক্ষণ

২০১০ সালের ৪-৭ ফেব্রুয়ারি গাণিতিক মডেলের ওপর আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বিএডিসির ১০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় হাওর এলাকার ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের উপর সমীক্ষা বিষয়ক প্রকল্পের আওতায় এ প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয় আইডব্লিউএম-এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের জন্য প্রশিক্ষণ

২০১০ সালের ৪-১৩ মে এবং ২২-২৭ মে দুই দফায় নিরাপদ পানযোগ্য পানির উৎস অনুসন্ধান প্রকল্পের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের জন্য এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। আইডব্লিউএম এর সার্ভে ও ডাটা বিভাগের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১২টি পৌরসভা ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের আঞ্চলিক অফিস থেকে মোট ৩৪ জন প্রকৌশলী এতে অংশগ্রহণ করেন।

জরিপ উপকরণ টোটাল স্টেশন ব্যবহার শিখছেন প্রশিক্ষণার্থীরা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীদের জন্য ভূগর্ভস্থ পানিসম্পদ মডেলিং এর প্রশিক্ষণ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ জন নির্বাহী প্রকৌশলীর জন্য ১৫ মে-১০ জুন এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটির আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটির প্রথম ধাপে (১৫-২৬ জুন) প্রশিক্ষণ ছিলেন আইডব্লিউএম এর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ও পরামর্শকবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে। দ্বিতীয় ধাপে (৩১ মে-১০ জুন) প্রশিক্ষক ছিলেন ড্যানিশ হাইড্রলিক ইনস্টিটিউটের দুই জন বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক। প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয় আইডব্লিউএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে। উভয় ধাপেই সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলো আইডব্লিউএম।

মালয়েশিয়ার নাহরিম প্রকৌশলীদের জন্য হাইড্রোডিনামিক ও মরফোলোজিক্যাল মডেলিং এর ওপর প্রশিক্ষণ

২০১০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ এক মাস ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয় আইডব্লিউএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে। প্রশিক্ষণে মালয়েশিয়ার নাহরিম কর্তৃপক্ষের ২ জন প্রকৌশলী অংশ গ্রহণ করেন। আইডব্লিউএম এর কোস্ট পোর্ট ও এসচুয়ারি বিভাগের বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

মাইক বেসিন-এর ওপর প্রশিক্ষণ

২০০৯ সালের ১০-১৪ ডিসেম্বর এই প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয় বিশ্বব্যাংকের ৪ জন কর্মকর্তার জন্য।

আইডব্লিউএম এর প্রকৌশলীদের জন্য প্রশিক্ষণ

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জিআইএস এর মৌলিক নীতিমালার ওপর প্রশিক্ষণ

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জি আই এস এর মৌলিক নীতিমালার ব্যবহারের ওপর এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় ২১-২৫ জুলাই ২০০৯ সালে। আইডব্লিউএম এর জিআইএস ইউনিটের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই প্রশিক্ষণে ১২ জন প্রকৌশলী অংশ নেন।

নদীভাঙন ব্যাবস্থাপনা কাঠামো এর পরিকল্পনা, নকশা ও নির্মাণের ওপর প্রশিক্ষণ

আইডব্লিউএম এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় ২৬-৩০ জুলাই ২০১০। আইডব্লিউএম এর একজন সিনিয়র ডিজাইন বিশেষজ্ঞ পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ১১ জন প্রকৌশলী অংশ নেন।

নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত জুনিয়র প্রকৌশলীদের জন্য বুনিয়াদি মডেলিং প্রশিক্ষণ

২৫-৩১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে আইডব্লিউএম এ সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ১৮ জন জুনিয়র প্রকৌশলীর জন্য ওরিয়েন্টেশন ও বুনিয়াদী মডেলিং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

বে মডেল এর ওপর প্রশিক্ষণ

২৭-৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে ৯ জন আইডব্লিউএম প্রকৌশলীর জন্য বে মডেল এর ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি আইডব্লিএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

রিমোট সেন্সিং এর পরিবেশগত প্রয়োগ এর ওপর শর্ট কোর্স

যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি টেকনোলোজিক্যাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আইডব্লিউএম এর সমঝোতা চুক্তির আওতায় এ আইডব্লিউএম এর ১০ জন প্রকৌশলীর জন্য এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে এটি ১০ মে-১৫ জুন ২০১০ অনুষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ছাড়াও আইডব্লিউ এম এর মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে ও আয়োজনে আরো কতিপয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয় ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে।

সেমিনার ও ওয়ার্কশপ

২০০৯-১০ অর্থবছরে আইডব্লিউএম কতিপয় সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। তন্মধ্যে নিম্নে উল্লেখযোগ্য দুটি বর্ণিত হলঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এর ওপর সেমিনার

Mr. Ramesh Chandra Sen, Hon'ble Minister, Ministry of Water Resources addressing as the Chief Guest.

Mr. Emaduddin Ahmad, Executive Director, IWM presenting the Keynote paper.

২০০৯ সালের ১৭ নভেম্বর ঢাকা শেরাটন হোটেলে "বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও সাম্প্রতিক সমীক্ষাপ্রাপ্ত ফলাফল" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে আইডব্লিউএম। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব রমেশ চন্দ্র সেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মিহির কান্তি মজুমদার, ঢাকাস্থ ডেনমার্ক সরকারের রাষ্ট্রদূত আইনার হেবোগার্ড জেনসেন ও সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ সচিব জনাব শেখ মোঃ ওয়াহিদ উজ জামান। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক জনাব এমাদুদ্দিন আহমদ। বিশিষ্ট পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলীগণ উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

খুলনায় জলবায়ু পরিবর্তনে পানি সম্পদখাতের স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালীকরণ

খুলনায় জলবায়ু পরিবর্তনে পানি সম্পদখাতের স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালীকরণ সমীক্ষার আওতায় ঢাকা ও খুলনায় দুটি কর্মশালার আয়োজন করে আইডব্লিউএম। কর্মশালার সহযোগিতা করে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিলো স্টেকহোল্ডারদের জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে IWM থেকে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Water Management/ Modelling এবং ICT এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রিত হয় এবং অংশগ্রহণ করে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে নেপাল, মালয়েশিয়া, কেনিয়া, নেদারল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, থাইল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে IWM থেকে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Water Management/ Modelling এবং ICT এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনার এ অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রিত হয় এবং অংশগ্রহণ করে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ডেনমার্ক, থাইল্যান্ড, নেপাল, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি।

বিভিন্ন দেশের সেমিনার সমূহে অংশগ্রহণ পূর্বক মত বিনিময়ে IWM এর বিশেষজ্ঞগণ পানি ব্যবস্থাপনা মডেলিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যা IWM এর কাজের মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)

অষ্টম অধ্যায়

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)

পটভূমি

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ এর ভয়াবহ দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (ফ্যাপ) সমীক্ষা হাতে নেয়। এদের মধ্যে ইউএসএআইডি এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ব্যাপি পরিবেশগত সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৬) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৯) সম্পাদিত হয়। এর পর ফ্যাপ ১৬ ও ফ্যাপ ১৯ একত্রিত করে ইজিআইএস প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় এবং উক্ত দুটি সমীক্ষালব্ধ ফলাফল এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নেদারল্যান্ড সরকার ১৯৯৬ হতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে এবং ২০০২ সালে সিইজিআইএস ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত উক্ত সহায়তা অব্যাহত থাকে। এভাবে বাংলাদেশ সরকার, ইউএসএআইডি এবং নেদারল্যান্ড সরকার ১২ বৎসর যাবৎ কারিগরি সহায়তা এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রচলিত প্রকল্পকে সরকার ২০০২ সালে একটি জাতীয় সম্পদ সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ রূপান্তরিত করেছে।

পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের মে মাসে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস নামক পাবলিক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্লানিং প্রজেক্ট (ইজিআইএস)"-কে একটি স্থায়ী সংস্থায় রূপান্তরের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে দি ট্রাস্টস এ্যাক্ট ১৮৮২ এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসাবে সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব অছি পরিষদের সভাপতি এবং অন্যান্য ট্রাস্টিগণ হলেন- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ এবং পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ; আইইউসিএন এর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি এনজিও।

অধিক্ষেত্র

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে মৌলিক বাংলাদেশের একমাত্র সংস্থা যা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস), দূর অনুধাবন (আরএস) উপাত্ত (স্যাটেলাইট চিত্র), তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এবং উপাত্তভাণ্ডার (ডাটাবেইস) ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও নৌ-পরিবহন, বন, পরিবেশ ইত্যাদি খাতের সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, রিসেটেলমেন্ট কর্মপরিকল্পনা, ইত্যাদি সম্পাদন করে। এছাড়াও সিইজিআইএস সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিশ্লেষণমূলক ফ্রেইমওয়ার্ক প্রস্তুত, জিআইএস এবং আরএস ব্যবহার করে বন্যা পরিবীক্ষণ, খরা নিরূপণ এবং পরিবীক্ষণ, নদী প্লানফর্ম পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ক্ষয় নিরূপণ, বন্যা ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা প্রস্তুতকরার জন্য ভূ-তলীয় বিশ্লেষণ, ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পানি সম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য ইহা বৃহৎ উপাত্তভাণ্ডার যেমন:- জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার (এনডব্লিউআরডি), মেটাডাটাবেইস, ওয়েবভিত্তিক ভূ-তলীয় উপাত্তভাণ্ডার, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুত করে থাকে।

কাজের পরিসর

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ	জিআইএস ও আরএস	ডাটাবেইস ও আইটি

• সম্ভাব্যতা সমীক্ষা • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ • সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন • আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা সম্পাদন • নদীর মরফোলজি, কৃষি, মৎস্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ সেবা • প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা/সমীক্ষা সম্পাদন • জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব নিরূপণ ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রস্তুত • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান	• ম্যাপিং ও ইমেইজ প্রক্রিয়াকরণ • ডিজিপিএস ও জিপিএস জরিপ • স্প্যাশাল মডেলিং • দুর্যোগ পরিবীক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ • প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ও ভূমি ব্যবহার পরিবীক্ষণ • জিআইএস ও আরএস ল্যাবরেটরি স্থাপন • জিআইএস ও আরএস ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান	• ডাটাবেইস ও এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন • Web-enabled GIS-based MIS ও ডাটাবেইস প্রস্তুতি • ডাটা রিপোজিটরি তৈরি • আইটি সমাধান ডিজাইন ও বাস্তবায়ন • WEB পোর্টাল উন্নয়ন • উপাত্তের মান প্রমিতকরণ ও নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ • ডাটাবেইস ও আইটি-র উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

জনবল

সিইজিআইএস এর ২০০ জন জনবল রয়েছে। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ১৬২ জন প্রফেশনাল রয়েছে। সিইজিআইএস এর রয়েছে মৎস্য, অর্থনীতি, কৃষি, সমাজতত্ত্ব, পানিবিজ্ঞান, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, পুরকৌশল, জীববিজ্ঞান, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী গঠনপ্রকৃতি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মাটি, পানি সম্পদ প্রকৌশল, পানির গুণগতমান, জিআইএস, আরএস, ডাটাবেজ, প্রোগ্রামিং, ইত্যাদি প্রায় ৩০টি বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত দল এবং অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং জিআইএস ও আরএস সফ্টঅয়ার ও যন্ত্রপাতি। দেশের বৃহৎ বৃহৎ পানি সম্পদ প্রকল্পের ইআইএ, এসআইএ এবং এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং এর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে সিইজিআইএস এর। সিইজিআইএস প্রায় ৪০০ বিভিন্ন রকমের স্তর বিশিষ্ট ন্যাশনাল ওয়াটার রিসোর্সেস ডাটাবেইস প্রস্তুত করেছে। সিইজিআইএস উহার দক্ষ জনবলের সাহায্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গড়াই রিভার রেস্টোরেশন প্রকল্পের পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পুর্নবাসন প্রকল্পের পরিবেশগত পরিবীক্ষণ এবং এমআইএস সম্পাদন, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়ন করেছে।

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর জনবলের বিবরণ

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	১৬২ জন
সাপোর্ট ও অন্যান্য স্টাফ	৩৮ জন
মোট	২০০ জন

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তালিকা

সমাপ্ত প্রকল্প

১. ইন্ট্রিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট মিশন ফর নেদারল্যান্ড অ্যামবাসি
২. এনহ্যান্স দ্যা ক্যাপাসিটি অভ ডিএলএস প্রজেক্ট ফর ডিএলএস
৩. ডিসিসন সাপোর্ট সিস্টেম ফর ইনডাসট্রিজ ফর ডিওই
৪. অ্যাসেস স্টেট এন্ড ইনফরমেশন সিসটেম এন্ড ফ্যাসিলিটেট জিও-হ্যাজার্ড ইনফরমেশন শেয়ারিং এমাং জিওবি এন্ড এনজিও জিআইএস প্লাটফর্ম ফর কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি)
৫. জিওলজিক্যাল ডাটা ইনভেনটরি ফর সিডিএমপি
৬. জিআইএস বেইজড এমআইএস ফর ইউনিসেফ
৭. ইমপ্লিমেনটেশন সার্ভে এন্ড ডাটাবেইজ অন দ্যা বোর্ড অভ ইনভেস্টমেন্ট (বিওআই) রেজিস্টার্ড প্রজেক্টস ফর বিওআই
৮. ডিজিটাল আরকাইভিং অভ স্ট্রিপ ম্যাপস, ঢাকা সিটি মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানস ফর ডিএলআরএস
৯. মরফোলজিকাল স্টাডি এন্ড অপটিমাইজেশন অভ ড্রেজিং ফর বিআইডাব্লিউটিএ
১০. হাইড্রো-মরফোলজিকাল স্টাজিস অভ মধুমতি রিভার
১১. সাসটেইনেবল ক্লাইমেট/ ফ্লাড ফোরকাসটিং ফর এডিপিসি

১২. আপডেট এভেইলেবল ইনফরমেশন ফর সাইক্লোন শেলটার ম্যানেজমেন্ট ফর সূনামী এন্ড স্ট্রম সার্জ প্রিপেয়ার্ডনেস ফর সিডিএমপি
১৩. কমপাইলেশন অভ উপজেলা রিস্ক রিডাকসন একশন প্লান (আরআরএপি) ইন্টু সেভেন ডিসট্রিক্ট প্লান্স ফর সিডিএমপি
১৪. কমিউনিটি রিস্ক এসেসমেন্ট (সিআরএ) ইন মানিকগঞ্জ ডিসট্রিক্ট ফর সিডিএমপি
১৫. ইভেন্ট (ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অন লং লিড ফ্লাড ফোরকাস্ট টেকনোলজি ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট) ম্যানেজমেন্ট ফর এসিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (এডিপিসি)
১৬. কনডাক্টিং এ ডিটেইল্ড রুট সার্ভে এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট ইনক্লুডিং রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশন প্লান ফর সিলেট ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন ফর পিজিসিএল
১৭. এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অভ কোরিয়ান ইপিজেড ফর কেইপিজেড
১৮. ইনভেস্টমেন্ট ইন ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকসন রিডিউস কস্ট--এ কেইস স্টাডি অন সাইক্লোন ফর ইউএনডিপি
১৯. ল্যান্ড ইউজ এন্ড ল্যান্ডকভার চেইঞ্জ এনালিসিস ফর সিডিএসপি-৩
২০. মনিটরিং প্লানফরম ডিভেলপমেন্ট ইন দি এস্টুয়ারি ডিভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইডিপি) এরিয়া ফর বিডাব্লিউডিবি
২১. ইকোনোমিক মডেলিং অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন নিডস ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন বাংলাদেশ (ইএমসিসি)
২২. ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অভ দি প্রপোজড ইনডিয়ান রিভারলিংকিং প্রজেক্ট ফর ইন্টার বেসিন ওয়াটার ট্রান্সফার ফর ওয়ারপো
২৩. কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ফর সাউথ কুড়িগ্রাম ইরিগেশন প্রজেক্ট ফর বিডাব্লিউডিবি
২৪. এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ এন্ড ইটস ইমপ্যাক্ট অন সোশাল লাইভলিহুড
২৫. উড়ির চর ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর সিডিএসপি-৩
২৬. প্রিপারেশন অভ পজিশন পেপারস শোইং সাসটেইনেবল ওয়াটার শেয়ারিং অপশনস অব কমন/বর্ডার রিভারস ফর জেআরসি, বাংলাদেশ
২৭. টি ও টি ট্রেইনিং অন আইডব্লিউআরএম প্রাকটিস--কেস স্টাডি অভ ইপসাম (আইপিএসডব্লিউএএম) ফর বিডাব্লিউপি
২৮. এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোসাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট এন্ড রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশন প্লান অভ দি ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল ডিজাইন অভ গ্যানজেস ব্র্যারেজ প্রজেক্ট ফর বিডাব্লিউডিবি

চলমান প্রকল্প

1. ইকোনোমিক্স অভ এডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ফর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক
2. আপডেটিং এন্ড ডিসিমিনেশন অভ ন্যাশনাল ওয়াটার রিসোর্সেস ডাটাবেউজ (এনডব্লিউআরডি) ফর ওয়ারপো
3. এনহ্যানসিং মিউনিসিপাল গভারনেন্স ফর পোভারটি রিডাকশন ফর জিটিজেড
4. কনসালটেনসি সার্ভিস ফর ক্লাইমেট চেইঞ্জ কনসিডারেসন ইন ডিজাইন অফ ডিজাইন অভ পদ্মা মাল্টিপারপাজ ব্রীজ প্রজেক্ট ফর এসিই
5. ডিসিমিনেশন অভ রিভার ব্যাংক ইরোশন প্রেডিকশন টু দ্যা কমিউনিটি ফর ইউএনডিপি
6. ইফেক্ট অভ ক্লাইমেট চেঞ্জ অন রিভার মরফোলজি ফর এসিয়ান ডিভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)
7. মরফোলজি এনালিসিস অভ পদ্মা রিভার এরাউন্ড পদ্মা ব্রিজ লোকেশন ফর আরটিডব্লিউ
8. ইরোশন প্রেডিকশন ফর ২০০৯ এন্ড ২০১০ ফর জেএমআরইএমপি
9. ক্লাইমেট চেঞ্জ স্টাডি অন ঢাকা সিটি ফর আরআইইউ
10. জেনারেটেড থ্রি ডাইমেনসনাল মডেলস অভ থ্রি অভ দি কান্ট্রিস মেজরস্ সিটিস (ঢাকা, চিটাগং, রাজশাহী) ফর গ্রামীণ ফোন লিমিটেড
11. কনসালটেনসি সার্ভিস ফর ড্রেনেজ ইমপ্রুভমেন্ট অভ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা প্রজেক্ট ফর বিডাব্লিউডিবি
12. প্রিপারেশন অভ মাস্টারপান ফর পৌরসভা অন্ডার ডিসট্রিক্ট টাউনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (প্যাকেজ - ৩)
13. স্ক্রিনিং, টেকনিক্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল অডিটিং অভ বিডব্লিউডিবি স্কিমস আন্ডার ওয়ামিপ ফর বিডব্লিউডিবি
14. সোসাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট ফর সাসটেনেবল ড্রেইনেজ এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট অফ কপোতাক্ষ রিভার বেসিন আন্ডার যশোর এন্ড সাতক্ষিরা ডিসট্রিক্ট ফর বিডব্লিউডিবি
15. আপডেটিং দ্যা এগ্রো ইকোলোজিকাল জোন ডাটাবেইস ফর এফএও
16. রিসোর্স ম্যাপিং এট দোয়ারাবাজার উপজেলা ফর এলজিইডি
17. রিসোর্স ম্যাপিং এট ধর্মপাশা উপজেলা ফর এলজিইডি
18. ডিভেলপমেন্ট অভ এমআইএস ফর ডিএলএস
19. প্রিপারেশন অভ পজিসন পেপারস শোইং সাসটেইনেবল ওয়াটার শেয়ারিং ফর সিলেকটেড নাইন রিভারস ফর জেআরসি, বাংলাদেশ
20. সাপোট টু সেকেন্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন অভ বাংলাদেশ প্রোগ্রাম একটিভিটি-৫ ফর ডিওই
21. জিআইএস সাপোর্ট ফর ল্যান্ড একুজিসন এন্ড রিসেটেলমেন্ট ফর পদ্মা মাল্টিপারপাজ ব্রীজ প্রজেক্ট

22. ন্যাশনাল সারকামসটেনসেস আন্ডার সেকেন্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন অভ বিডি প্রোগ্রাম ফর ডিওই
23. অপটিমাইজিং দ্যা ড্রেজিং ইন দ্যা পদ্মা এন্ড যমুনা রিভার ফর বিআইডব্লিউটিএ
24. ল্যান্ডকভার ফ্রম কুইকবার্ড স্যাটেলাইট ইমেজ ফর কুতুবদিয়া আইল্যান্ড ফর সিএনআরএস
25. পিপলস প্লান ফর রিভার বেসিন ম্যানেজমেন্ট ইন সাউথইস্ট কোস্টাল রিজিওন

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০০৯-২০০১০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তালিকা

সমাপ্ত প্রকল্পঃ

1. ডেভেলপমেন্ট টুল/সফটওয়্যার ফর প্রডিওসিং সল্ট আয়োডাইজেশন স্টাটাস রিপোর্ট
2. স্টাডি অন রিভার ব্যাংক প্রটেকশন এন্ড এরোশন কন্ট্রোল ফর জাইকা
3. ল্যান্ডইউজ এন্ড ডিজিটাল এলিভেশন ম্যাপিং অফ চিটাগং হিল ট্রাকস ফর এসিয়ান ডিভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)
4. বাংলালিং প্রপোজড বিটিএস লোকেশন ফিজিবিলিটি সার্ভে (ফেইজ ৫)
5. পাকুরিয়া টু চর মোকারিমপুর ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রজেক্ট ফর পিজিসিবি
6. ইকোনোমিক্স অভ এডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ফর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক
7. ইফেক্ট অভ ক্লাইমেট চেঞ্জ অন রিভার মরফোলজি ফর এসিয়ান ডিভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)
8. মরফোলজি এনালিসিস অভ পদ্মা রিভার এরাউন্ড পদ্মা ব্রিজ লোকেশন ফর আরটিডব্লিউ
9. ইরোশন প্রেডিকশন ফর ২০০৯ এন্ড ২০১০ ফর জেএমআরইএমপি
10. ক্লাইমেট চেঞ্জ স্টাডি অন ঢাকা সিটি ফর আরআইইউ
11. কনসালটেনসি সার্ভিস ফর ড্রেনেজ ইমপ্রুভমেন্ট অভ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা প্রজেক্ট ফর বিডাব্লিউডিবি
12. প্রিপারেশন অভ মাস্টারপান ফর পৌরসভা অন্ডার ডিসট্রিক্ট টাউনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (প্যাকেজ - ৩)
13. সোসাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট ফর সাসটেনেবল ড্রেইনেজ এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট অফ কপোতাক্ষ রিভার বেসিন আন্ডার যশোর এন্ড সাতক্ষিরা ডিসট্রিক্ট ফর বিডব্লিউডিবি
14. আপডেটিং দ্যা এগ্রো ইকোলোজিকাল জোন ডাটাবেইস ফর এফএও
15. রিসোর্স ম্যাপিং এট দোয়ারাবাজার উপজেলা ফর এলজিইডি
16. রিসোর্স ম্যাপিং এট ধর্মপাশা উপজেলা ফর এলজিইডি
17. ডিভেলপমেন্ট অভ এমআইএস ফর ডিএলএস
18. জিআইএস সাপোর্ট ফর ল্যান্ড একুজিসন এন্ড রিসেটেলমেন্ট ফর পদ্মা মাল্টিপারপাজ ব্রীজ প্রজেক্ট
19. ল্যান্ডকভার ফ্রম কুইকবার্ড স্যাটেলাইট ইমেজ ফর কুতুবদিয়া আইল্যান্ড ফর সিএনআরএস

চলমান প্রকল্পঃ

1. আপডেটিং ডেলিমিনেশন টুল ফর বাংলাদেশ ইরেকশন কমিশন
2. হাওড় এন্ড ওয়েটল্যান্ড রিসোর্সেস ডেটাবেইজ ফর বাংলাদেশ হাওড় এন্ড ওয়েটল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
3. ইআইএ এন্ড এসআইএ অভ সাউদার্ন নোয়াখালি এন্ড উড়ির চর ক্রস ড্যাম ফর বিডাব্লিউডিবি
4. মাস্টার প্লান ফর হাওড় এরিয়া ফর বাংলাদেশ হাওড় এন্ড ওয়েটল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
5. জিএসআইএসএস আপডেটিং এন্ড সিচুয়েশন রিপোর্ট প্রিপারেশন
6. প্রোগ্রাম কনটেইনিং মেজারস টু ফেরিলেটেইড এডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেইঞ্জ একটিভিটি-৪ ফর ডিওই
7. থ্রি মনিটরিং স্টাডি - থ্রি ট্রান্সমিশন লাইন, ওল্ড এয়ারপোর্ট এন্ড মেঘনাঘাট-আমিনবাজার ফর পিজিসিবি
8. এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজ এসেসমেন্ট (তিতাস গ্যাস ফিল্ড লিকেজ)
9. আইইই এন্ড ইআইএ ফর প্রপোজড পলিস্টার প্লান্ট
10. ইভালুয়েশন অভ ফুড ফর ওয়ার্ক/টাকা ফর ওয়ার্ক স্কিমস অভ বিডব্লিউডিবি ফর মিনিস্ট্রি অভ ওয়াটার রিসোর্সেস
11. ইআইএ এন্ড এসআইএ অভ ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্লান অভ পোল্ডার ৩৪/২ ফর বিডাব্লিউডিবি
12. তিস্তা ব্যারেজ প্রজেক্ট, ফেইজ ২, ইউনিট ১ ফর বিডাব্লিউডিবি
13. ইআইএ এন্ড এসআইএ অভ ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্লান অভ গুংগিয়াজুড়ি হাওড় এরিয়া ফর বিডাব্লিউডিবি
14. আইইই এন্ড ইআইএ অভ কোল বেইজড পাওয়ার প্লান্ট এট চিটাগং ফর পিডিবি
15. আইইই এন্ড ইআইএ অভ কোল বেইজড পাওয়ার প্লান্ট এট চিটাগং ফর খুলনা
16. আপডেটিং এন্ড ডিসিমিনেশন অভ ন্যাশনাল ওয়াটার রিসোর্সেস ডাটাবেউজ (এনডব্লিউআরডি) ফর ওয়ারপো

17. কনসালটেনসি সার্ভিস ফর ক্লাইমেট চেইঞ্জ কনসিডারেসন ইন ডিজাইন অফ ডিজাইন অভ পদ্মা মাল্টিপারপাজ ব্রীজ প্রজেক্ট ফর এসিই
18. জেনারেটেড থ্রি ডাইমেনসনাল মডেলস অভ থ্রি অভ দি কান্ট্রিস মেজরস্ সিটিস (ঢাকা, চিটাগং, রাজশাহী) ফর গ্রামীণ ফোন লিমিটেড
19. স্ক্রিনিং, টেকনিক্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল অডিটিং অভ বিডব্লিউডিবি স্কিমস আন্ডার ওয়ামিপ ফর বিডব্লিউডিবি
20. প্রিপারেশন অভ পজিসন পেপারস শোইং সাসটেইনেবল ওয়াটার শেয়ারিং ফর সিলেকটেড নাইন রিভারস ফর জেআরসি, বাংলাদেশ
21. সাপোর্ট টু সেকেন্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন অভ বাংলাদেশ প্রোগ্রাম একটিভিটি-৫ ফর ডিওই
22. ন্যাশনাল সারকামসটেনসেস আন্ডার সেকেন্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন অভ বিডি প্রোগ্রাম ফর ডিওই
23. অপটিমাইজিং দ্যা ড্রেজিং ইন দ্যা পদ্মা এন্ড যমুনা রিভার ফর বিআইডব্লিউটিএ
24. পিপলস প্লান ফর রিভার বেসিন ম্যানেজমেন্ট ইন সাউথইস্ট কোস্টাল রিজিওন

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা/গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা সহায়তার লক্ষ্যে ICZM identification মিশনে সিইজিআইএস এর অংশগ্রহণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ও অগ্রাধিকার বিনিয়োগ কর্মসূচি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল অনুমোদন করে। প্রয়োজনীয় অর্থায়নের অভাবে উক্ত কৌশলের আলোকে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশ সরকার এবং লোকাল কনসাল্টেটিভ গ্রুপ (LCG)-এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নেদারল্যান্ড সরকার ১৪ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সময়ে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি Identification Mission for an Integrated Coastal Zone Development Programme নিয়োগ করে। মিশন তাদের কার্যক্রম একটি ইনসেপশন কর্মশালার মাধ্যমে শুরু করে এবং তাদের প্রতিবেদন একটি চূড়ান্ত কর্মশালায় উপস্থাপন করে। মিশন ৩৯ টি সংশ্লিষ্ট সংস্থা (৬ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ), ১ টি জেলা ও ১ টি বিভাগীয় প্রশাসনের সাথে বৈঠক করে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প পরিদর্শন করে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন সরকার এবং নেদারল্যান্ড দূতাবাসের নিকট দাখিল করা হয়। মিশনের সুপারিশমালা সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীরা গ্রহণ করেছে এবং পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সরকারি সংস্থা, জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিগণ সকলেই সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে শুরু এবং জোরদার করার প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করেছেন। মিশন একটি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা (Integrated Coastal Zone Management-ICZM)-র সুপারিশ করেছে যা শুধু কয়েকটি প্রকল্পের তালিকা নয় বরং একটি সুশাসনের পদ্ধতি এবং উহার টেকসই বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন পদ্ধতি।

তিনজন জাতীয় পর্যয়ের ও তিনজন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সদস্য নিয়ে মিশন গঠিত হয়। সদস্যগণ হলেনঃ কোয়েন ডি উইলডি (দলনেতা); সুলতান আহমেদ (উপ-দলনেতা); মোহাম্মদ সাহেদ মাহবুব চৌধুরী; মালিক ফিদা আব্দুল্লাহ খান; জারামপেথী সামারাকুন এবং হ্যানস ভ্যান জন।

প্রস্তাবিত কর্মসূচিগুলো পরবর্তী দশ বছরে বাস্তবায়নের জন্য তিনটি কর্মসূচি-ভিত্তিক পর্যায় যথাঃ পর্যায় ০ ঃ মার্চ ২০০৯ হতে জুন ২০১০; পর্যায় ১ ঃ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৪; এবং পর্যায় ২ ঃ জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ এ ভাগ করা হয়েছে।

কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Programme Coordination Unit)-কে পর্যায়-০ এবং পর্যায় ১-এ নিম্নলিখিত কাজগুলি উপকূলীয় ইউনিটের কার্যাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ করা হয়েছেঃ

- আঞ্চলিক পরিকল্পনা (Regional Planning) সমীক্ষা সম্পাদন
- সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার (ICRD) রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপকূলের অবস্থা (State of the Coast) হালনাগাদকরণ
- ICZM-এর উপর তথ্য বিতরণ (Dissemination)
- ICZM/Climate Change Focal Points গুলিকে সক্রিয় রাখায় সহায়তা প্রদান এবং
- ICZM-এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কারিগরি কমিটিকে জ্ঞানভিত্তিক সহায়তা প্রদান।

ICZMP প্রকল্পের অধীনে প্রস্তুতকৃত ২০০৫ সালের অগ্রাধিকার বিনিয়োগ কর্মসূচিগুলো (Priority Investment Programmes-PIP), যা অধিকাংশই বাস্তবায়ন করা হয় নাই বা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণ প্রকল্প দলিল হিসাবে রূপান্তর করে পরবর্তী প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয় নাই, যাচাই-বাছাই ও হালনাগাদ করে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করে মিশন ১৮টি প্রকল্পের একটি তালিকা প্রস্তুত করে। এ ১৮টি প্রকল্পকে উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশলের ৯টি অগ্রাধিকার কৌশল এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার ৬টি স্তম্ভের বিপরীতে মূল্যায়ন করে ৪টি প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (thematic) ভাগে ভাগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক এই প্রকল্পগুলির প্রস্তুতি এবং প্রক্রিয়ার বর্তমান অবস্থানটি এমন যে এই প্রকল্পগুলি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে পর্যায় ১-এর শুরুতে বা পর্যায়টি চলাকালীন সময়ে বাস্তবায়ন শুরু করার সুপারিশ করা হয়। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে আনুমানিক ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে।

উপকূলীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং উহার ভিত্তিতে অন্যান্য উপকূলীয় ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রচেষ্টাগুলো গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় চিহ্নিত ৮টি স্বতন্ত্র পানিবিজ্ঞানভিত্তিক অঞ্চলের ৫টির মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চল পড়েছে। উপকূলের ৫টি অঞ্চলের জন্য ৫টি আঞ্চলিক পরিকল্পনা তৈরি করে ঐগুলিকে একটি সার্বিক উপকূলীয় অঞ্চল পরিকল্পনায় উপ-পরিকল্পনা হিসেবে গণ্য করা যায়। পর্যায় ১-এ উপকূলের জন্য অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রস্তুতির সমীক্ষা সম্পাদনের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ এবং উপকূলীয় অঞ্চল পরিকল্পনায় যে সকল পোর্ট-ফলিও প্রস্তাব করা হবে ঐগুলি পর্যায়-১ এবং পর্যায়-২ এ বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়।

কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে আলাপের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, প্রস্তাবিত সার্বিক ICZM প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মিলিত তহবিল (Pool Fund) গঠন করা সম্ভব নয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের বৈচিত্র্য এবং উন্নয়ন সহযোগীর নিজস্ব পছন্দের বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত ICZM প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি মিশ্র পদ্ধতি (Mixed Mode) তহবিল গঠন করার সুপারিশ করেছে মিশন।

২. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজনের জন্য একটি Economic Model উদ্ভাবন

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজনের জন্য Economic Model উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে এই সমীক্ষায় একটি Forward-Looking Economic Model উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং পরিবর্তনশীল জলবায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোজনের জন্য ব্যয় নিরূপিত হয়েছে। সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্তঃ

পর্যায় - ১ঃ

- বর্তমান তথ্যভাণ্ডারের উন্নয়ন, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ ও compensation computational framework উদ্ভাবন

পর্যায় - ২ঃ

- কাঠামোগত অভিযোজনিক Model উদ্ভাবন
- উপকূলীয় অঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনার জন্য Economic Model উদ্ভাবন

পর্যায় - ৩ঃ

- আরো দু'টি খাতে (স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ) Economic Model উদ্ভাবন

এই পর্যবেক্ষণের প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ/প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনুধাবন ও তথ্য ভাণ্ডারের উন্নয়ন করা

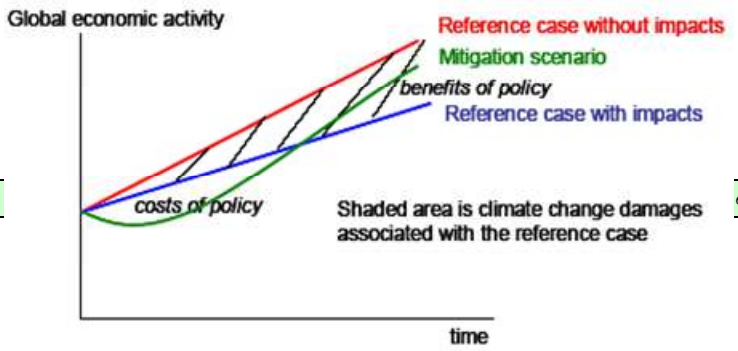

হয়েছে। এই পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা, অভিযোজনের সম্ভাব্য কৌশল ও আনুষঙ্গিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত parameter গুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি কাঠামোর outline প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অবকাঠামোগত পানি ব্যবস্থাপনার জন্য Economic Model উদ্ভাবন করা হয়েছে। এখানে ১৩৮টি পোল্ডারের উচ্চতাবৃদ্ধি অভিযোজনের অন্যতম উপায় এবং পোল্ডারগুলোর উচ্চতা বৃদ্ধির ব্যয় সম্ভাব্য সুবিধাগুলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত Economic Model টি Gunasekera & Ford (2003) এর জলবায়ুজনিত তত্ত্বীয় Model এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এ মডেলটি বিবেচনা করে চারটি ধাপে কার্যক্রম সম্পাদিত হবেঃ

ধাপ ১ঃ অসংরক্ষিত ব্যবস্থার ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ধাপ ২ঃ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সম্ভাব্য ক্ষতি নিরূপণ
ধাপ ৩ঃ অবকাঠামোগত লাভ ও ব্যয় নিরূপণ
ধাপ ৪ঃ অভিযোজনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য মডেলিং

পর্যায় ৩ এ, পর্যায় ২ এ অভিযোজনের জন্য গৃহীত একইরকম পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করে, দু'টি বিপদাপন্ন (স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ) খাতের Economic Model উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৩. উড়ির চরের উন্নয়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৩ এর মূল পরামর্শকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উড়ির চরের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনধারার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে CEGIS উড়ির চর উন্নয়নে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। মেঘনা মোহনার পরিবর্তনশীল গঠনশৈলীর কারণে সত্তরের দশকে নোয়াখালী জেলার দক্ষিণে উড়ির চরের উচ্চতা এবং বিস্তৃতি বাড়ে। বর্তমানে উড়ির চরের ভূ-ভাগ ১০,০০০ হেক্টর জায়গা নিয়ে বিস্তৃত যাতে ১,৭১৬ পরিবারে প্রায় ১০,৪০৪ জন লোক বসবাস করছে।

আশির দশকে ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উড়ির চর আলোচনার কেন্দ্রিবিন্দুতে আসে। এখনো সমুদ্র উপকূলে উন্মোচিত এ অঞ্চলটি জলবায়ুজনিত আপদসমূহ দ্বারা বিপদাপন্ন। প্রাথমিকভাবে, বর্ষা ও বন্যা পরবর্তী জোয়ারজনিত বন্যার কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে মৌসুমী কৃষি শস্যের উৎপাদন ব্যহত হয়। এছাড়াও এলাকাটি পর্যাপ্ত কাঠামোগত সুবিধাদির (যেমনঃ রাস্তা, যোগাযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃপরিচ্ছন্নতা) অভাবে নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আলোকে উড়ির চরের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের এ সমীক্ষাটি সম্পাদন করা হয়।

উড়ির চরের জীবনযাত্রা ও সমস্যা

যান্ত্রিক নৌকা উড়ির চরে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম

নদীভাঙ্গন

গ্য
হয়ে পরে

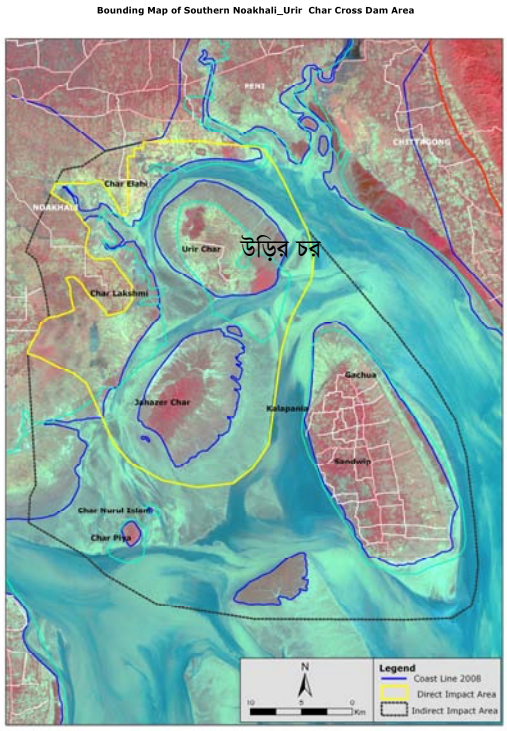

Bounding Map of Southern Noakhali_Urir Char Cross Dam Area

মেঘনা মোহনায় উড়ির চরের অবস্থান

সম্ভাব্যতা সমীক্ষাটি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সম্পাদন করা হয়। মোট ৫টি অপশন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অপশন-২ সুপারিশ করা হয় যা মূল পরামর্শক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এই অপশনটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু উড়ির চরের আশেপাশে ক্রস ড্যাম স্থাপনের সম্ভ্যব্য প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করা হয় নি। এই অপশনটিতে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণে প্রতিরক্ষা বাঁধ বিবেচনা করা হয়নি, কিন্তু জলাবদ্ধতা নিরসনে মোট ৮৮.৯ কিমি পুরোনো খাল খনন, ২.২৫ কিমি নতুন খাল খনন এবং ৬.৬৩ কিমি পুরনো খালের ব্যাপক সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ১৫টি অতিরিক্ত দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। উড়ির চরের ভিতরে চলাচলের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত মোট ৩২ কিমি প্রধান সড়ক, ৫১ কিমি সহযোগী সড়ক এবং ৮২ কিমি সংযোগ সড়কের কথা প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া সামাজিক সুবিধার অংশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত ৪টি বাজার, ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি কলেজ অথবা ্নাতক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ১৫টি গুচ্ছ গ্রাম স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

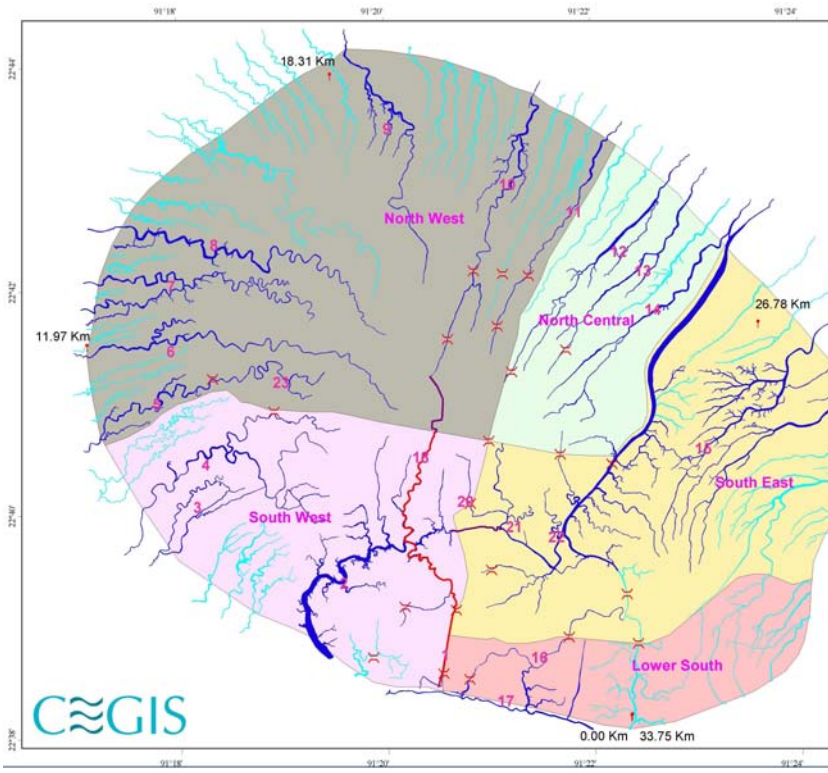

উড়ির চরের পানি সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত অপশন-২ এর মানচিত্র

অপশন-২ কে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অপশন হিসেবে সুপারিশ করার পেছনে উড়ির চরের আশেপাশের ভবিষ্যত ভুমি গঠন প্রক্রিয়াকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ২টি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা/গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অভিযোজনের অর্থনীতি

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান দুর্যোগের একটি অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন: বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, সাইক্লোন, টর্নেডো, নদী ভাঙ্গন, খরা, ভূমিকম্প এবং ভূমিক্ষয়। এসকল দুর্যোগের মধ্যে বন্যা এবং সাইক্লোন সর্বাধিক ক্ষয়সাধন করে। উন্নয়নশীল দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন এবং দুরিকরণ ক্রমান্বয়ে দূরহ হয়ে যাচ্ছে। কোপেনহেগের সর্বশেষ কনফারেন্স (সিওপি ১৫) এর সিদ্ধান্ত হয় যে কোপেনহেগেন গ্রীন ক্লাইমেট ফাণ্ড ব্যবস্থাপনা গঠন এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উন্নয়ন প্রদেশে স্থানান্তর এবং এই লক্ষে উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রসারণ, শ্রমশিল্পবিভাগের স্থানান্তরণ। প্রাথমিক অবস্থায় বিশ্বব্যাংক নেদারল্যাণ্ড সরকার এবং যুক্তরাজের সাথে অংশীদার হয়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ এই সমীক্ষার অর্ন্তবুক্ত হওয়ায় সিইজিআইএস আন্তঃদেশীয় ক্ষতি এবং উপকূলীয় বন্যা ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার ক্ষতিসমূহ নির্ধারণ কাজটি পরিচালনা করেছে।

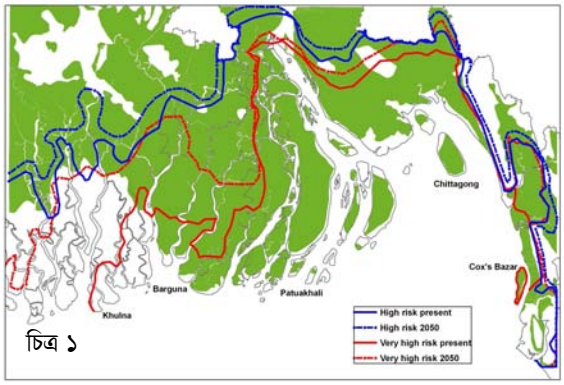

চিত্র ১

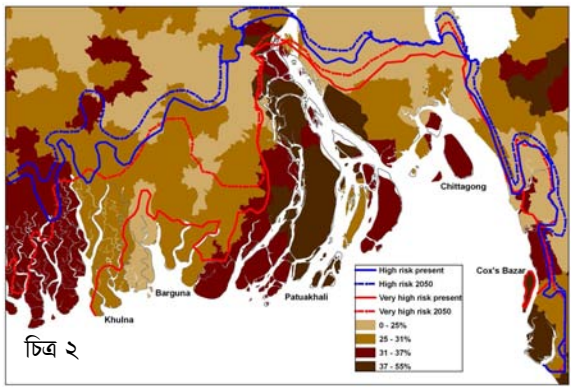

চিত্র ২

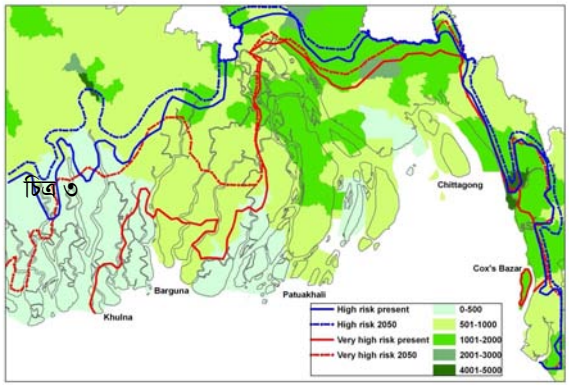

চিত্র ৩

প্রাথমিক অবস্থায় CEGIS এর কার্যক্রম সমূহ দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) প্লাবিত অঞ্চল এর ফলাফল (২) পূর্বের অবস্থার পর্যবেক্ষণ: দির্ঘস্থায়ী অভ্যন্তরীণ বন্যা পরিস্থিতি রোধ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেক্টরে দুর্যোগের ফলাফল নির্ধারণের জন্য একটি প্রফাইল উদ্ভাবন করা হয়। এর মাধ্যমে যে সমস্ত স্থান বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তা চিহ্নিত করা হয় সংকটপূর্ণ এলাকা হিসাবে। মানচিত্রের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রহস্ত এলাকাগুলির একটি সম্মক চিত্র প্রকাশ করা হয়।

এই সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায় যে সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় ঝড়ে বরিশাল বিভাগের কমপক্ষে ১.৩ মিলিয়ন অথবা ১৭% জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে চট্টগ্রাম, যেখানে কমপক্ষে ৩.১৫ মিলিয়ন (২১% জনগণ) ক্ষতির সম্মুখীন। এখানে আরো দেখা যায় চট্টগ্রাম (অতিরিক্ত ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা) এবং বরশিাল (সাধারণ ঘন বসতি পূর্ণ এলাকা) চিহ্নিত হয়েছে অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ এলাকা হিসাবে। চিত্র ২ এ প্রদর্শিত মানচিত্রের মাধ্যমে দেখা যায় যে চট্টগ্রামের মোট ২৫% রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। চিত্র ৩ দেখানো হয়েছে বরিশাল বিভাগে ১৭০০ বর্গ কি:মি: এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ১৪০০ বর্গ কি:মি: এলাকার ফসল অত্যন্ত ঝুকির মধ্যে অবস্থান করছে। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মোট ৪.৮ মিলিয়ন জনগণ ঝুকির মধ্যে বাস করছে এবং ৭.৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলার সমপরিমান সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগের ফলশ্রুতিতে।

২. পদ্মা বহুমূখী সেতুর ডিজাইনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

প্রকল্পটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রায় ৬.১৫ কি:মি:দির্ঘ সেতু যার জন্যে কমপক্ষে ২২৪৯.৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার ব্যয় হবে। জলবায়ু পরিবর্তন পদ্মা বহুমুখী সেতুর স্থাপনার উপর কি ধরনের প্রভান ফেলবে তা অনুধাবনের জন্য পদ্মা ব্রিজ কর্তৃপক্ষ CEGIS কে অন্তর্ভূক্ত করেছে যাতে জলবায়ু পরিবর্তন পদ্মা বহুমুখী সেতুর স্থাপনে কোনরূপ ক্ষতিসাধন না করে।

এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচেছ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর নকশাটি এবং জনগণ অথবা পরিবেশের সম্ভাব্য ঝুকি সমূহগুলি বিবেচনা করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে একটি প্রকল্প তৈরী করা যা বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারটির সাথে খাপ খাওয়াতে প্রস্তুত। পদ্মা সেতুর নকশাটি প্রস্তুতকালে জলবায়ু বিষয়ক প্যারামিটারগুলি যেমন: তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বাতাসের গতি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয়গুলোর পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের বিষয়টি পর্যলোচনা করা হয়েছে আঞ্চলিক জলবায়ু মডেলিং ডিজাইনের মাধ্যমে যা পিআরআইএস নামে পরিচিত (প্রভাইডিং রিজিওনাল ক্লাইমেট ফর ইমপ্যাক্ট স্টাডিস: সিসিসি ২০০৯)। এছাড়াও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার তিনটি ভিন্ন দৃশ্যপট (০.৯৮ মি: ০.৬০ মি:, ০.২৬ মি) (IPCC ২০০৭), AIFI দৃশ্যপট, অতিরিক্ত বরফ গলা এবং বঙ্গোপসাগরের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এই পর্যবেক্ষণের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর নিয়মিত কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি, বেসরকারি, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সিইজিআইএস এর কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহৃত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ মডেল, জিআইএস, আরএস ও ডাটাবেইস এর প্রয়োগ ও ব্যবহারের উপর ধারনা প্রদান।

২০০৮-০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক প্রদানকৃত প্রশিক্ষণের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিবরণঃ

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	কর্মকর্তার সংখ্যা
ট্রেনিং অন ইনট্রডাকসন টু আর্ক জিআইএস	১	১৩ জন
ট্রেনিং অন ডেভেলপমেন্ট অফ জিআইএস বেইজড সল্ট ইন্ড্রাষ্ট্রিজ ইনফরমেশন সিস্টেম টু মানটর দি সল্ট আয়োডাইজেসন ইন বাংলাদেশ	১	১৫ জন
ইন্ট্রোডাক্টোরি কোর্স অন জিআইএস	১	২৫ জন
ইন্ট্রোডাক্টোরি কোর্স অন আরএস	১	২৫ জন
কনসেপচুয়াল কোর্স অন স্পেশাল অ্যানালাইসিস	১	২৫ জন
জিআইএস/ আরএস অ্যাপলিকেশন ইন ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট	১	২৫ জন
প্রজেক্ট অন জিআইএস/ আরএস অ্যাপলিকেশন ইন ওয়াটার রিসোর্স	১	২৫ জন
মোটঃ	**৭**	**১৫৩ জন**

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিবরণঃ

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	কর্মকর্তার সংখ্যা
ট্রেনিং অন ইনট্রোডাকসন টু আর্ক জিআইএস	১	১৫ জন
ইন্ট্রিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিস: গ্লোবাল এন্ড বাংলাদেশ পারসপেকটিভস	১	২৫ জন
মোটঃ	**২**	**৪০ জন**

দেশীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য সিইজিআইএস এর কর্মকর্তাগণকে বিদেশেও প্রেরণ করে থাকে। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করে কর্মকর্তাগণ পুনরায় সিইজিআইএস এ যোগদান করেন এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার আলোকে সিইজিআইএ-কে আরো সমৃদ্ধ করেন। ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরিত কর্মকর্তাগণের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ গ্রহণঃ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	দেশ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
১	ইউনাইটেড ন্যাশনস ইন্টারন্যাশনাল ইউএন-স্পাইডার ওয়ার্কশপ	ভিয়েনা, অষ্ট্রিয়া	৩-৫ জুন ২০০৯	**১ জন**
২	টুয়েলভ রিজিওনাল কাউন্সিল মিটিং অফ দি গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপ-সাউথ এশিয়া	কাঠমুন্ডু, নেপাল	৩১ মে- ১ জুন ২০০৯ (২ দিন)	**২ জন**
৩	জয়েন্ট আইসিটিপি/আইএইএ ট্রেনিং ওয়ার্কশপ অন টেকনোলজি এন্ড পারফরম্যান্স অভ ডিজালিনেশন সিস্টেম	ইটালী	১১-১৫ মে ২০০৯ (৫ দিন)	**১ জন**
৪	ফিফথ ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ফোরাম	ইস্তাম্বুল, তুরস্ক	১৫-২২ মার্চ ২০০৯	**১ জন**
৫	ইউকে-বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ কনফারেন্স ওয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি	লন্ডন	১০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ (১ দিন)	**২ জন**

২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ গ্রহণঃ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	দেশ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
১	ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপ অন চ্যালেঞ্জেস অভ ওয়াটার স্ট্রেস এন্ড ক্লাইমেট চেইঞ্জ আন দি হীমালয়ান রিভার বেসিন্স	কাঠমুন্ডু, নেপাল	৬-৭ আগস্ট ২০০৯ (২ দিন)	**১ জন**
২	UNFCC টেকনিকাল ওয়ার্কশপ	এপিয়া, সামোয়া	২-৫ মার্চ ২০১০ (৪ দিন)	**১ জন**

এছাড়াও সিইজিআইএস বিভিন্ন বিষয়ের উপর ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।

ওয়ার্কশপ

বিষয়	সময়
প্রিপারেসন অভ এ ডিস্ট্রিক টাউন মাস্টার প্লান ফর পৌরসভাস আন্ডার দি ড্রিস্ট্রিক টাউনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	২২ ডিসেম্বর ২০০৮
কম্প্যাটিবিলিটি অভ জিআইএস ড্যাটা এন্ড ডেভেলপমেন্ট অভ গাইডলাইন্স ফর মেটাড্যাটা, ড্যাটা শেয়ারিং প্রটোকল এন্ড ন্যাশরাল জিআইএস পলিসি	২২ অক্টোবর ২০০৮
ইনস্টিটিউশনাল এরেঞ্জমেন্ট ফর কপোতাক্ষ বেসিন ম্যানেজমেন্ট	১৭-২৪ আগস্ট ২০০৯
আপডেটিং ন্যাশনাল এগ্রো-ইকোলজিকাল জোন ডাট বেইজ	২২ ডিসেম্বর ২০০৯

সেমিনার

বিষয়	সময়
ডিসেমিনেসন সেমিনার অন রিভারব্যাংক এরোসন প্রেডিকশন ফর ২০০৯	৩০ এপ্রিল
ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অন লং লিড ফ্লাড ফোরকাষ্ট টেকনোলজি ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট	৩-৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮

সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের গুরুত্ব ও সরকারি বিধি-বিধান এবং সিইজিআইএস এর সেবা গ্রহণ

আমাদের অত্যন্ত সচেতন ও সতর্ক হয়ে উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিতে হবে যাতে দেশের সীমিত সম্পদের উৎপাদনশীলতা ব্যহত না হয়। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিশদ IEE, EIA সম্পাদন এবং প্রকল্প চলাকালে/সমাপ্তির পর EMP বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের টেকসই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা যায়। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি বিবেচনা করেই পরিবেশসম্মত প্রকল্প গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সরকার উহার বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা, কার্যক্রম, আইন ও বিধিতে IEE, EIA, EMP এর বিষয়টি বাধ্যতামূলক করেছে।

পরিবেশ নীতি ১৯৯২ অনুযায়ী সকল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থাকরণ এবং পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদি-র পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ, ইত্যাদি; পরিবেশ সংক্রান্ত কার্য-পরিকল্পনা ১৯৯২ অনুযায়ী পানি সম্পদ খাতে সকল প্রস্তাবিত ও নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনায় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া (ই আই এ) নিরূপণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭ তেও এ বিষয়গুলো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী সকল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিশদ IEE, EIA সম্পাদন এবং প্রকল্প চলাকালে EMP বাস্তবায়ন করতে হবে।

এ ছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭ অনুযায়ী রাস্তা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ (ফিডার রোড, স্থানীয় রাস্তা); সেতু নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ (দৈর্ঘ্য ১০০ মিটারের নিচে); সার প্রস্তুত (ইউরিয়া/টিএসপি), বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন; পয়ঃবর্জ্য পরিশোধ প্লান্ট নির্মাণ; পানি পরিশোধ প্লান্ট নির্মাণ; সুয়ারেজ পাইপলাইন স্থাপন /প্রতিস্থাপন/সম্প্রসারণ; পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিতরণ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন/সম্প্রসারণ; খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান/উত্তোলন/বিতরণ; বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, পোল্ডার, ডাইক ইত্যাদি নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ; রাস্তা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ (আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক); সেতু নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ (দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার বা তদুর্ধ্বে); ইত্যাদি কমলা-খ এবং লাল শ্রেণীভুক্ত এবং এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আইইই এবং ইআইএ সম্পাদন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক।

সিইজিআইএস লাভের-জন্য-নয় (not-for-profit) এমন একটি প্রতিষ্ঠান। সরকারের বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা, কার্যক্রম, আইন ও বিধির নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ কর্তৃক উল্লিখিত বিষয়ে গৃহীত/গৃহীতব্য প্রকল্পের IEE, EIA সম্পাদন ও EMP প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের Benefit Monitoring and Evaluation (BME) এর কাজ, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজ এবং প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য সংস্থার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পদের জিআইএস ও আরএস ভিত্তিক ড্যাটাবেইস প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুতি ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বল্প খরচে দেশীয় নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিইজিআইএস-এর সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট ১ ও ২

পরিশিষ্ট-১

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৮-২০০৯						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০০৯পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (১ম সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০০৮-০৯)	৯৬৯৮.০০ ৭৭৩৭.০০	১৯৬১.০০ ২৫৫১.০০	১৮১০.০০ ১৩২৫.০০	৪৮৫.০০ ৪১০.০০	১৪৬২.৬৬ ১১৭১.৩০	২৯১.৩৬ ২৫৬.০০	১০.০০	৯.০০	৯৬.১৯
২	যমুনা নদীর ভাংগন হইতে সিরাজগঞ্জ জেলায় মেঘাই বাজার, শুভগাছা ও সিমলা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১৯৯৯-০০ থেকে ২০০৬-০৭)	১০৮১৫.০০	১০৮১৫.০০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪২.৯৯
৩	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২০০১-০২ থেকে ২০০৯-১০)	১৩২৬০.০০	১৩২৬০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	৯.৮০	৯.৮০	২৩.৮৯
৪	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০০৯-১০)	৩৮৫৮০.০০ ২৭৯৩২.০০	১০৬৪৮.০০ ১৫০৭১.০০	৫৮২০.০০ ৪৫২০.০০	১৩০০.০০ ২৫২০.০০	৫৬৭৫.৮৮ ৪৫২০.০০	১১৫৫.৮৮ ২৫২০.০০	২০.০০	১৮.০০	৮০.০০
৫	খালিয়াঝুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৯-১০)	৩৪১৩.০০	৩৪১৩.০০	৫৮৪.০০	৫৮৪.০০	৩৩০.১৮	৩৩০.১৮	১০.৫০	৬.৩০	৬৭.৩০
৬	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে ফুলছড়ি থানা হেডকোয়ার্টার ও কামারজানি বাজার রক্ষা প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৮-০৯)	৪৭৯৪.০০	৪৭৯৪.০০	৮২৫.০০	৮২৫.০০	৬৭৪.৫৮	৬৭৪.৫৮	১২.৫৩	১২.৫৩	১০০.০০
৭	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৮-০৯)	১১৫২৫.০০	১১৫২৫.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৯১.৮৩	১১৯১.৮৩	১২.৫০	১২.৫০	৬৩.৪৫
৮	উপকুলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোল্ডার) (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৮-০৯)	৬৫২৫.০০	৬৫২৫.০০	৫৮৩.০০	৫৮৩.০০	৩১০.৬৮	৩১০.৬৮	৮.৯৩	৫.৩৬	৭১.৯৬
৯	রাজশাহী জেলার	১৭৭৫৫.০০	১৭৭৫৫.০০	১৫৯০.০০	১৫৯০.০০	১৫৮৯.১০	১৫৮৯.১০	৬.১০	৬.১০	৫৮.৯৪

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৮-২০০৯						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০০৯পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	গোদাগাড়ী উপজেলায় রাজবাড়ী হইতে বালিয়াঘাটা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৮-০৯)									
১০	ফরিদপুর জেলার সদর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হইতে ফরিদপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৮-০৯)	১২১৯৯.১৬	১২১৯৯.১৬	৩৬৭৫.০০	৩৬৭৫.০০	৩৬৫১.৫৯	৩৬৫১.৫৯	৩০.০০	৩০.০০	১০০.০০
১১	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০১.০০ ৭৮৫৭৮.০০	১৯৭২৩.০০ ৬৫৫৮৭.০০	৩২৭৯.০০ ২৪৬৩.০০	৮১৬.০০ ২০০১.০০	২৪৮২.১৮ ১৯২০.৭৯	৫৬১.৩৯ ১৯২০.৭৯	৩.৩৩	২.৭১	২.৮২
১২	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	৪১২৮০.০০ ৩১৪৭১.০০	৯৮০৯.০০ ২৮৪২৫.০০	৮২০০.০০ ৬২০০.০০	২০০০.০০ ৫৫০০.০০	৮০৪৪.৭৭ ৬১৭৫.১৬	১৮৬৯.৬১ ৫৪৯৫.৮২	৩২.৭৬	৩২.৭০	৪৯.৪৮
১৩	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (পিসি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০)	৪৫৬৪.০০	৪৫৬৪.০০	৪৩০.০০	৪৩০.০০	৪২৯.৩২	৪২৯.৩২	৯.০০	০.০০	১.১২
১৪	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০)	৩৪২৩.০০	৩৪২৩.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৯৪.৯৭	৭৯৪.৯৭	২৩.২৯	২৩.২২	৪৭.০৫
১৫	গাইবান্ধা জেলার বাগুরিয়া, সৈয়দপুর, কঞ্চিপাড়া ও বালাসীঘাট রক্ষা প্রকল্প(২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৮.২৬	৯৯৮.২৬	২০.০০	২০.০০	৫৫.৬৬
১৬	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)	৯৩৭৯.০০ ৮৪৭৯.০০	৯০০.০০ ৪০১২.০০	২৫৮২.০০ ২৩৮২.০০	২০০.০০ ১৮৮২.০০	২৫৩০.৪৮ ২৩৮১.১৫	১৪৯.৩৩ ১৮৮১.৮৫	২৭.৫৩	২৭.৫৩	৭৪.৫৩
১৭	বঙ্গপোসাগর হইতে ভূমি উদ্ধারের সম্ভাব্যতা যাচাই পাইলট প্রোগ্রামিং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়োলজীক্যাল ইন্টারভেনশন প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)	১৮১.০০	১৮১.০০	৭০.০০	৭০.০০	৬১.১৬	৬১.১৬	৩৬.০০	৩৬.০০	১০০.০০
১৮	জিয়ানগর হুলারহাট	২৯৮৬.০০	২৯৮৬.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৯৭.০০	৩৯৭.০০	২০.১৪	২০.১৪	৬৭.০২

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৮-২০০৯						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০০৯পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)									
১৯	সাতক্ষীরা জেলাধীন উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের পোল্ডার নং ১ ও ২ এর জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)	১৬৭৮.০০	১৬৭৮.০০	২৬৫.০০	২৬৫.০০	২৫৪.৩৫	২৫৪.৩৫	১৫.৮০	১৫.৮০	৭০.৬২
২০	বাগেরহাট জেলার সদর ও কচুয়া উপজেলার বেমর্তা প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)	১০০১.০০	১০০১.০০	২৪৫.০০	২৪৫.০০	২৪৫.০০	২৪৫.০০	২৪.৪৮	২৪.৪৮	৭১.২৬
২১	ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) প্রকল্পের নিষ্কাশন উন্নয়নের কাজ (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০	৬৬৫.০০	৬৬৫.০০	৬৬২.১৭	৬৬২.১৭	৫৪.০৭	৫৪.০৭	১০০.০০
২২	ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	২৪৬৪.০০	২৪৬৪.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৯৯.৮৯	৫৯৯.৮৯	২৫.০০	২৫.০০	৬৩.৬০
২৩	মেঘনা-তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে দৌলৎখাঁন শহর রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)(২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	১৫৭৪.০০	১৫৭৪.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৯০.১২	৩৯০.১২	১৬.৫২	১৬.৫২	৯২.৫২
২৪	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	২১৯০.০০	২১৯০.০০	৩৫১.০০	৩৫১.০০	৩১৯.৯৪	৩১৯.৯৪	১৭.০০	১৭.০০	৪৪.০০
২৫	সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার কদুপুর-বসন্তপুর, মানিককোনা, ভেলাকোনা ও মনিপুর এলাকা কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	১১০০.০০	১১০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৭৭০.৫৬	৭৭০.৫৬	৮৫.৪৫	৮৫.৪৫	৯৪.১৫
২৬	সিলেট সদর উপজেলাধীন গোয়ালীছড়া, কাজীরবজারছড়া, জাংগালিয়া ঝুগিরগাঁও এবং মাহতাবপুর প্রতিরক্ষা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে	৩৩৮.০০	৩৩৮.০০	১৯৫.০০	১৯৫.০০	১৯৫.০০	১৯৫.০০	৮৪.৮৪	৮৪.৮৪	১০০.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৮-২০০৯						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০০৯পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	২০০৮-০৯)									
২৭	বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলাধীন ভান্ডারবাড়ী ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ প্রকল্প(২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	২২৯৮.০০	২২৯৮.০০	৬৬৪.০০	৬৬৪.০০	৫৮৭.৩৫	৫৮৭.৩৫	২০.০০	২০.০০	১০০.০০
২৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)(২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৯৫৮.০০	৬৯৫৮.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৬৭৫.০২	৬৭৫.০২	১১.৫০	১০.৫০	৩৬.৫০
২৯	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পাশ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	২৪৯৯৬.০০	২৪৯৯৬.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫৯৭৯.৮৫	৫৯৭৯.৮৫	২৬.০৩	২৬.০০	৫৬.৭৩
৩০	খুলনা জেলাধীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিএনএস তিতুমীর নৌঘাটি ভৈরব নদীর ভাংগন হতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৮-০৯)	১১০৪.০০	১১০৪.০০	৩০১.০০	৩০১.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৫.০০	২৫.০০	৫০.০০
৩১	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৮-০৯)	২০১৫.০০	২০১৫.০০	৩০১.০০	৩০১.০০	৩০১.০০	৩০১.০০	১৯.০০	১৯.০০	২৪.০০
৩২	চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় কোষ্টগার্ড স্টেশন সাংগু নদীর ভাংগন হতে রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৮-০৯)	৮৯২.০০	৮৯২.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৯৯.৯৬	২৯৯.৯৬	৩৯.০০	৩৬.০০	৮৬.০০
৩৩	নাটোর জেলায় লালপুর উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	২৩৬৮.০০	২৩৬৮.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৯৬.৮৭	৪৯৬.৮৭	৩৪.০৬	৩৪.০৬	৬৭.০৩
৩৪	মুন্সিগঞ্জ জেলার	৮৮৮২.০০	৮৮৮২.০০	৪২০০.০০	৪২০০.০০	৪১৯৯.৯৭	৪১৯৯.৯৭	৭০.০০	৬৭.৯০	৭২.৯০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৮-২০০৯						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০০৯পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	টংগীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাঁও হাসাইল-বানারী ও দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)									
৩৫	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	১৪৩৩৯.০০	১৪৩৩৯.০০	১৮১৪.০০	১৮১৪.০০	১৮১৩.৫৮	১৮১৩.৫৮	৫০.৭৩	৫০.৭৩	৫৯.৪৫
৩৬	কুড়িগ্রাম জেলার বৈরাগীর হাট হইতে চীলমারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাংগন রোধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৮-০৯)	৯৩৬৮.০০	৯৩৬৮.০০	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০	৩৫৯৪.০৪	৩৫৯৪.০৪	৭৭.০০	৭৭.০০	৮৪.৮৬
৩৭	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	২২৩০.০০	২২৩০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৯৯.৮০	৪৯৯.৮০	২০.৩৯	২০.৩৯	২৯.৩৫
৩৮	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	২৯০৫১.০০ ২০৫২৩.০০	৮৫২৮.০০ ১৯৫৮২.০০	১১৯০০.০০ ৯৬৮০.০০	২২২০.০০ ৯৩৬০.০০	১১০২৪.৯২ ৮৯৫৩.০০	২০৭১.৯২ ৮৬৩৩.০০	৪৩.০০	৪৩.০০	৫০.০০
৩৯	যমুনা নদীর ভাংগন হইতে তাত শিল্প সমৃদ্ধ বেতিল ও এনায়েতপুর বাজার এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৮-০৯)	৩১৩৯.০০	৩১৩৯.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৩৮.০৯	২৪৩৮.০৯	০.০০	০.০০	১০০.০০
৪০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১৫৪৫০.০০	১৫৪৫০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৭৬৮.০৬	১৭৬৮.০৬	১০.৬০	১০.৬০	১০.৬০
৪১	২০০৭ সনের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্থ (সিডর) কাজের জরুরী ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২)	১৮০৬৫.০০ ১৮০৬৫.০০	০.০০ ১৬৩৭০.০০	২২৯.০০ ২২৯.০০	০.০০ ২২৩.০০	৩৪.৭৩ ৩৪.৭৩	০.০০ ৩৪.৭৩	০.৫০	০.১০	০.১০
৪২	ভোলা জেলাধীন	২৩০৯.০০	২৩০৯.০০	৫১৬.০০	৫১৬.০০	৪৯৭.৮২	৪৯৭.৮২	২৩.৫০	২৩.৫০	১০০.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৮-২০০৯						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০০৯পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	লালমোহন উপজেলার অতিঝুকিপূর্ণ অংশে ভাংগন রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)									
৪৩	নারদ নদী, মুসা খান নদী, (আং) এবং চারঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১৩৩৪.০০	১৩৩৪.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৩৪৯.৯৮	৩৪৯.৯৮	৪৬.০১	৪৬.০০	৪৬.০০
৪৪	চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-৩ (২০০৮-০৯ থেকে ২০০৯-১০)	২৪৬৭.০০	২৪৬৭.০০	৮৫১.০০	৮৫১.০০	৮৫১.০০	৮৫১.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
৪৫	গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমুন্নত রাখার জন্য জি, কে, সেচ প্রকল্পের পাম্পের জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্প (২০০০-০১ থেকে ২০০৮-০৯)	১৯৫২৫.০০ ১২০৫৪.০০	৭৪৭১.০০ ০.০০	২৪০৫.০০ ০.০০	২৪০৫.০০ ০.০০	২৪০০.৩০ ০.০০	২৪০০.৩০ ০.০০	১৬.০০	১৬.০০	১০০.০০
৪৬	মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)	১৫০৬০.০০	১৫০৬০.০০	২৫৫.০০	২৫৫.০০	১৯৩.৩৪	১৯৩.৩৪	১.৮৩	১.৪০	১৭.৬৬
৪৭	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০)	৬২২০.০০	৬২২০.০০	৮২৫.০০	৮২৫.০০	৮০৮.৯০	৮০৮.৯০	১৬.০০	১৬.০০	২৯.৯৪
৪৮	দক্ষিণ কুমিলা ও উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)	২৯৮৪৮.০০	২৯৮৪৮.০০	৫৬৪.০০	৫৬৪.০০	৫৫৯.১৫	৫৫৯.১৫	৪.০০	৪.০০	৭.৯৫
৪৯	সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	২৬০২৫.০০ ১৯৫০৭.০০	৬৫১৮.০০ ১৩৭০৩.০০	২১৩৫.০০ ১৬৭০.০০	৪৬৫.০০ ৬০০.০০	১৫৫৫.০০ ১৩০০.০০	২৫৫.০০ ২৩৬.০০	৭.০০	৫.৬০	৯.৬৫
৫০	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	১০৯৯৭.০০	১০৯৯৭.০০	৩৬০.০০	৩৬০.০০	৩৩৫.৯২	৩৩৫.৯২	২.১০	২.১০	১৩.২৭
৫১	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২০৭৮০.০০	২০৭৮০.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৩৮২.৩৮	৩৮২.৩৮	২.১৭	২.১৭	৫.৩৭
৫২	বকাই গৌরনদী	৬৯০.০০	৬৯০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	৯৯.৪৭	৯৯.৪৭	২৪.০০	২০.৪০	৮১.৪০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৮-২০০৯						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০০৯পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	আগৈলঝড়া চৌদ্দমাদার বিল প্রকল্পের অসমাপ্ত বাঁধ ও খাল খনন কাজ সমাপ্তকরণ (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)									
৫৩	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	২২৭২১.০০	২২৭২১.০০	১৯২৫.০০	১৯২৫.০০	১৮২৭.০২	১৮২৭.০২	৭.৭৪	৭.৭৪	২৮.০৯
৫৪	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	৪৪৮০.০০	৪৪৮০.০০	১৯৭৫.০০	১৯৭৫.০০	১৯৭৪.৯৭	১৯৭৪.৯৭	৪৪.৬৪	৪৪.৬৪	৭৩.৯৭
৫৫	মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	১৪৪৫.০০	১৪৪৫.০০	২৫৩.০০	২৫৩.০০	১৪৭.১৪	১৪৭.১৪	১৭.৫১	১৩.০০	২০.০০
৫৬	ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	১৪৬১.০০	১৪৬১.০০	১২৬.০০	১২৬.০০	২৯.২৬	২৯.২৬	৫.০০	২.০০	২৯.৩৮
৫৭	এ্যাসটুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৫৭৬৮.০০ ৫০৬৭.০০	৭০১.০০ ৫০৬৭.০০	৭৩৩.০০ ৬০০.০০	১৩৩.০০ ৬০০.০০	৫৭২.২৫ ৫২৪.৬৫	৪৭.৬০ ৫২৪.৬৫	১৫.১০	১৫.১০	৩৪.৮৫
ওয়ারপোঃ										
৫৮	ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগের প্রভাব নিরুপণ প্রকল্প (০১-০১-০৬ থেকে ৩০-০৯-০৮)	২৭৯.০০	২৭৯.০০	১৫৭.০০	১৫৭.০০	৫৩.৭৬	৫৩.৭৬	৩১.০০	২০.০০	৯০.০০
৫৯	সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে আঞ্চলিক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (০১-০৭-০৬ থেকে ৩১-০১-০৯)	১৯৩.০০ ১৪৭.০০	৪৬.০০ ১০৯.০০	১০৪.০০ ৯৭.০০	৭.০০ ০.০০	৮১.৪৩ ৭৮.০৭	৩.৩৬ ০.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	১০০.০০
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটঃ										
৬০	নদী প্রবাহ ও মরফোলজির উপর ব্যান্ডালিং এর প্রভাব সম্পর্কিত গবেষনা প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)	৮৪.০০	৮৪.০০	২৬.০০	২৬.০০	২২.০০	২২.০০	৩১.০০	২৬.৩৫	৯৫.৩৫
৬১	নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯)	৮৫৮.০০	৮৫৮.০০	২৫৮.০০	২৫৮.০০	২৪০.০০	২৪০.০০	১৫.০০	২৭.৯৮	১০০.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৮-২০০৯						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০০৯পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডঃ										
৬২	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি এলাকার আশ্রায়ন/আবাসন প্রকল্পে বন্যাজনিত ঝুকি প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৮-০৯)	৯০২.০০	৯০২.০০	৪৮৯.০০	৪৮৯.০০	৪৪৯.০০	৪৪৯.০০	৪০.০০	৩৬.০০	৩৬.০০

২০০৯-২০১০ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৯-২০১০						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	১১৩৮০.০০	২১৩৯.০০	৮৫৮.০০	৫৩.০০	৫৭৭.০৯	৪৭.৯৪	৩.০০	২.২০	৮৯.৯৬
		৯২৪১.০০	৩১৮৪.০০	৮০৫.০০	৩১১.০০	৫২৯.১৫	১২৪.১১			
২	যমুনা নদীর ভাংগন হইতে সিরাজগঞ্জ জেলায় মেঘাই বাজার, শুভগাছা ও সিমলা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	৭৯৪৩.০০	৭৯৪৩.০০	১.০০	১.০০					৪২.৯৯
৩	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১০-১১)	১৩২৬০.০০	১৩২৬০.০০	১৭৬৫.০০	১৭৬৫.০০	১৭৬২.৯৭	১৭৬২.৯৭	১৩.৩০	১২.৯৫	৩৭.৬০
৪	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৪৩৩৪৯.০০	১৪৫৭০.০০	৭৯৯৫.০০	৯৯৫.০০	৬০৪৩.৪৪	৯৮৮.৮০	১৬.০০	১৪.০০	৭৭.০০
		২৮৭৭৯.০০	১৫০৭১.০০	৭০০০.০০	৩৩২৫.০০	৫০৫৪.৬৪	২১৩০.২৬			
৫	খালিয়াঝুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	৪১৬১.০০	৪১৬১.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৯৪.৫৮	৫৯৪.৫৮	১৪.১৪	১৪.১৪	৬৮.৮৭
৬	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	১১৫২৫.০০	১১৫২৫.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৬৮৩.১৫	১৬৮৩.১৫	১৪.৭৫	১৪.৭৫	৬৯.৫০
৭	উপকুলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোল্ডার) (১ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	৭১২৭.০০	৭১২৭.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৫৯৪.২৭	৫৯৪.২৭	৯.১২	৮.২০	৮০.১৬
৮	পানি ব্যবস্থাপনা	৯৮৩০১.০০	১৯৭২৩.০০	৯৮৬০.০০	৯০০.০০	৫৭৪৮.৭০	৭৩৩.৭৩	১০.০৩	৮.০৩	১০.৮৫

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৯-২০১০						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৭৮৫৭৮.০০	৬৫৫৮৭.০০	৮৯৬০.০০	৮৯৬০.০০	৫০১৪.৯৭	৫০১৪.৯৭			
৯	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৪১১৫.০৭	২৭০৭০.০০	১২০০০.০০	৪০০০.০০	১১২৯৫.৬৩	৩৯১৭.২৮	২৫.০০	২৩.৮০	৭৩.২৮
		৩৭০৪৫.০৭	৩৩৯৩৩.১৭	৮০০০.০০	৭৭০০.০০	৭৩৭৮.৩৫	৭২৬৮.৭২			
১০	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (পিসি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩)	৪৫৬৪.০০	৪৫৬৪.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৫৬৪.৯৩	৫৬৪.৯৩	৩০.৪২	২৯.১০	৩০.২২
১১	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৪০০০.০০	৪০০০.০০	১১৭৫.০০	১১৭৫.০০	১১৭২.৫০	১১৭২.৫০	২৩.৩৭	২০.৩৭	৬৭.৪২
১২	গাইবান্ধা জেলার বাগুরিয়া, সৈয়দপুর, কঞ্চিপাড়া ও বালাসীঘাট রক্ষা প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০)	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১৯৬০.০০	১৯৬০.০০	১৮১৩.৮৫	১৮১৩.৮৫	৪৪.৩৪	৪৩.৪৫	৯৯.১১
১৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩)(২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	১৫৪৮১.০০	২১৭৪.০০	২৬৫৫.০০	১২৫.০০	২৫৫৫.০০	১২৫.০০	১৯.১৯	১৮.৬১	৯৩.১৪
		১৩৩০৭.০০	৯২৪০.০০	২৫৩০.০০	১২৯৬.০০	২৪৩০.০০	১১৯৬.০০			
১৪	জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০)	৩২৮৪.০০	৩২৮৪.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	২৩.০০	২৩.০০	৯০.০০
১৫	সাতক্ষীরা জেলাধীন উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের পোল্ডার নং ১ ও ২ এর জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০)	১৬৭৮.০০	১৬৭৮.০০	৩৭৩.০০	৩৭৩.০০	৩৪৯.৫৩	৩৪৯.৫৩	২৯.৩৮	২৮.১০	৯৮.৭২
১৬	ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	২৪৫৩.০০	২৪৫৩.০০	৯৮৩.০০	৯৮৩.০০	৯৮১.৩৭	৯৮১.৩৭	৩৩.৩৮	৩৩.৩৮	১০০.০০
১৭	মেঘনা-তেতুলিয়া	১৫৭৪.০০	১৫৭৪.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৫৫.০০	৩৫৫.০০	২৪.০৪	২৪.০৪	১০০.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৯-২০১০						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	নদীর ভাঙ্গন হতে দৌলৎখাঁন শহর রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)									
১৮	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	২২৫৫.০০	২২৫৫.০০	৮৫০.০০	৮৫০.০০	৮৪৯.৯৯	৮৪৯.৯৯	৩৬.৪০	৩৫.৫০	৭৯.৯০
১৯	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৯৫৮.০০	৬৯৫৮.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৫৯৩.৬৪	১৫৯৩.৬৪	২২.০০	২২.০০	৫৮.৫০
২০	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পাশ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প ((১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২৫৪৭৯.০০	২৫৪৭৯.০০	৬৮০০.০০	৬৮০০.০০	৬৭৬০.৫৯	৬৭৬০.৫৯	৩৪.১৩	৩৪.১৩	১০০.০০
২১	খুলনা জেলাধীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিএনএস তিতুমীর নৌঘাটি ভৈরব নদীর ভাংগন হতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	১৪২৯.০০	১৪২৯.০০	৮৫৪.০০	৮৫৪.০০	৮৫২.৭৯	৮৫২.৭৯	৬০.০০	৫৭.০০	৯৭.০০
২২	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২০১৫.০০	২০১৫.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৮৯৯.৫৪	৮৯৯.৫৪	৪৫.০০	৪৫.০০	৬৯.০০
২৩	চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় কোষ্টগার্ড স্টেশন সাংগু নদীর ভাংগন হতে রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	৯৭৫.০০	৯৭৫.০০	২৯৬.০০	২৯৬.০০	২৯৩.৮৬	২৯৩.৮৬	১৪.০০	১৪.০০	১০০.০০
২৪	নাটোর জেলায় লালপুর উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	২৩৬৮.০০	২৩৬৮.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৭.৫৬	৯৯৭.৫৬	৩২.৯৭	৩০.০০	৯৭.০৩
২৫	মুন্সিগঞ্জ জেলার	৮০৩৩.০০	৮০৩৩.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৯৬.২৪	৩৪৯৬.২৪	২৫.০০	২৫.০০	১০০.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৯-২০১০						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	টংগীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাঁও হাসাইল-বানারী ও দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)									
২৬	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	১৪৩৩৯.০০	১৪৩৩৯.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	২৫৫০.১২	২৫৫০.১২	৩২.৯৪	২৩.০০	৮২.৪৫
২৭	কুড়িগ্রাম জেলার বৈরাগীর হাট হইতে চীলমারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাংগন রোধ প্রকল্প (ফেজ-১) (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	৯৩৬৮.০০	৯৩৬৮.০০	৫১০০.০০	৫১০০.০০	৫০০৮.১৮	৫০০৮.১৮	১৫.০০	১৪.৮৫	৯৯.৮৫
২৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	২৪৫২.০০	২৪৫২.০০	৯৫০.০০	৯৫০.০০	৯৪৫.৫৯	৯৪৫.৫৯	৩৮.৭৫	৩৮.৫৬	৬৭.৯১
২৯	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)	৩৩০৭৪.০০	৬৬৫৯.০০	১৮২৮০.০০	৩০৮০.০০	১৬৩৮৫.০২	৩০৮০.০০	৫০.০০	৫০.০০	১০০.০০
		২৬৪১৫.০০	২৫৭০৮.০০	১৫২০০.০০	১৪৯০০.০০	১৩৩০৫.০২	১৩০০৫.০২			
৩০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১৫৪৫০.০০	১৫৪৫০.০০	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০	৪৭২৪.৮৪	৪৭২৪.৮৪	২৮.০০	২৮.০০	৩৮.৬০
৩১	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১৮০৬৫.০০		২০০০.০০		৪৮৬.৩০		১১.০৭	৬.০০	৬.১০
		১৮০৬৫.০০	১৬৩৭০.০০	২০০০.০০	১৮০০.০০	৪৮৬.৩০	৪৬৮.৬৬			
৩২	নারদ নদী, মুসা	১৩৩৪.০০	১৩৩৪.০০	৬০২.০০	৬০২.০০	৫৯৭.৬৯	৫৯৭.৬৯	৩৯.৯৬	৩৯.৯৬	৮৫.৯৬

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৯-২০১০						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	খান নদী, (আং) এবং চারঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)									
৩৩	চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-৩ (২০০৮-০৯ থেকে ২০০৯-১০)	২৪৬৮.০০	২৪৬৮.০০	১৬১১.০০	১৬১১.০০	১৫৪৯.৯০	১৫৪৯.৯০	৪০.০০	৪০.০০	১০০.০০
৩৪	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	১৫০৬৭.০০	১৫০৬৭.০০	৩৭২৮.০০	৩৭২৮.০০	৩৭২৫.৭৩	৩৭২৫.৭৩	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০
৩৫	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	৪৭৭৬.০০	৪৭৭৬.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৭১৬.৪৭	৭১৬.৪৭	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৩৬	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	৯৪২১৫.০০	৯৪২১৫.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১২৮৫.০৬	১২৮৫.০৬	১.৫০	১.৫০	১.৫০
৩৭	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প(২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	৩৭৪৬.০০	৩৭৪৬.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৯৭.৩৬	৪৯৭.৩৬	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৩৮	ফিজিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গঙ্গাজুড়ি হাওর। (০১.০৮.২০০৯ থেকে ৩১.০৫.২০১০)	১৮৬.০০	১৮৬.০০	১৫.০০	১৫.০০	৫.০০	৫.০০	৮.১০	৮.১০	৮.১০
৩৯	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	১৭৬৫৪.০০	১৭৬৫৪.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	১২৪৮.৯৯	১২৪৮.৯৯	৭.০০	৭.০০	৭.০০
৪০	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১২)	৯৭৬৮.০০	৯৭৬৮.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৬.৭৯	৯৯৬.৭৯	১১.১৬	১১.১৩	১১.১৩
৪১	বাগেরহাট জেলার	১৬৪.০০	১৬৪.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৯-২০১০						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	৩৪/২ পোল্ডারের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সমীক্ষা প্রকল্প (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১০)									
৪২	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১০)	১৫৪.০০	১৫৪.০০	৩.০০	৩.০০			০.৫০		
৪৩	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০থেকে ২০১২-১৩)।	১৬৯৩৯.৮৮	১৬৯৩৯.৮৮	২০০.০০	২০০.০০	১৯৮.৯২	১৯৮.৯২	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৪৪	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০থেকে ২০১১-১২)	১৬৫১১.০০	১৬৫১১.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৯.৯৯	৯৯.৯৯	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৪৫	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	২৮৮৫৯.০০	২৮৮৫৯.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৯.৭৫	৯৯.৭৫	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৪৬	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বক্শীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১০-১১)	৯৮৩৫.০৫	৯৮৩৫.০৫	১০০.০০	১০০.০০	৯৮.৮৭	৯৮.৮৭	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৪৭	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন	২৪৯০.০০	২৪৯০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৩.৯৫	৩.৯৫	০.৫০	০.৩০	০.৩০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৯-২০১০						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)									
৪৮	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০থেকে ২০১১-১২) ।	১২৩০৯.০০	১২৩০৯.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৯.৭৪	৯৯.৭৪	০.৮৪	০.৮৪	০.৮৪
৪৯	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	৩৬৫৯৬.০৯	৩৬৫৯৬.০৯	১০০.০০	১০০.০০	৯৮.৯৯	৯৮.৯৯	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৫০	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০থেকে ২০১১-১২)	৩৭৪.০০	৩৭৪.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৫১	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিষ্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫)	১৪৪৫৫০.০০	১৪৪৫৫০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৫২	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	২৭৯১.৭৬	২৭৯১.৭৬	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৪.৯৯	৪৪.৯৯	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৫৩	মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৩৯২৯.০০	১৩৯২৯.০০	২০৭৪.০০	২০৭৪.০০	২০৬৩.৫২	২০৬৩.৫২	১৫.৮০	১৫.৮০	৩৩.৪৬
৫৪	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৬২২০.০০	৬২২০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৮৭৩.৪২	৩৮৭৩.৪২	৭৫.০২	৬৯.৪৭	৯৪.৩১
৫৫	দক্ষিণ কুমিলা ও উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০)	২৯৮৪৮.০০	২৯৮৪৮.০০	১.০০	১.০০			০.০০		৭.৯৫
৫৬	সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া	২৫৯৭১.০০	৬৪৬৪.০০	২৯৬৪.০০	৭৬৪.০০	১৯১২.৮৫	৫০২.৮৪	১০.০০	৯.০০	২১.২০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৯-২০১০						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	১৯৫০৭.০০	১৩৭০২.০০	২২০০.০০	১৭০০.০০	১৪১০.০২	৮২৪.৭১			
৫৭	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০৯৯৭.০০	১০৯৯৭.০০	১৬৫.০০	১৬৫.০০	৮৮.৯৭	৮৮.৯৭	১.৫০	১.২০	১৪.৪৭
৫৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২০৭৮০.০০	২০৭৮০.০০	৩৮৬.০০	৩৮৬.০০	৩৪৩.৭৩	৩৪৩.৭৩	১.৮৫	১.৭০	৭.০৭
৫৯	বকাই গৌরনদী আগৈলঝড়া চৌদ্দমাদার বিল প্রকল্পের অসমাপ্ত বাঁধ ও খাল খনন কাজ সমাপ্তকরণ (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	৭৭১.০০	৭৭১.০০	২৯৩.০০	২৯৩.০০	২৫০.২৩	২৫০.২৩	১৫.০০	১৫.০০	১০০.০০
৬০	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.০০	২৪৮৬২.০০	৩৫৮৬.০০	৩৫৮৬.০০	৩৪১১.৪৪	৩৪১১.৪৪	১২.০৬	১২.০৬	৪০.১৫
৬১	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	৪৪৮০.০০	৪৪৮০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	১১২৮.৩৬	১১২৮.৩৬	১২.৫০	১২.৫০	১০০.০০
৬২	মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	২০১১.০০	২০১১.০০	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০	১৫০৬.৬৬	১৫০৬.৬৬	৮০.০০	৭৮.৪০	৯৮.৪০
৬৩	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২১৫৬.০০	২১৫৬.০০	৫০.০০	৫০.০০					২৯.৩৮
৬৪	পাবনা জেলার	৪১৩৩২.০০	৪১৩৩২.০০	৭০.০০	৭০.০০	৪৩.৭২	৪৩.৭২	১.০০	০.৯০	০.৯০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৯-২০১০						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)									
৬৫	এ্যাসটুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৫৭৬৮.০০	৭০১.০০	৯৬৫.০০	১১৫.০০	৮৯৫.০৮	৯৬.৮২	১৩.১২	১২.৫০	৪৭.৩৫
		৫০৬৭.০০	৫০৬৭.০০	৮৫০.০০	৮৫০.০০	৭৯৮.২৭	৭৯৮.২৭			
৬৬	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিষ্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ৩১.০৫.২০১০)	৬০৭.০০	৮৯.০০	৫২৩.০০	১০.০০	২৫২.৮৫	০.৮৫	১০.০০	৫.০০	৫.০০
		৫১৮.০০		৫১৩.০০		২৫২.০০				
ওয়ারপোঃ										
৬৭	ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগের প্রভাব নিরূপণ (২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০)	২৭৯.০০	২৭৯.০০	৯১.০০	৯১.০০	৭২.০০	৭২.০০	৪৭.০২	৪৭.০২	১০০.০০
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটঃ										
৬৮	নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৮৫৮.০০	৮৫৮.০০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫২.৯৮
৬৯	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যান্ডেলিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১১)	১৭৮.০০	১৭৮.০০	৩৯.০০	৩৯.০০	১৮.০০	১৮.০০	২১.৯১	১২.০৫	১২.০৫
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডঃ										
৭০	বাংলাদেশ হাওর ও	৯০২.০০	৯০২.০০	২৯৭.০০	২৯৭.০০	২৯৬.০০	২৯৬.০০	৩২.৯২	৩২.৯২	৬৮.৯২

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৯-২০১০						ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ		জুন ২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	জলাভূমি এলাকার আশ্রায়ন/আবাসন প্রকল্পে বন্যাজনিত ঝুকি প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০)									
৭১	প্রিপারেশন অব মাষ্টার প্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	৭৩৯.০০	৭৩৯.০০	১৯০.০০	১৯০.০০	১৮৭.০০	১৮৭.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০

পরিশিষ্ট-৩

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের ঠিকানা

ক্রমিক সংখ্যা	সংস্থার নাম	ওয়েবসাইটের ঠিকানা
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	**www.mowr.gov.bd**
২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	**www.bwdb.gov.bd**
৩	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো	**www.ffwc.gov.bd**
৪	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	**www.warpo.gov.bd**
৫	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	**www.rri.gov.bd**
৬	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	**www.bhwdb.gov.bd**
৫	ইন্সটিটিউট অভ ওয়াটার মডেলিং	**www.iwmbd.org**
৬	সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস	**www.cegisbd.com**